কম বাংলা সহায়িকা

COM BENGALI MADE EASY

(পরিবর্ধিত ও সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ)

এ তিন বৎসরের বি. কম্. ডিগ্রীর সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত

অধ্যাপক এস্. গুপ্ত ও এ. সেনগুপ্ত

প্রকাশক
যোগব্রত গুপ্ত
এস্. গুপ্ত ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫২-এ কলাবাগান লেন
কলিকাতা-৩৩

প্রথম সংস্করণ—মার্চ, ১৯৫৬

প্রাপ্তিস্থান

এস্. গুপ্ত ব্রাদার্স প্রাইভেট
লিমিটেড
৫৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মৌলিক লাইব্রেরী
১৮/২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীমন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বি. কম্‌ ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বই প্রণীত হইল; তাহাদের বাংলা-পাঠ্যক্রমে সাহিত্য অপেক্ষা অর্থনৈতিক তথ্যের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই আমরা এই বইটি প্রণয়ন করিয়াছি। এই বইটি প্রণয়নকালে আমাদের বন্ধু শ্রীহরিপদ চৌধুরীর নিকট হইতে আমরা অকৃত্রিম সহায়তা পাইয়াছি। এজন্য তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। অসাবধানতার জন্য হয়ত এই বইয়ে অল্প কয়েকটি ছাপার ভুল থাকিতে পারে, এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। ভবিষ্যতে এই বইটি যাহাতে আরও উন্নত-ধরণের হয় সেইজন্য যে কোন পরামর্শ সানন্দে গৃহীত হইবে।

ইতি—

প্রথম সংস্করণ—মার্চ, ১৯৫৬

কলিকাতা

এস্‌. গুপ্ত

ও

এ. সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়—রচনার সংকেত

———

প্রথম অধ্যায়

বাংলা হইতে ইংরাজী অনুবাদ

C. U. B. Com 1951

Translate into English :—

স্বাধীনতা যারা এনেছে তাদের পুরোভাগে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা স্বভাবতই প্রত্যাশা করেছিল যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার তাদের সামনে আত্মোন্নতির সিংহদ্বার খুলে দেবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে তাদের সে প্রত্যাশা পেয়েছে রূঢ় আঘাত। আত্মোন্নতির সুযোগ-সুবিধা করা তো দূরের কথা, মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ আরও বিরূপ পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছে। চোখ খুললেই এ দৃশ্য সহজে চোখে পড়ে। দেড়শো টাকা মাইনের একজন অধ্যাপক, দুইশো টাকা মাইনের একজন সাংবাদিক বা একশো টাকা মাইনের একজন কেরাণীর পক্ষে আজ পরিবারাদি নিয়ে বেঁচে থাকা যে কি কঠিন ব্যাপার তা সহজেই বুঝা যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখবার দুষ্প্রয়াস করতে গিয়ে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে—অথচ সেদিকে কারও দৃষ্টি নেই বললেই চলে।

Ans :—The middle-class people were in the vanguard of those who have ushered in Independence. They expected, of course, that political freedom would open unto them the royal road to self-advancement. But this expectation of theirs has received a rude shock in free India. Not to speak of having opportunities for self-advancement, the middle class has been thrown to-day into more adverse situation with death staring them in the face. Your eyes kept open will easily catch this sight. It can be readily appreciated how hard it is now for a Professor earning monthly Rs. 150 or a journalist earning Rs. 200 or a clerk earning Rs. 100 to struggle on with his family. In a desperate effort to stick to a standard of living the middle class is daily racing towards utter ruin—but this is seldom noticed by anybody.

1952

Translate into English :—

বিগত মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইতে তদানীন্তন কালের বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে বিদেশ হইতে স্বর্ণের আমদানী এবং ভারত হইতে বিদেশে স্বর্ণের রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া দেন। তখন ভারতের যে স্বর্ণ ছিল এবং স্বর্ণ-ক্রয়ের জন্য ভারতের হাতে যে বিদেশী মুদ্রা সঞ্চিত হইতেছিল তাহা হস্তগত করিয়া ইংলণ্ডের প্রয়োজনে আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করাই উপরোক্ত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল। ঐ সময় যদি ভারতকে বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী করিবার সুযোগ দেওয়া হইত তাহা হইলে ভারতে বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ আমদানী হইত। কারণ তখন ভারতের কি ষ্টার্লিং কি ডলার সকল শ্রেণীর বিদেশী মুদ্রারই খুব বেশী সচ্ছলতা ছিল। ঐ সময় ভারতকে স্বর্ণ আমদানীর সুযোগ না দিয়া ভারতের অর্জিত সমস্ত বিদেশী মুদ্রার বদলে ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং মুদ্রা দেওয়া হয় এবং তাহাও ইংলণ্ডে আটক করিয়া রাখা হয়।

Ans :—With the onset of the last Great War the then British Government imposed embargo on the import and export of gold into and out of India. The object of that embargo was to purchase in the interest of England war materials from countries like U. S. A. and South Africa with the gold and foreign exchange at the disposal of India. India would have been flooded with gold if she were then given an opportunity to import gold from abroad. For, India had then plenty of sterling and dollar reserve. Far from being given an opportunity to import gold, India was then paid off in English sterling the whole amount of her foreign exchange and even that sterling balance was held up in England.

1953

Translate into English :—

দেশে পণ্যদ্রব্যের তুলনায় দেশবাসীর হাতে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতার যোগান বৃদ্ধি পাইলেই যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি অপরিহার্য হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। দেশে তখনই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে যখন দেশবাসীর হাতে

অতিরিক্ত হিসাবে প্রভূত পরিমাণে ক্রয়-ক্ষমতা সঞ্চিত হইবে—অথচ সঙ্গে সঙ্গে দেশে সেই অনুপাতে পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর যোগান বাড়িবে না। কিন্তু এইরূপ একটা অবস্থার মধ্যেও টাকার সুদ বৃদ্ধি, ব্যাঙ্কের ধার দিবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ, বাধ্যতা-মূলক সঞ্চয়, শ্রমিকের মজুরী নিয়ন্ত্রণ, শিল্প ও বণিক প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত লভ্যাংশের সীমা নির্দেশ ইত্যাদি বহুপ্রকার ব্যবস্থার দ্বারা দেশে মুদ্রাস্ফীতির কুফল নিবারণের নানা পন্থা বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইসব ব্যবস্থা অবলম্বনেই বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে জগতের বহুদেশ, দেশবাসীর হাতে প্রচুর অর্থ ছড়াইয়াও দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

Ans :—It is not true to say that the surplus of purchasing power over the commodities for consumption in a country leads inevitably to inflation. Inflation will set in only when surplus purchasing power will excessively accumulate in the hands of the countrymen with no corresponding increase in the supply of commodities or in wages. But even in these circumstances various measures have been devised to prevent the evil effects of inflation by enhancing the rate of interest, regulating the power of banks to issue loans, rationing, controlling the production, sale and movement of commodities, compulsory saving, controlling the wages to labourers and limiting the dividends paid by industrial or commercial firms. By the application of these very measures many countries in the world were able to maintain a definite price-level of consumer goods during the last great war in spite of surplus money having been in circulation.

1954

Translate into English :—

ব্যাঙ্কসমূহের প্রধান কাজ জনসাধারণের অর্থের নিরাপদ ভাবে সংরক্ষণ। কোন ব্যক্তির চলতি আয় যদি তাহার চলতি ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে তাহার অর্থ সঞ্চিত হয় এবং এই সঞ্চিত অর্থ নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করা তাহার পক্ষে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ব্যাঙ্ক ও এতজ্জাতীয়

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই অর্থে নিরাপদভাবে সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে সাহায্য করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ইংলণ্ডের স্বর্ণকারগণ জনসাধারণের অর্থ নিরাপদভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিত সেইসময়ে উহারা এজন্য আমানতকারীদের নিকট হইতে একটা কমিশন আদায় করিত। পরে স্বর্ণকারগণ যখন দেখিল যে আমানতী টাকার একটা সামান্য অংশবাদে আর সকল টাকা সব সময়ে তাহাদের হাতে পড়িয়া থাকে এবং এই টাকা দাদন করিয়া উহারা লাভ করিতে পারে তখন উহারা আমানতের জন্য কমিশন দাবী না করিয়া আমানতকারীকেই একটা সুদ দিতে আরম্ভ করিল। এইভাবেই আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়।

Ans :—The main function of the banks is to maintain safe custody of the money of the public. A man saves money when his current income exceedes his current expenses and it becomes a problem to him to afford security to this saving. Banks and similar finance institutions help the people by embracing the responsibility of protecting this wealth. In the 17th century when the goldsmiths of England took the responsibility of protecting the wealth of the public, they used to collect a commision from the depositors. But when they found out that all the money, which, save a small fraction, was lying idle with them, could be invested in loan to earn some profit, they stopped claiming commission—on the other hand, they started paying the depositors an interest. Thus the modern Banking had its origin.

1955

Translate into English :—

বাঙ্গালীর গৃহে চিনির ব্যবহার অল্প নহে। আমরা যে পরিমাণ চিনি ব্যবহার করি তাহা আমাদের দেশেই জন্মিতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা কে করিয়াছে? একদিন ভারতবাসী ভাবিত, জাভার সহিত চিনি প্রস্তুত ব্যাপারে তাহারা কখনই প্রতিযোগিতা করতে পারিবে না। অথচ এখন জাভা হইতে চিনি তো এদেশে একেবারেই আসে না। কেবল তাহাই নহে, এখন ভারতবর্ষ হইতে চিনি বাহিরে রপ্তানী হইবার জন্যও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে তাহারই চিনির কল হইতে সমস্ত

বাংলাদেশকে চিনি সরবরাহ করিতে পারে। অতএব এদেশে ব্যাপকভাবে ইক্ষুর চাষ হওয়া প্রয়োজন। ইক্ষু হইতে কেবল যে চিনি প্রস্তুত হইবে তাহাই নহে, ইক্ষুর রস নিঙ্ড়াইয়া লইলে যে ছিবড়া পড়িয়া থাকে তাহাকেও কাজে লাগানো যায়। অবশ্য সাধারণ গুড়ের ব্যবসায়ীরা ঐ পদার্থটি পুড়াইয়া ইক্ষুরস জাল দেয়, কিন্তু তাহা না করিয়া উহাকে কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা শ্রেষ্ঠতর ব্যবস্থা। ইক্ষুর ছিবড়ার সহায়তায় মাঝারি আকারের কাগজের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে।

Ans :—The Bengali home is not a mean consumer of sugar. Our country can produce the amount of sugar we consume. But, who did ever make a bid for it ? Once the Indians were prone to think that they could never compete with Java in the production of sugar. But Java sugar is no longer imported at present. Not only this, India now produces large quantity of of sugar for export outside the country. The Bengalees, if they so desire, can produce sugar and meet the demand of the whole of Bengal from their own mills. So, it is necessary to cultivate sugarcanes extensively in the country. Sugarcanes will yield not only the sugar, but also the fibre that remains after the juice is taken out and can be uitlised in a variety of ways. Of course, the common Gur-manufacturers used this fibre as a fuel, but instead it can be better utilised as a raw material for the manufacture of paper. A medium-sized paper-mill can be set up with the aid of sugarcane-fibre.

1956

Translate into English :—

এদেশে কৃষির উপর যারা নির্ভর করে তাদের মধ্যে শতকরা ১৮ জনই কৃষিশ্রমিক। এদের দুর্দশার অন্ত নেই। বৎসরের সব সময়ে এদের কাজ থাকে না, রোজগারও সামান্য। তা ছাড়াও এদের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এদের এই দুরবস্থার জন্যই আমাদের গ্রাম্য-সমাজও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদের অবস্থার উন্নতি করা দরকার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে এদের দুর্দশার অনেকটা লাঘব হবে। গ্রামের শিল্পসমূহ আবার চাঙ্গা হ'লে এবং সমবায় পদ্ধতিতে চাষ

করা হ'লে এদের রোজগারের নূতন পথ খুলে যাবে। এছাড়া সর্বনিম্ন আইন বলে এদের মজুরীও কম হবে না। বিশেষত দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলের নানা কাজে এদের সকলকে নিয়োগ করা যাবে।

Ans :—It is the eighteen per cent of those who depend on agriculture that are agricultural laboures. There is no end to their distress. They are not employed all round the year; their income is also small. Over and above they have to suffer untold sufferings. It is for this woeful lot of theirs that our village-community has become too weak. This calls for improvement of their lot as rapidly as possible. The Five-year Plans will serve to lighten the burden of their misery to a great extent. The revival of the cottage industries and cultivation of lands on co-operative basis will open up before them new avenues of earning. Further, under the Minimum Wages Act their wages will not be too meagre. With the improvement of the economic condition of the country, in particular fall of them will find employment in various industries that may flourish in the urban area.

1957

Translate into English :—

রূপার হইতে নাঙ্গাল পর্যন্ত নূতন রেল লাইন স্থাপন করা হইয়াছে। বাঁধ অঞ্চল হইতে নাঙ্গাল উপনগর পর্যন্ত আরও একটি রেল লাইন নির্মাণ সমাপ্ত হইয়াছে। দুই কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত এই উপনগরে পনের হাজার লোকের বসবাসের জন্য গৃহ, বিশ্রামাগার, হাসপাতাল, গবেষণাগৃহ, আফিস, বিদ্যালয়, কল্যাণকেন্দ্র, শ্রমিকদের প্রমোদকেন্দ্র, ডাক ও তার বিভাগ, টেলিফোন অফিস, বাজার, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি ব্যবস্থা রহিয়াছে।

এখানে যে কারখানা হইয়াছে তাহাতে নূতন যন্ত্রপাতি তৈয়ারী ও মেরামত করা হইতেছে। সেখানে ইতিমধ্যে ছয় হাজার টন ইস্পাত তৈয়ারী হইয়াছে। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নাঙ্গালে পাঁচ হাজার কিলোওয়াটের বাষ্প চালিত যন্ত্র, পাঁচশত কিলোওয়াটের দুইটি টার্বো সেট ও ডিজেলচালিত যন্ত্র এবং

ভাকরাতে দুই হাজার চারিশত কিলোওয়াটের ডিজেলচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। এ অঞ্চলের অভূতপূর্ব উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

Ans :—A new railway line has been installed from Ruper to Nangal. The construction of another railway line from embankment zone to Nangal township has also been completed. This township built at a cost of two crores of rupees has for its fifteen thousand people dwelling houses, rest houses, hospital, research laboratories, offices, schools, welfare-centres, labour-amusement centres, Post and telegraph offices, market, supply of drinking water and sanitary arrangement.

New machines are being built and old ones repaired in the factory established here. This factory has meanwhile turned out six thousand tons of steel. For the supply of necessary electricity a steam engine of 5000 kilowatt, two terbosets and a diesel engine of 500 kilowatt have been set up at Nangal and diesel-propelled generator of 2400 kilowatt at Bhakra. This area is bound to attain a tremendous improvement.

1958

Translate into English :—

আমাদের ইহা দৃঢ় ধারণা যে আদ্রা হাওড়া সেক্‌সনের মধ্যে বাঁকুড়া ষ্টেশন হইতে রেল কোম্পানীর যে আয় হয় সেরূপ আয় এই সেক্‌সনের মধ্যে অন্ত কোন ষ্টেশনেই হয় না। কোম্পানীর হিসাবাদি দেখিবার সুযোগ আমাদের না থাকিলেও আমরা ইহা অনুমানের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, প্রতি মাসে বাঁকুড়া ষ্টেশন হইতে সর্বরকমে রেল কোম্পানীর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। মাসিক এইরূপ আয় হওয়া কথার কথা নহে। অথচ ষ্টেশনের অবস্থা যাহা তাহা মেদিনীপুর অথবা পুরুলিয়া হইতে শতগুণে নিকৃষ্ট। ষ্টেশনে উচ্চ প্ল্যাটফর্ম না থাকার জন্য মহিলা, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও শিশুদিগকে লইয়া যাত্রীদিগকে যে কি হয়রানিই হইতে হয় তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগারটির যখন সংস্কার করা হইল এবং অপর একটি নূতন শেড তৈয়ারী করা হইল তখন আশা হইয়াছিল যে এই

সঙ্গে ষ্টেশনের প্লাটফর্ম উচ্চ করা হইবে। এই অসুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষের নজর পড়ে নাই কেন ?

Ans. :—We have strong reasons to believe that the gross income of the Railway Company from Bankura station is not comparable with that from any other station in Adra-Howrah section. Though we have no opportunity to examine the accounts of the company, yet we may rely on the inference that Bankura station brings in a monthly revenue to the tune of six lacs of rupees. A monthly revenue of such a size is no small job. But the condition of the railway station is hundred times worse than that of Midnapore or Purulia. Only the sufferers know well what a trouble it is to the passengers having ladies and children, the sick and the old to find the station without high platform. When the third-class waiting-room was repaired and a new shed added, it was hoped that the platform would be raised high. Why was this disadvantage left unnoticed by the authorities ?

1959

Translate into English : —

সাতবন্ধু বেকার এবং শিক্ষিত, তাহাদের তিনজন বিবাহিত। তাহারা চাকুরীর জন্য নানাস্থানে দরখাস্ত করে, নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায়। চাকুরী কিন্তু হয় না। নিরাশ হইয়া তাহারা ঠিক করিল, চাকুরীর খোঁজে আর নয়—অন্নাভাব ঘুচাইবার সত্যকার পথের সন্ধানে এবার নামিতে হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা কৃষিকার্যে নামিয়া পড়াই স্থির করিল। নিজেদের সোনারূপা বিক্রয় করিয়া, হাওলাত করিয়া এবং নানাপ্রকারে তাহারা ১০,০০০ টাকা জোগাড় করিল। কাজ সুরু হইয়া গেল। তাহাদের প্রাথমিক সম্বল চারিটি গাই ; প্রতিদিন সকাল-বিকালে পনর-ষোল সের দুধ পাওয়া যায়। নিজেদের জন্য পাঁচ সের রাখিয়া বাকি দুধ তাহারা বিক্রয় করে। তাহাতে গড়ে রোজ আট টাকা রোজগার হয়। জলতোলা ও ধানভানা কল আসিল। যখন জল তুলিবার দরকার হয় না তখন ঐ কল দিয়া ধান ভানিয়া কিছু টাকা মুনাফা আসিতে লাগিল। ছয় ঘণ্টায় ২৪ মণ ধান ভানিয়া গড়ে দৈনিক ১৮৲ টাকা লাভ হইতে লাগিল।

Ans :—Of the seven friends who were educated but unemployed, three were married. They sent in applications for jobs to many places and moved from one place to the other, but all was of no avail. Utterly disappointed they decided that they had enough of job-seeking and they must fall upon the real solution to the problem of their bread. After a good deal of deliberation they resolved to take to agriculture. They pooled together a sum of Rs. 10,000/- by selling gold and silver ornaments, borrowing and other means. The enterprise started in right earnest. At the outset they had four cows yielding fifteen to sixteen seers of milk in the morning and evening together. They kept five seers for their own consumption and sold the rest. This fetched them a daily income of Rs. 8/- on average. Then came the water pump and husking machine. The machine when not required for pumping water was used for husking paddy and thus some money was earned. The daily profit amounted to Rs. 18/- by husking on average 24 maunds of paddy in six hours.

1960

Translate into English :—

ভারতে স্বল্পবিত্তদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা ১৯৫৪ সালে গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের শেষাশেষি সমগ্র ভারতে প্রায় ৩৫ হাজার বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং আরও ১৪ হাজার বাসগৃহের নির্মাণ কার্য চলিতেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসের শেষাবধি মোট প্রায় ২৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ভারতে শহরবাসীদের অধিকাংশের আয় স্বল্প বলিয়া তাহারা সরকারী সাহায্য ব্যতীত নিজ নিজ বাসগৃহ নির্মাণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের সাহায্যের জন্যই সরকার এই গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বহু লোকই এই পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণে ইচ্ছুক। কিন্তু জমির অত্যধিক মূল্য এবং ভাল জমির অভাবের জন্য সকলের পক্ষে ইহার সুযোগ গ্রহণ সম্ভব হইতেছে না। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে বিভিন্ন রাজ্যের গৃহনির্মাণ মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে এই অসুবিধা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার পর স্থির হয় যে পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থের একটা অংশ রাজ্যসরকারসমূহ জমিসংগ্রহ

ও উন্নয়নে ব্যয় করিবেন। উপরন্তু অপর এক পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সরকার রাজ্যসরকারসমূহকে প্রকৃত বাসগৃহ নির্মাতাদের মধ্যে বিনা-লাভ বিনা-ক্ষতি ভিত্তিতে জমি বণ্টনের উদ্দেশ্যে জমি সংগ্রহ ও উন্নয়নের জন্য অর্থ প্রদান করিবেন।

Ans ;—The low-income group Housing scheme was adopted in India in 1954. According to this scheme, nearly 35000 dwelling houses had been built in India and further 14000 were under construction to the end of 1958. Nearly 29 crores and 56 lacs of rupees were spent in all upto the end of March 1959 under the scheme.

The majority of townsmen in India are unable to build their own dwelling houses without State aid in view of meagre income. It is with a view to help them that the Government has introduced this House-building scheme. Many are inclined to take advantage of this scheme. But it has not been possible for everyone to take this advantage due to the high price of and dearth of suitable lands. This disadvantage was specially discussed in a conference of Housing Ministers of States held in October 1958 and it was then decided that State Governments would spend a large slice of the fund allotted under the scheme on acquisition and reclamation of land. Moreover, the Government of India will, according to a separate scheme, provide the State Governments with funds for acquisition and reclamation of lands and for their eventual distribution among the bonafide house-builders on no-profit no-loss basis.

1960 (Compartmental)

Translate into English :—

দার্জিলিঙ্গে গিয়া দেখিলাম মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে। হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক রেনকোটে আবৃত করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন মেঘের কুয়াশায় মনে হইতেছে যেন বিধাতা

হিমালয় পর্বত শুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতে-ছিলাম—কাজকর্মহীন হইয়া এ মেঘরাজ্যে আর ত ভাল লাগে না।

এমন সময় অনতিদূরে রমণী কণ্ঠের রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। অন্যত্র অন্য সময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কিনা সন্দেহ, কিন্তু এখন এ রোদনধ্বনি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না। শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম একটি নারী আপাদমস্তক বসনাবৃতা হইয়া পথের ধারে এক শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া কাঁদিতেছে। মেয়েটি কোন জাত বুঝিতে পারিলাম না। হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি, তোমার কি হইয়াছে?" মেয়েটি কোন উত্তর দিল না। আমি আবার কহিলাম, "আমাকে ভয় করিও না, আমি ভদ্রলোক।"

Ans :—I reached Darjeeling to find that it was clouded and raining on all sides. One would hardly like to be out of doors and still more dislike to be confined indoors. Having finished breakfast in the hotel I was out for a walk with heavy boots on and a rain-coat wrapped from head to foot. It was drizzling now and then and there was a mist of dense clouds everywhere. It seemed that the creator was about to rub and efface the painted universe including the Himalayas. Walking alone on the deserted Calcutta Road I was thinking—how can I take breath with no work on hand in this world of clouds?

Just at that time I heard a woman wailing not very far. I doubt if I would have cared to look for elsewhere or at other time, but the wailing at that hour did not seem to be trivial. Aiming at the sound I proceeded and found that a woman clothed from head to foot was sitting on a slab of stone beside the road and weeping. I could not place the nationality to which the woman belonged. I asked her in Hindi, "Who are you? What's the matter?" The woman made no reply. Again I said to her, "Don't fear me, I am a gentleman."

Translate into English :—

গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক কারিগর, পুরুষানুক্রমে পল্লীশিল্পে নিযুক্ত থাকলেও, কৃষিকাজ করে। তাতে জমির উপর আরও বেশি চাপ পড়ে। এই সমস্ত কারিগর আবার তাদের নিজেদের পৈতৃক ব্যবসায়ে ফিরে গিয়েছে। অবশ্য, এজন্য তারা সরকার থেকে শিল্প-ঋণ পেয়েছে। এই ঋণ সুবিধামত কিস্তিতে শোধ করতে হয়। আবার অনেকে এই ঋণ নিয়ে বেশি পরিমাণে কাঁচামাল এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনে রেখেছে। তাতে তাদের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা সত্য যে, অনেক সময়ে এই ঋণ জমি পুনরুদ্ধারের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে অথবা কন্যার বিবাহে খরচ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যেখানে ঋণ সংগ্রহ করা খুবই দুষ্কর সেখানে এই ধরনের ব্যয় অসম্ভব নয়।

পল্লী অঞ্চলে হাজার হাজার নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। আর সেই বাবত খরচের ব্যাপারেও পল্লীবাসীরা সাহায্য করছে। পল্লীর জনসাধারণ পূর্বে একই পুকুরের জলে স্নান করত, কাপড়চোপড় কাচত আবার সেই পুকুরের জলই তারা পান করত। কিন্তু এখন তারা নলকূপ থেকে বিশুদ্ধ জল পাচ্ছে।

Ans :—Speaking of rural industry, many artisans though engaged by way of ancestry on industry stick to cultivation. This results in the accumulation of pressure on land. These artisans have, again returned to their ancestral trade. They have, however, received industrial loan from the Government for this purpose. This loan is repayable in easy instalments. Some again have bought large quantity of raw materials and modern tools with the aid of this loan. It has reduced the cost of production and increased efficiency in work. It is no doubt a fact that on some occasions this loan has been utilised on reclamation of land or towards daughter's marriage. But such expenditure cannot be ruled out where it is very difficult to procure loan.

Thousands of Tubewells have been sunk in rural area. The villagers are co-operating in the expenditure on that account.

Formerly the village people used to bathe, wash their clothes and drink from the same pond. But now they use pure water drawn from the tube-well.

(Compartmental)

Translate into English :—

সমবায় ও পল্লীপঞ্চায়েত গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্রের দু'টি মূল স্তম্ভ বিশেষ। সুখের বিষয়, এ দু'টি ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ উন্নতির পরিচয় পেয়েছি তাকে আশাতীত না বলা গেলেও উৎসাহজনক বলা যেতে পারে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা ১২,৯৪৯ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৯,০২৯ আর সভ্যসংখ্যা একই সময়ে ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার থেকে বেড়ে ১৪ লক্ষ ২ হাজার হয়েছে। সমবায়ের বিভিন্ন শাখা যেমন, কৃষিঋণ সমবায়, কৃষিবিপণন সমবায় সমিতি, শস্য ব্যাঙ্ক, সমবায় খামার সমিতি, শিল্প সমবায় সমিতি, অকৃষি ঋণ সমবায় সমিতি, ভোগ্যপণ্য, দুগ্ধ সরবরাহ ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, গৃহ-নির্মাণ সমবায় সমিতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই এই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৫৯-৬০ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পঞ্চায়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩,০২২টি গ্রাম পঞ্চায়ত এবং ৪৬৯টি অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠিত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ৮,০০০ পঞ্চায়ত ও ১,২০০ অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠিত হবে বলে আশা করা যায়।

Ans :—Co-operative and Village Panchayat are, as it were, two pillars of a democratic welfare state. It is gratifying to note that the progress recorded in these two spheres, though not beyond expectation, may well be called encouraging. Since 1948 down to 1959, the number of co-operatives has gone up from 12949 to 19029 and the strength of membership from six lacs thirtyfive thousand to fourteen lacs two thousand. Similar progress has been achieved in different branches of co-operation like Agricultural Credit Co-operative Societies, Agricultural Marketing Co-operative Societies, Co-operative Farming Societies, Industrial Co-operative societies, Non-Agricultural Co-operative Credit Societies, Co-operative Societies for Consumers' goods, Milk supplies, fisheries and house-building. In 1959-60 Panchayats were elected all over

West Bengal on the basis of adult franchise, 3022 Village Panchayats and 469 Regional Panchayats were formed. It is expected that at the end of the Second Five year Plan 8000 Village Panchayats and 1200 Regional Panchayats will be established.

Additional Translation Passages worked out

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির ইংরাজীতে অনুবাদ কর :—

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গোড়ার কথাটা হচ্ছে এই শ্রমবিভাগ। সব মানুষ যেমন সব কাজ সহজে করতে পারে না, তেমনি সব দেশও সব কাজ সহজে করতে পারে না। বাংলার জমিতে পাট যেমন সহজে উৎপন্ন হয়, জগতে আর কোথাও হয় না। আবার মালয় দেশে রবার যেমন সহজে উৎপন্ন হয় তেমন আর কোথাও হয় না। এখানে স্বাভাবিক ব্যবস্থাই হচ্ছে মালয় দেশে পাটচাষের চেষ্টায় এবং বাংলা দেশে রবার চাষের চেষ্টায় অনর্থক অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট না করে যেখানে যা সহজে তৈরী হয় তাই তৈরী করে ঐ জিনিষ-গুলি উভয় দেশের দরকার মত বিনিময় করে নেওয়া। তাতে উভয় দেশেরই লাভ।

Ans: —This division of labour is the primary logic of international trade. As every man is not at home with every job, so every country can not do every work without difficulty. Nowhere else in the world is jute grown with ease as in the fields of Bengal. Again nowhere is rubber so easily produced as in Malaya. In the circumstances it is quite natural to have recourse to exchange according to demands between the countries of what is easily produced by each instead of wasting money and energy of the effort of growing jute in Malaya and rubber in Bengal. That would benefit both the countries.

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটিকে ইংরাজীতে অনুবাদ কর :—

স্বাধীনতার পর হইতে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে তাহা এই যে নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের উন্নতির জন্য চিৎকার করিতেছেন অথচ জনসাধারণের অবস্থা দিন দিন অবনত হইতেছে এবং ধনীগণ আরও ধনী এবং

কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশী অত্যাচারী হইয়া উঠিতেছেন। আবার ধনীদের পক্ষ হইতে বিচার করিলে দেখা যায় তাহাদের মানসিক শান্তি নাই। নানাবিধ করভার এবং সেই করজাল হইতে সরিয়া পড়িবার উগ্র চেষ্টায় তাহাদের আহার নিদ্রা নাই। চরিত্রবান নিজেদের দাবী লইয়া চিৎকার করে, ধনীগণ নীরবে আপন আপন স্বার্থসাধন করিতে বদ্ধপরিকর। স্বাধীনতার প্রথম যুগে গোটা দেশের যেন নাভিশ্বাস উঠিয়াছে।

Ans :—What has been featuring prominently since the achievement of independence is that the leaders are shouting for the welfare of the people while the condition of the people is worsening day by day and the rich are becoming richer, if not autocratic, on some occasions. Again judged from the view point of the rich, they have lost the peace of mind. They have lost their appetite and forgotten their sleep in their hectic efforts to escape the net of multiple taxes. Men of character cry hoarse over their demands while the rich are bent upon grinding their axe in silence. The whole country is as though gasping in the first decade of indepence.

বাংলা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ কর :—

বাঙ্গালীজাতির মন অনুসরণ করলে দেখা যাবে বাঙ্গালী এক এক সময় এক এক দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিছুকাল অনুশীলন করার পর এক সময়ে তার থেকে ক্রমে সরে অন্যকিছুর অনুশীলনের জন্য ব্যস্ত হয়েছে ; আর পরবর্তীকালে ভারতের অন্যান্য জাতি বাঙ্গালীর ছেড়ে-দেওয়া বিষয় নিয়ে অনুশীলনে উৎসাহী হ'য়েছে। আঠার শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমে বাঙ্গালী ব্যবসা-জগতে যখন কৃতী হ'য়ে উঠেছিল, যখন একমাত্র রামদুলাল সরকারের চারিটি জাহাজ শুধু আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা করতে নিযুক্ত ছিল, সে সময় ভারতের অন্যান্য জাতি ব্যবসাক্ষেত্রে সেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি হ'তে বাঙ্গালী ক্রমে ব্যবসা হ'তে তার মন সরিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে মেতে গেল। আর [illegible] ভারতের অন্যান্য জাতির

মধ্যে কেউ-কেউ ব্যবসা-প্রসারে এগিয়ে এল। ভারতের অন্যান্য জাতি যখন পাকাভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত, তখন বাঙ্গালী রাজনৈতিক আন্দোলন ক'রে ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

Ans :—If we follow the mind of the Bengalees, we shall find that they bend on one thing to another at different times. They pursue a thing for sometime and then they gradually retract from it to pursue something else. And later on the other nationalities of India have earnestly pursued the lines left by the Bengalees. Towards the end of eighteenth century and the beginning of nineteenth when the Bengalees flourished in the world of trade and commerce, and four ships owed by Ramdulal Sarkar alone were busy in trading with America, the other nationalities of India had not made any great stride in the world of trade and commerce. But from the middle of the nineteenth century the Bengalees gradually withdrew their mind from trade and commerce and became energetic over society and culture. And thenceforth some men from other nationalities of India came forward to promote business. When the other nationalities of India are well-established in business, the Bengalees have upset the English by the expedience of political movements.

বাংলা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ কর ঃ—

বলপূর্বক যে কোন ভাষা কাহারও উপর চাপাইয়া দেওয়া যায়না একথা আমাদের নেতৃবৃন্দ বারেবারেই ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবে তাহা যখন ঘটে তখন তাঁহারা মৌখিক নিন্দা করিতেও অগ্রসর হন না। ইহাকে দুর্বল নেতৃত্ব অথবা ভণ্ডামি এই দুই বিশেষণের কোন্ বিশেষণে ভূষিত করা হইবে তাহা চিন্তনীয়। ভারতবর্ষে ভাষার সমস্যায় বাঙ্গালীই সর্বাধিক মার খাইয়াছে। এই প্রদেশের দুই তৃতীয়াংশ লোক আজ ভিন্ন দেশের অধিবাসী। এক বৃহৎ অংশ আসামে থাকিয়া অনবরত মার খাইতেছে। বিহারেও প্রচুর বাঙ্গালী বাস করে। তাহারাও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের পর্য্যায়ভুক্ত। নেতৃত্ববিহীন বাঙ্গালী আজ দিশাহারা। কিন্তু আমরা বলি বাঙ্গালীকে আত্মস্থ হইয়া প্রতিকারের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

নিজের অধিকার নিজেকেই প্রতিষ্ঠা করিতে হয়—কেহ দয়া করিয়া দেয় না।

Ans :—Our leaders are declaring once and again that no language can be forcibly imposed on anybody. But when it so happens in fact, they do not come forward even to register a formal protest. It is a matter for deliberation how this attitude should be qualified—as weak leadership or hypocrisy. So far as the language problem of India is concerned the Bengalees have been hit the hardest. Two-thirds of the population of this State are people of the other States. Quite a number of the Bengalees are residing in Assam and are being subjected to constant oppression. The Bengalees reside in large numbers in Bihar also. Their status also is next to that of the citizens. The Bengalees having no leader to guide are today drifting aimlessly. But we hold that the Bengalees must come to senses and explore the means of remedy. One has to assert one's own rights, for it is not a gift of grace.

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ কর :—

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বুনিয়াদে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিয়াছে এবং এই পরিবর্তনের সহিত যে সমস্ত শ্রমিক ও ব্যবসায়ী সময়োপযোগী মনোভাব লইয়া চলিতেছেন একমাত্র তাঁহারাই উন্নতি করিবেন ; অপরপক্ষে যাঁহারা প্রাচীন মনোভাব ও সংস্কার লইয়া চলিবেন তাঁহাদের ভাগ্যে হাহুতাশ করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। বর্তমানে পরিবর্তিত পটভূমিকায় অধিক পরিমাণে স্বাবলম্বী হইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে যন্ত্রপাতির সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাধীন ভারতের উৎপন্ন পণ্য যেন যে-কোন প্রথম শ্রেণীর দেশজাত পণ্যের সমকক্ষ হইতে পারে। আমাদের পরিশ্রম এবং সততায় আমাদের সুনাম রচিত হইবে এবং পৃথিবীর বাজারে আমাদের পণ্যসম্ভারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

Ans :—The Second World War has brought in its wake notable changes in the internal economy of the country. The labourers and traders who have adjusted themselves to these changes will alone prosper ; while those who will continue

আমাদের অর্থনীতিকে স্বয়ং উন্নতিশীল পর্য্যায়ে উন্নীত করিবার প্রস্তাব চিরতরে স্থগিত হইবে।

Ans :—At the time of introducing the First Plan we had to take into account the grievances of nearly 35 crores of people. Now the population has exceeded the figure of 40 crores. It is, therefore, very correct to say to-day that we may maintain parity with the growth of population if we can devise with promptness and apply with determination the techniques of production suited to the social and economic conditions of India. On the one hand the population is on the increase and on the other the people are in grip of dire poverty—this forces the people to spend almost all of their income. If in this context we decide to wait for the growth of savings, we shall have to shelve for ever the plan to develop our economy to self-sufficient and self-advancing position.

ইংরাজীতে অনুবাদ কর :—

আমাদের অর্থনীতিতে মূলধনের ঘাটতিই একমাত্র অসুবিধা নয়। আমাদের অনেক সমস্যারই মূল কারণ হইতেছে আমাদের লোকবলের কর্ম্মদক্ষতার অভাব। যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। আমরা যদি সৎ ও সুস্থ নাগরিক হইয়া উঠিতে চাই, দেশের কল্যাণ সাধনের যোগ্য হইতে চাই এবং সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করিতে চাই, তাহা হইলে উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করিতে হইবে। শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের কর্ম্মসূচী রূপায়ণের সময় শ্রমিক, যন্ত্রপাতি এবং মূলধনী মালের সর্ব্বাধিক উৎপাদনশীলতা, অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রথম পরিকল্পনায় উহার বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮০ কোটী টাকা ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা ৮০০ কোটী টাকা হইয়াছে।

Ans : The shyness of capital is not the only loophole in our economy. Many of our problems owe their origin to the inefficiency of our man-power. It has become imperative to extend the scope of general and technical education as early as possible. To grow up as honest and healthy citizens, to be fit to promote the welfare of the country and to take part

in the social and economic development—our educational system will have to be reformed and based on productivity. It should be one of our objectives in the execution of programme for investment of capital in Industry to ensure optimum productivity of labour, machinery and capital goods. Investment in Industry was Rs. 180 crores during the First Plan and has been raised to Rs. 800 crores in the Second Plan.

নিম্নলিখিত অংশটির ইংরাজীতে অনুবাদ কর :—

বিগত দশ বৎসরে উৎপাদনের হার সর্বদা সমান ছিল না। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফলে তাহা কখনও বাড়িয়াছে আবার কখনও বা কমিয়াছে। ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা দেশের বেকারসমস্যাকে তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। নানা প্রকারে ভুলভ্রান্তিসত্ত্বেও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনার উন্নয়নের গতিধারা নির্ধারণ করা হইয়াছে। কৃষি সম্পর্কিত অর্থনীতিকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলা, শিল্প সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বর্ধিত শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের প্রতি চেষ্টা নিয়োজিত করাই তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ধার্য্য করা হইয়াছে। এই উন্নয়নের ভার সমগ্র জাতিকে সমভাবে বহন করিতে হইবে।

Ans : The rate of production was not always even during the last ten years. It has once increased and again decreased due to the impact of national and international situation. The population, increasing as it did gradually, has made the problem of unemployment more and more acute. Notable progress has been achieved in different spheres of national life in spite of many defects and shortcomings. The phases of development for Third Plan have oriented in the light of experience gained during the Second Plan. Development and consolidation of agricultural economy, expansion of industry, development of electricity and communication systems, employment assistance to the enlarged labour—these have been fixed as the targets for the Third Plan. The burden of this development has to be borne by the whole nation all alike.

ইংরাজীতে অনুবাদ কর :—

বাংলাদেশের নূতন ও ক্ষুদ্রায়তন ব্যাঙ্কগুলিকে কার্য্যক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহার প্রধান কারণ এই যে, এইসব ব্যাঙ্কের প্রায় সবগুলিই মধ্যবিত্ত সমাজের বেকার ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং একটা ব্যাঙ্ক চালাইতে হইলে যে-পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন তাহার অতি সামান্য অংশও এইসব ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। কাজেই প্রথম হইতে ব্যাঙ্ক চালাইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য উহাদিগকে মধ্যবিত্ত সমাজের শেয়ার ক্রেতাদের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে এখন টাকার অভাব ঘটিয়াছে। যাহাদের কিছু সম্বল আছে তাহারাও অনিশ্চিত লাভের আশায় ব্যাঙ্কের শেয়ারে টাকা খাটাইতে রাজী নহেন। ফলে অধিকাংশ ব্যাঙ্কেরই পরিচালকবর্গ শেয়ার বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক চালাইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় মূলধন বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

Ans : The new and small-sized banks of Bengal have now to suffer a lot of disadvantages in the practical field—this is mainly due to the fact that most of these banks are founded by the unemployed middle-class people and those founders could not subscribe even a small portion of the capital required in banking business. As a result they had to depend from the very beginning on the share-subscribers of the middle-class for the requisite functionary capital. But the middle-class people are now in financial stringency due to one reason or other. Again, those who have a small wherewithal are not prepared to invest in bank shares for the sake of uncertain dividends. The directors of most of these banks could not, therefore, procure from the market requisite capital for carrying on normal functions simply by the expedience of issuing shares.

ইংরাজীতে অনুবাদ কর :—

এই মহানগরীর দুর্গন্ধ অলিগলি, বস্তি প্রভৃতি দুঃখ ও দৈন্যের কেন্দ্র, বেকার সমস্যা, নিদারুণ অর্থকষ্ট ও অভাবের গা ঘেঁষিয়া এখানে ভোগ ও ঐশ্বর্যের জাঁকজমক প্রকটভাবে দেখা যায়। বিপ্লব যদি ঘটে ত

কলিকাতাতেই ঘটিতে পারে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই কলিকাতার উন্নতির জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শতাধিক কোটি মুদ্রা ব্যয় করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু শহরের যাহারা স্বাভাবিক অধিবাসী তাহাদিগকে যদি যথাযথরূপে জীবনপথে সুপ্রতিষ্ঠ রাখা না যায় তাহা হইলে শুধু ড্রেন গড়িয়া শহরের বিস্ফোরক অবস্থা সুসংযত করা যাইতে পারে না।

Ans : The stinking lanes and bustees of this great city are the centre of misery and poverty ; here wealth and enjoyment are in pompous parade side by side with the caravan of unemployment, want and pecuniary distress. Calcutta is indeed a potential bed of revolution. Having considered all these aspects Dr. Bidhan Chandra Roy has decided on an expenditure of over hundred crores for the development of Calcutta during the Third Five-year Plan. But if the regular citizens of the city are not helped to be well-established through proper channel, the volcanic condition of the city cannot be controlled merely by sinking drains.

নিম্নে উদ্ধৃত বাংলা অনুচ্ছেদটির ইংরাজী অনুবাদ কর :—

বর্তমান যুগে সরকারী অর্থনৈতিক কাজকর্ম বিস্তার লাভ করেছে। দেশ রক্ষা, আভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা ছাড়াও আধুনিক সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যয় নেহাৎ কম নয়। আবার দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করার জন্য বাণিজ্যচক্রের প্রতিরোধে সরকারের ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিরাট পরিমাণ অর্থ রাষ্ট্রকে ব্যয় করতে হয়। সুতরাং দেখা যায় যে রাষ্ট্রের ব্যয়ের পরিমাণ বিশাল।

Ans : In modern age the scope of economic functions of Government has expanded. Apart from the subjects of defence and internal order and security, the expenditure of present-day Government on public health, education etc. is not at all negligible. Again, the Government has to increase expenditure to resist the trade-cycles in the interest of a stable economy. In an undeveloped country the State has also to

incur heavy expenditure for economic development. ... seen that the volume of expenditure of a State ...

ইংরেজীতে অনুবাদ কর :—

(ক) জীবনবীমা ও অগ্নিবীমার ভিতর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। জীবনবীমায় ইচ্ছা করিলে কেহ একই কোম্পানীতে একাধিকবার বীমা করিতে পারে; বিভিন্ন কোম্পানীতেও বীমা করিতে পারে। প্রত্যেক স্থলেই পলিসি পাকা হইলে, বীমার টাকা পুরাপুরি পাওয়া যায়। কিন্তু অগ্নিবীমায় একই সম্পত্তির এক কোম্পানীতে একাধিক বীমা ত হয়ই না বরং ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীতে বীমা করিলেও আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতে সম্পত্তি নষ্ট হইলে, মাত্র বীমার টাকার অনুপাতে সম্পত্তি মূল্যের ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। এই টাকা ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী অংশানুসারে ভাগ করিয়া দিয়া থাকে। কোনও অবস্থাতেই ক্ষতির পরিমাণের অধিক টাকা পাওয়া যায় না।

Ans : There is a good deal of distinction between Life Insurance and Fire insurance. So far as Life insurance is concerned, one can take out more than one policy either in the same company or from different companies. Each such policy, if it is good, returns the full face value. But in case of Fire insurance, not only more than one policy for a property can not be taken in the same company : but even when it is insured with different companies, the property upon loss by fire is compensated for in proportion to the face value of the policy. The amount of compensation is borne by the various insurers according to their share of interest in the policy. Under no circumstances one can recover compensation in excess of the quantum of damage or loss.

ইংরাজীতে অনুবাদ কর :—

বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতের আর্থিক পরিস্থিতিতে নূতন কর সংস্থাপন এবং ঘাটতি ব্যয়—দুইই বিপজ্জনক পথ। ভারতবাসী কর ভারে প্রপীড়িত, নূতন করের বোঝা বহিবার মত অবস্থা সত্যই তাহাদের নাই। এই জন্যই প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানে নূতন নূতন কর বহনে বাধ্য হইয়া ইতিমধ্যে সাধারণ দেশবাসীর অবস্থায় লক্ষনীয় অবনতি ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই বর্ধিত কর প্রদানে বাধ্য হইবার সংগে প্রকৃত আয়ের অঙ্ক

deficit financing—both of them are dangerous avenues. The Indians are over-burdened with taxes ; it is, in fact, beyond their capacity to bear the burden of a new tax. This is why the economic condition of the masses, forced as they have been to bear the new taxes imposed for meeting demands of finance, has suffered a marked deterioration. It is too much to say that this compulsion to pay higher taxes without any corresponding rise in real income has been no doubt lowering down their standard of living.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইংরাজী হইতে বাংলায় অনুবাদ

C. U. B. Com

1951

নিম্নে উদ্ধৃত ইংরেজী অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে যে-কোন দুইটির বাংলা অনুবাদ কর :—

(*a*) In ordinary speech a wealthy man is a man with a large income. How do we state a man's income? Usually in pounds, dollars and francs, and in the same way we state a country's income in terms of money. But the pounds, shillings and pence are not the wealth. No one except the miser desires them for their own sake; they are wanted only for their purchasing power. The real wealth consists of the things that the money will purchase and of those things we think when we try to realise what wealth is; the precious metals and precious stones, the materials and implements of manufactures, foodstuffs, land and buildings, these and not their money-prices are what we mean by wealth.

(*a*) যে লোকের আয় খুব বেশী তাহাকেই সচরাচর ধনী বলা হয়। লোকের আয় আমরা কিরূপে ব্যক্ত করি? সাধারণতঃ পাউণ্ড, ডলার এবং ফ্রাঙ্কের দ্বারা আমরা ইহা প্রকাশ করি, কোন দেশের আয়কেও আমরা এইভাবে এই মুদ্রার মাধ্যমে ব্যক্ত করি। কিন্তু পাউণ্ড, শিলিং এবং পেন্স সম্পদ নয়। অর্থের খাতিরে অর্থ কৃপণ ভিন্ন আর কেহ চাহে না, কিন্তু অর্থের ক্রয়ক্ষমতা আছে বলিয়াই লোকে উহা আকাঙ্ক্ষা করে। প্রকৃত সম্পদ বলিতে তাহাকেই বুঝায় যাহা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতে পারা যায় এবং যে সমস্ত সামগ্রীর কথা ভাবিয়া আমরা সম্পদের তাৎপর্য বুঝিতে পারি। মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তর, উৎপাদনের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, খাদ্যদ্রব্য, ভূমি, ও বাসগৃহ—এইগুলিই প্রকৃত ধন, উহাদের অর্থকরী মূল্য নয়।

(*b*) The most serious difficulty that confronts the wage-earner is unemployment. The failure of our economic organi-

sation to utilize fully all the labour power at its disposal constitutes one of its most glaring defects. If the economic process were perfectly efficient, every able-bodied adult whose time was not needed in the home would be kept fully employed. Unfortunately such a state of full employment is far from actual attainment. There is always a considerable amount of unemployment which in recent years has reached alarming proportions.

(*b*) শ্রমজীবির জীবনে বেকার দশা সবচেয়ে গুরুতর সংকট সৃষ্টি করে। আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম দৃশ্যমান ত্রুটি এই যে ইহা সমগ্র শ্রম-শক্তিকে পূর্ণভাবে নিয়োগ করিতে পারে না। যদি অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক সবলকায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যাহাদের গৃহে আটক থাকিতে হয় না তাহারা পূর্ণভাবে কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিত। দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রকার পূর্ণ নিয়োগের অবস্থা এখনও বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। সকল সময়েই বেকারের সংখ্যা অধিক, কিন্তু বর্তমান কালে এই সংখ্যা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(c) A bank renders many valuable services to the public as well as to the trade and industry of a country. Its most important service is that it pulls together the scattered savings of a community and makes them available to those who need funds for productive purposes. The ease with which money can be obtained from banks by businessmen acts as a stimulus to productive enterprise. They are also benefited by the advice and information which banks are always ready to place at their disposal.

(*c*) দেশের জনসাধারণকে, তথা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যকে ব্যাংক যে সেবা করে তাহা মূল্যবান। ইহার সবচেয়ে প্রধান কাজ এই যে ইহা দেশবাসীর বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়কে একত্রিত করিয়া উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যাহাদের মূলধন প্রয়োজন তাহাদিগকে উহা যোগান দেয়। ব্যাংক হইতে অনায়াসে অর্থ দাদন পাওয়া যায় বলিয়া ব্যবসায়ীগণ উৎপাদনকার্যে প্রেরণালাভ করে। ব্যাংকগুলি যে পরামর্শ দেয় এবং যে সংবাদ সরবরাহ করিতে প্রস্তুত থাকে তাহার দ্বারাও ব্যবসায়ীগণ উপকৃত হয়।

1952

নিম্নে উদ্ধৃত ইংরাজী অনুচ্ছেদগুলির যে-কোন দুইটির বাংলা অনুবাদ কর :—

(*a*) If human beings are to enjoy more consumer's goods than the comparatively small quantity of goods provided free by nature they must labour to produce them. Now although most persons have laboured to produce goods many do not understand clearly just what is meant by production. When we say that a man has produced something we do not mean that he has created something out of nothing, since a man can neither create nor destroy matter. All that man can do is to produce some change in matter in such a way that it becomes more useful. So production consists in so changing things as to increase their utility.

(*a*) প্রকৃতিদত্ত স্বল্পপরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী অপেক্ষা মানুষ যদি অধিকতর ভোগদ্রব্য উপভোগ করিতে চায় তাহা হইলে তাহার উৎপাদনের জন্য তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইবে। যদিও ভোগদ্রব্য উৎপাদনের জন্য বহুলোক পরিশ্রম করিতেছে, তবুও অনেকেই উৎপাদনের তাৎপর্য বিষয়ে সম্যক অবহিত নহে। কেহ কিছু উৎপাদন করিয়াছে বলিলে এইরূপ বুঝায় না যে সে শূন্য হইতে কিছু সৃষ্টি করিয়াছে, কারণ পদার্থ সৃষ্টি বা ধ্বংস করার ক্ষমতা মানুষের নাই। মানুষ কেবলমাত্র কোন পদার্থে কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটাইয়া তাহাকে অধিকতর উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে। সুতরাং উপযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পদার্থের এইপ্রকার পরিবর্তন ঘটানোর নামই উৎপাদন।

(*b*) It is commonly asserted that to take from the rich part of their incomes in the form of income-taxes or other taxes such as inheritence tax tends to retard the accumulation of capital and to dissipate the capital accumulations of the past. Undoubtedly if taxation of the rich is carried to an extreme such undesirable results will follow. Heavy taxation of the wealthy accompanied by low taxation or exemption from taxation, of the poor may retard the accumulation of capital or dissipate past accumulations. But there is reason to believe that progressive taxation applied in moderation is not likely to

bring these evil consequences in any marked degree. Sound public policy justifies a moderate amount of taking from the rich to give to the poor through the process of taxation and public expenditure.

(*b*) সাধারণ ভাবে এইরূপ দাবী করা হইয়া থাকে যে ধনীদিগের আয়ের কিঞ্চিৎ অংশ আয়কর বা উত্তরাধিকার কররূপে আদায় করা হইলে মূলধনের গঠন ব্যাহত হয় এবং অতীতের সঞ্চিত মূলধন ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অবশ্য ধনীদিগের উপর কর-আরোপের ব্যবস্থা যদি চরমে উঠে তবে নিঃসন্দেহে এই অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটিবে। একদিকে ধনীদিগের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করিলে এবং অপরদিকে দরিদ্রদিগের উপর কর হ্রাস করিলে অথবা তাহাদিগকে কর হইতে অব্যাহতি দিলে মূলধন গঠন ব্যাহত হইবার বা সঞ্চিত মূলধন হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য যে প্রগতিশীল করব্যবস্থা পরিমিতভাবে প্রয়োগ করিলে এই কুফলগুলি প্রবল-আকারে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কর গ্রহণ ও সরকারী ব্যয় পদ্ধতির মাধ্যমে ধনীদিগের নিকট হইতে পরিমিত কর আদায় এবং দরিদ্র-দিগের মধ্যে তাহা প্রত্যর্পণ করা আদর্শ সরকারী নীতিতে সমর্থনযোগ্য।

(*c*) Since insolvence means a disagreement between assets and liabilities, often leaning heavily on the side of the latter, nothing can be done until the financial position of the debtor has been accurately gauged. And this cannot be accomplished until a proper financial statement has been prepared. The law compels the debtor to make a statement of his affairs and his failure to do so renders him liable to be severely dealt with. As soon as possible after the statement of affairs has been drawn up, the creditors are called together and the position of matter is explained to them.

(*c*) দেনা ও পাওনার মধ্যে গুরুতর অসঙ্গতি ঘটিলে দেউলিয়া অবস্থার উদ্ভব হয় এবং সেক্ষেত্রে প্রায়ই দেনার পাল্লা ভারী হইয়া থাকে। অধমর্ণের আর্থিক অবস্থা সঠিক নির্দ্ধারণ না করা পর্যন্ত কিছুই করিবার থাকে না। এবং এই আর্থিক অবস্থার স্বরূপও জানা যায় না যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিধিমত অর্থ-সংক্রান্ত বিবরণ প্রস্তুত না করা হয়। আইনদৃষ্টে অধমর্ণ তাহার আর্থিক অবস্থার বিবরণ দাখিল করিতে বাধ্য, অন্যথায় তাহাকে গুরুতর শাস্তিভোগ

করিতে হয়। আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত এবং দাখিল হইবার পরে যত শীঘ্র সম্ভব উত্তমর্ণগণকে একত্রে আহ্বান করিয়া প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়।

নিম্নে উদ্ধৃত ইংরেজী অনুচ্ছেদগুলির যে কোন একটির বাংলা অনুবাদ কর :—

(*a*) The level of production and the material well-being of a community depends mainly on the stock of capital at its disposal—the amount of land per capita and of productive equipments in the shape of factories, locomotives, machinery, irrigation facilities, power installations and communications. An increase in the stock of capital accompanied by knowledge of how to use it to best advantage will lead to an increase in the community's output of goods and services and so to a rise in its material well-being. This may be put shortly in the sentence that "the key to economic progress is capital formation."

(*a*) কোনও জাতির উৎপাদন স্তর এবং বাস্তব সমৃদ্ধি তাহার আয়ত্তাধীন পুঁজির পরিমানের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। এই পুঁজি বলিতে বুঝায় অধিবাসীদের গড়পড়তা মাথাপিছু জমির পরিমাণ কত এবং কারখানা, বাষ্পীয়যন্ত্র, যন্ত্রপাতি, সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র, পরিবহণ ব্যবস্থা প্রভৃতি উৎপাদন সহায়কের মান কি প্রকার। পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গেও কিভাবে তাহার সদ্ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইলে জাতির পক্ষে উৎপাদন ও নিয়োগ বাড়াইয়া বাস্তব সমৃদ্ধির মান উন্নত করা সম্ভব। সংক্ষেপে এককথায় বলা যায়—মূলধন গঠনই আর্থিক অগ্রগতির মূল সূত্র।

(*b*) Inequalities of wealth can be reduced by fiscal measures. Death duties which are now an integral part of the system of taxation in advanced countries are an important equaliser. Over a period of years they can reduce inequalities to an extent that could be achieved straightway only by the disruption of society. Direct taxation falling mainly or more heavily on the rich, can also be made to have an increasingly levelling effect, but here there is need for balancing the advantage of greater equality of incomes against the disadvantages

of a possible fall in private savings and capital formation and general discouragement of productive activities.

(*b*) রাজস্বব্যবস্থার দ্বারা সমাজের ধনবৈষম্যকে হ্রাস করা যায়। ইদানীং কালে অগ্রসর দেশসমূহে মৃত্যুকর করব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধনসাম্য বিধানে এই করের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যে ধনবৈষম্য সামাজিক বিপর্যের মূল্যে সরাসরি দূর করা যাইতে পারে তাহাই এই কর বহু বর্ষব্যাপিয়া ধীরে সংঘটিত করে। প্রত্যক্ষ করভার প্রধানতঃ এবং বিপুলভাবে ধনীদিগের উপর পড়ে বলিয়া ইহার দ্বারাও ক্রমবর্ধমান হারে ধনসাম্য স্থাপন করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে উপার্জনের অধিকতর সমতারক্ষার যেমন সুবিধা আছে তেমনই বক্তিগত সঞ্চয়ে অবনতির সম্ভাবনাও আছে। মূলধন গঠনে এবং উৎপাদন প্রচেষ্টায় নৈরাশ্যের সঞ্চার হইতে পারে। এই উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

(*c*) A striking feature of the present structure of taxation in India is the relatively narrow range of the population affected by it. About 28 per cent of the total tax revenue comes from direct taxation (land revenue being treated as indirect tax) which directly affects only about half of one per cent of the working population. Another 17 per cent is accounted for by import duties which are derived to a large extent from consumers of commodities like motor vehicles, high quality tobacco, silk and silk manufactures, liquors and wines and affect only a relatively small section of the population. On the other hand land taxation contributes now only about 8 per cent of the total tax revenue compared with about 29 per cent in 1939.

(*c*) ভারতের বর্তমান করব্যবস্থার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে জনসংখ্যার অতি অল্প অংশই ইহার আওতায় পড়ে। প্রত্যক্ষ কর হইতে আমদানি হয় মোট কররাজস্বের শতকরা ২৮ ভাগ, এবং মোট কর্মরত জনসংখ্যার এক শতাংশের মাত্র অর্ধেক ইহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। অবশ্য ভূমিরাজস্বকে প্রত্যক্ষ কর বলিয়া গণ্য করা হয় না। করের শতকরা সতেরো ভাগ আসে আমদানি শুল্ক হইতে; যাহারা মোটরগাড়ী, ভাল তামাক, রেশমজাত দ্রব্য, পানীয় ও মদ্য প্রভৃতি ব্যবহার করে তাহাদিগের নিকট

হইতেই এই কর পাওয়া যায়। ইহার দ্বারাও জনসংখ্যার অপেক্ষাকৃত এক ক্ষুদ্র অংশই প্রভাবিত হয়। পক্ষান্তরে, ভূমিরাজস্ব হইতে রাজস্বের শতকরা মাত্র আটভাগ পাওয়া যায়, অথচ ১৯৩৯ সালে উহা শতকরা ঊনত্রিশ ভাগ ছিল।

1954

নিম্নে উদ্ধৃত ইংরেজী অনুচ্ছেদগুলির যে-কোন একটির বাংলা অনুবাদ কর :—

(*a*) The argument that large-scale modern industries were no solution of the employment problem did not take into account the indirect employment which the manufacturing industries created. The number directly employed in the factories might be small but eight to ten times these numbers shared the prosperity created by new industries by finding employment in the subsidiary industries. The real solution of this problem of unemployment lay thus in the diversification of employment. No one can deny that there are certain lines of activity in which small-scale industries could and must find an honourable place. But it is dangerous to attempt to develop cottage industries by penalizing large-scale industries.

(*b*) No country which depends mainly on other countries for her progress and general welfare can hope to go far in achieving anything substantial. Apart from the fact that such a thing completely weakens that country receiving this outside aid, it prevents the creation of that atmosphere in which a country can begin to develop and grow on its inherent strength. Ultimately it is the inherent strength of the country which can take it forward. This is the most vital thing from which all progress must spring. If a country lacks this strength it is surely a sign of disease. A diseased country cannot prosper. It must be healthy and be able to live on its own strength.

(c) Practically everyone is vitally interested in prices, because under present economic conditions the welfare, even the life of almost everyone depends upon goods that are bought and sold for a price. All persons except dependents

are constantly buying and selling goods, either material objects or services. How many goods a man may enjoy depends largely upon the prices he gets for the things he sells and prices he pays for the things he buys. Obviously, if he sells his goods at low prices, and buys the goods he wants at high prices he can buy fewer goods than if he sells at high prices and buys at low prices.

(*a*) বৃহদায়তন আধুনিক শিল্পগুলি যে নিয়োগ সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারে নাই এই যুক্তিতে উৎপাদনকারী শিল্পগুলি যে পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান করিয়া থাকে তাহা ধরা হয় নাই। কারখানাতে প্রত্যক্ষ নিয়োগের সংখ্যা কম হইতে পারে কিন্তু তাহার আট হইতে দশগুণ লোক সহায়ক শিল্পগুলিতে কর্মের সংস্থান করিয়া শিল্পোত্তর সুখসমৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। নিয়োগের বহুমুখী ধারা সৃষ্টির মধ্যেই বেকার সমস্যার আসল সমাধানে নিহিত। কোন কোন শিল্পোদ্যমের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি যে মর্যাদার আসনলাভের অধিকারী সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু বৃহদায়তন শিল্পকে সঙ্কুচিত করিয়া কুটিরশিল্প প্রসারের চেষ্টা বিপদ্‌জনক।

(*b*) নিজের উন্নতি ও কল্যানের জন্য যে দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল সে কোন প্রকৃত লাভের আশা করিতে পারে না। ইহাতে সাহায্যলাভকারী দেশকে পরিপূর্ণভাবে দুর্বল করিয়া তো দেয়ই এমন কি তাহার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর নির্ভর করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার মনোভাবও বিনষ্ট করে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেশের অন্তর্নিহিত শক্তিই একমাত্র তাহাকে অগ্রগতির পথে চালিত করিতে পারে। ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এই শক্তিই সামগ্রিক প্রগতির উৎস। যদি কোন দেশের এই শক্তির অভাব ঘটে তাহা হইলে উহা নিশ্চিত রোগের লক্ষণ। এইরূপ অথর্ব দেশ উন্নতিলাভ করিতে পারে না। দেশকে সুস্থ ও সবল হইতে হইবে এবং নিজের শক্তিতে নির্ভর করিয়া বাঁচিতে হইবে।

(*c*) দ্রব্যমূল্য সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকেই রীতিমত সচেতন। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর অধীনে মানুষের কল্যাণ এমন কি জীবন পর্যন্ত মূল্য বিনিময়ে ক্রীত ও বিক্রীত দ্রব্যসামগ্রীর উপর নির্ভর করে। পরনির্ভরশীল ব্যক্তি ব্যতিরেকে সকলেই সর্বদা এই পণ্যদ্রব্যাদি শ্রম বা কর্ম ক্রয় বিক্রয়

করিতেছে। এক ব্যক্তি কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করিতে পারে তাহা তাহার বিক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত মূল্য এবং ক্রীত দ্রব্যের জন্য দেয় মূল্যের পরিমাণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। স্পষ্টতঃই যদি সে তাহার পণ্যদ্রব্য অল্পমূল্যে বিক্রয় করে এবং প্রার্থিত দ্রব্য উচ্চমূল্যে ক্রয় করে তবে তাহার পক্ষে অল্প পরিমাণ সামগ্রী কেনাই সম্ভব। কিন্তু যদি সে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া অল্পমূল্যে ক্রয় করিতে পারিত তবে অধিক পরিমাণ দ্রব্য পাইত।

1955

নিম্নে উদ্ধৃত ইংরেজী অনুচ্ছেদ দুইটির মধ্যে যে-কোন একটির বাংলা অনুবাদ কর:—

(*a*) Credit, says an old proverb, "supports the farmer as the hangman's rope supports the hanged." But if credit is sometimes 'fatal' it is often indispensable to the cultivator. An Indian proverb in verse tells him that only that village is fit to live in which has "a money-lender from whom to borrow at need, a Vaid to treat in illness, a Brahmin priest to minister to the soul and a stream that does not dry up in summer." Agricultural credit is a problem when it can't be obtained; it is also a problem when it can be had—but in such a form that on the whole it does more harm than good. It may be said that, in India it is this twofold problem of inadequacy and unsuitability that is perennially presented by agricultural credit.

(*a*) একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে যে,—"জল্লাদের দড়ি যেমন ফাঁসির আসামীর অবলম্বন, ঋণও তেমনি কৃষকের শেষ অবলম্বন।" কিন্তু কালেভদ্রে মারাত্মক হইলেও ঋণ চাষীর নিকট প্রায়ই অপরিহার্য্য। ভারতে একটি ছড়া প্রচলিত আছে যে, সেই গ্রামই বসবাসের পক্ষে প্রশস্ত যেখানে প্রয়োজনে ধার দিবার জন্য মহাজন, রোগে চিকিৎসার জন্য বৈদ্য, পারলৌকিক কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও গ্রীষ্মকালে জলদানের জন্য নদী আছে। কৃষিঋণ দুর্লভ হইলেও সমস্যা, আবার সুলভ হইলেও সমস্যা—কারণ যে সর্ত্তসাপেক্ষে ঋণ সুলভ হয়, তাহা উপকারের চেয়ে ক্ষতিই

করে অধিক। মোটামুটিভাবে ভারতে কৃষি ঋণ-সমস্যার দুইটি প্রশ্নই চিরকালের জন্য অমীমাংসিত রহিয়াছে—একটি ইহার অপ্রতুলতা আর অপরটি সামঞ্জস্যহীনতা।

(*b*) The un-employment problem is not new in West Bengal. But its magnitude and acuteness have largely increased in recent years on account of certain socio-economic changes. Firstly, West Bengal's economy has suffered dislocation on account of increasing growth of population on the one hand and increasing effect of the transition from the use of handdriven to powerdriven machines. Secondly, the middle class economy in the state has been dislocated by the loss of its support from land and by the disintegration of the joint family. Almost every family had a home and some income from land. This together with the joint family system provided insurance against sickness and unemployment. But it is common experience of all that under stress of economic circumstances this joint family is breaking down fast and the family home and the family land are also disappearing quickly.

(*b*) বেকার সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে নবাগত নয়। কিন্তু কতকগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চাপে ইহার ব্যাপ্তি ও তীব্রতা বর্তমানকালে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমতঃ লোকসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ এবং হস্তচালিত যন্ত্র হইতে শক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহারের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বুনিয়াদে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভূমির আশ্রয় ও অবলম্বন হারাইয়া এবং একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ভাঙিয়া পড়ার ফলে রাজ্যের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই ছিল নিজ বাসগৃহ আর ভূমির সাশ্রয়ে কিঞ্চিৎ আয়। ইহার উপর রোগশোক ও বেকারদশা ঘটিলে বীমাস্বরূপ ছিল একান্নবর্তী পরিবার প্রথা। কিন্তু সকলেরই এই অভিজ্ঞতা যে, অর্থ-নৈতিক অবস্থার চাপে একান্নবর্তিতা দ্রুত লোপ পাইতেছে এবং পারিবারিক গৃহ ও পাবিবারিক ভূমিও বিলীন হইয়া যাইতেছে।

1956

নিম্নে উদ্ধৃত ইংরেজী অনুচ্ছেদ দুইটির যে কোন একটির বাংলা অনুবাদ কর :—

(*a*) Indian agriculture has been a gamble of rains. Every year the monsoon fails in some part of the country imposing untold sufferings on the poor peasants. The importance of irrigation cannot, therefore, be over-emphasised. Irrigation ensures regular water supply to agriculturists and protects them from the vagaries of the monsoon. It thus prevents famines and also helps to raise the yield from land. By diverting the flow of river waters it often prevents floods. The prosperity of the agriculturists also confers benefits on the economy of the country as a whole. Because of the nature of the investment the financing of the construction of irrigation works cannot be entrusted or undertaken by private enterprise. The experiment was tried by the British Government under the regime of Lord Canning when two Canal Companies took up the Tungabhadra and Orissa Canal projects, but it failed.

(*a*) ভারতীয় কৃষি যেন বৃষ্টিপাতের সঙ্গে জুয়াখেলা। প্রতি বৎসর দেশের কোন না কোন অংশে অনাবৃষ্টির ফলে দরিদ্র কৃষকগণ অশেষ দুর্দশার কবলে পড়ে। অতএব সেচ-ব্যবস্থার গুরুত্ব কতখানি তাহা বলা বাহুল্য। সেচ-ব্যবস্থার কল্যাণে চাষীরা নিয়মিত জলের যোগান পায় এবং বৃষ্টিপাতের খামখেয়ালের ভরসায় থাকিতে হয় না। ইহাতে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয় এবং জমির ফসলবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সেচ-ব্যবস্থা নদীর স্রোতকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করিয়া প্রায়ই বন্যা-নিরোধ করে। কৃষকদের সুখ সমৃদ্ধিও সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থিক উন্নতির সূচনা করে। অর্থ-বিনিয়োগের প্রকৃতিগত বাধার জন্যই সেচ-ব্যবস্থার যাবতীয় নির্মাণ কার্যাদি বেসরকারী উদ্যমের ভরসায় ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। বৃটিশ রাজত্বে লর্ড ক্যানিং-এর আমলে পরীক্ষামূলকভাবে তুঙ্গভদ্রা ও উড়িষ্যা সেচখালের ভার দুইটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পন করা হইয়াছিল, কিন্তু ব্যবস্থাটি কার্যকরী হয় নাই।

(*b*) The Defence expenditure of India has increased since Independence for various reasons. The increase is partly due

to increased pay and allowances to Defence Services personnel and partly due to rise in prices that has followed Independence. The partition of the country also necessitated the movement of troops and stores in connection with the reconstitution of the armed forces. The communal disturbances that took place in the Punjab and elsewhere also imposed additional expense on the army. The air-force and the army also helped in the evacuation of refugees from Pakistan. The partition of the country also deprived us of our greatest advantage in defence strategy of an impregnable land frontier. We have now a long frontier with no natural barriers in which large forces have to be employed for ensuring peace and safety.

(*b*) স্বাধীনতা লাভের পর নানা কারণে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশরক্ষা বিভাগের কর্মচারীগণকে বর্ধিত হারে প্রদত্ত বেতন ও ভাতা এবং স্বাধীনতার পরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি—উভয়ই এই ব্যয়বৃদ্ধির কারণ। দেশবিভাগের ফলে সৈন্যবিভাগের পুনর্গঠনের জন্য সৈন্যদল ও সাজসরঞ্জাম স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। পাঞ্জাব ও অন্যত্র যে সকল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল তাহাও সৈন্যদলের ব্যয়মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল। পাকিস্থান হইতে শরণার্থীদের উদ্ধার কার্যেও বিমানবাহিনী ও সৈন্যদল সাহায্য করিয়াছিল। প্রতিরক্ষা কৌশলের বিচারে দুর্ভেদ্য স্থলসীমান্তের যে বিরাট সুবিধা আমাদের ছিল দেশবিভাগের ফলে আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। বর্তমানে আমাদের দীর্ঘ সীমান্তরেখায় কোন প্রাকৃতিক প্রহরী নাই; ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিরাট সৈন্যদলকে সর্বদা ঐ অঞ্চলে নিযুক্ত রাখিতে হইতেছে।

1957

নিম্নে উদ্ধৃত ইংরেজী অনুচ্ছেদ দুইটির মধ্যে যে কোন একটির বাংলা কর:—

(*a*) It is sometimes stated that a man's wants are unlimited; that however much he has there is always something more that he desires to possess or in other words, that man is never completely satisfied. This is no doubt true in a general sense, but it is far too vague and needs a good deal of qualification.

The wants we deal with in Economics are the wants which a person satisfies if he has the means of doing so; they are in fact the wants which give rise to *effective demand*, which implies three things; the desire to possess a thing, the means of possessing it, and the willingness to use these means for this particular purpose.

(a) এই কথা প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, মানুষের অভাব সীমাহীন। যত পরিমাণ ভোগদ্রব্যই তাহার আয়ত্তে থাকুক না, সে তাহা অপেক্ষা অধিক পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে—অর্থাৎ মানুষ কখনই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নহে। সাধারণ অর্থে এই কথা সত্য হইলেও, কথাটি খুবই অস্পষ্ট; কারণ ইহা বহু সর্ত্তসাপেক্ষ। অর্থনীতিশাস্ত্রে সেইগুলিই অভাবের সংজ্ঞা পায় যাহা মানুষ উপায় থাকিলে পরিপূরণ করে—এবং প্রকৃতপক্ষে এই অভাবসমষ্টিই কার্যকরী চাহিদার জনক। এই চাহিদা আবার ত্রিমুখী—প্রথমতঃ ভোগদ্রব্যলাভের আগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ উহা সংগ্রহ করিবার উপায় বা সামর্থ্য এবং, তৃতীয়তঃ ঐ বিশেষ উদ্দেশ্যে উপায়টিকে প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা।

(*b*) Great Britain in 1908 passed its Old Age Pension Law. This provided free payment by the Government, as compared with the old-age insurance plan of Germany, in which employer, employee and Government all contributed. At the age of seventy a pension was to be paid to any needy individual provided he or she had been a British subject for twenty years and had never been either a pauper or a criminal. The maximum pension was a little over a dollar a week. For many years old-age insurance programmes have been introduced in the United States for teachers and other Governmental employees.

(*b*) ১৯০৮ সালে গ্রেট বৃটেনে বার্ধক্য পেনসনের আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে ব্যবস্থা ছিল যে সরকার সম্পূর্ণ ব্যয়ের দায়িত্ব লইবেন; অথচ জার্ম্মানীর বার্ধক্য-বীমা পরিকল্পনা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে. তাহাতে কর্ম্মচারী, নিয়োগকারী এবং সরকার এই তিন জনেই অর্থযোগানোর অংশভাগী। যে কোনও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমে এই পেন্সনভোগী হইতে পারিবেন—অবশ্য তাহাকে ন্যূনপক্ষে বিশ বৎসর কাল যাবৎ বৃটিশ প্রজা হইতে হইবে এবং অতীতে কখনও ভিক্ষাজীবি বা অপরাধী হইলে চলিবে না। এই

পেন্সনের সর্ব্বোচ্চ পরিমানের মাত্রা সপ্তাহে এক ডলারের কিঞ্চিৎ বেশী। বহু বৎসর যাবৎ যুক্ত রাষ্ট্রে শিক্ষক এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য বার্ধক্য বীমার পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে।

1958

নিম্নে উদ্ধৃত ইংরাজী অনুচ্ছেদ দুইটির মধ্যে যে কোন একটির বাংলা অনুবাদ কর :—

(*a*) The first direct challenge to the Government's declared determination not to give way to further wage claims by the nationalised industries has come from London's busmen, who have demanded a 25s increase in their weekly pay. Nobody is in the least surprised. The demand was foreseen by most people last summer, when 1,77,000 provincial busmen were awarded an increase of 11s a week—an award framed deliberately to reduce the differential between rates in London and the provinces. The Government's dilemma is apparent to all. To admit the London man's claim might simply mean that the whole process of "leap-frogging" is set in motion again. Once that happens the floodgates will be wide open.

(*a*) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে বেতন-বৃদ্ধি দাবী আর স্বীকার করা হইবে না—সরকারের এই বিঘোষিত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে লণ্ডনের বাস-শ্রমিকগণ সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করিয়াছে। তাহাদের দাবী সাপ্তাহিক বেতনের উপর পঁচিশ শিলিং বৃদ্ধি। ইহা কাহারও বিস্ময়ের কারণ ঘটায় না। বিগত গ্রীষ্মকালে যখন ১,৭৭,০০০ মফঃস্বলের বাস-শ্রমিককে সাপ্তাহিক এগার শিলিং বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হয়, তখন এই দাবীর সম্ভাবনা বহু লোকেই বুঝিতে পারিয়াছিল; কারণ এই রায়ের প্রকাশ্য উদ্দেশ্যে ছিল লণ্ডন ও মফঃস্বলের বাসশ্রমিকগণের মধ্যে বেতনের যে বৈষম্য আছে তাহা কিয়ৎপরিমানে হ্রাস করা। সরকার যে উভয়সংকটে পড়িয়াছেন তাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা করে না। লণ্ডনের বাসশ্রমিকগণের দাবী মানিয়া লইলে একমাত্র এই অর্থই দাঁড়াইবে যে পুনরায় 'ব্যাঙ্‌লাফানোর খেলা' সুরু হইবে এবং একবার তাহা সুরু হইলে বন্যাস্রোত প্রবেশ করিবার আর কোন বাধাই থাকিবে না।

(*b*) Acharya Vinoba Bhave stated here to-day that the Gramdan movement and the land reforms contemplated by Governments were not opposed to each other. If that were so, he told Pressman, then the Delwal conference would not have accepted the Ideal of Gramdan. The leaders who participated in the conference had agreed that the Gramdan movement would not come in the way of the Government's land legislation. The movement he had started was not idealistic but realistic. He was only propagating the demand of the times. Even Mr. Nehru had stated that the Gramdan movement had come to stay, and Mr. Nehru was a hard realist. Gramdan would not interfere with ryots' initiative. If necessary in a gramdan village the available land could be cultivated on a co-operative basis or divided into blocks and then cultivated.

(*b*) আজ এখানে এক বিবৃতিতে আচার্য বিনোবা ভাবে বলেন যে, সরকারী ভূমি-সংস্কার পরিকল্পনার সহিত গ্রামদান আন্দোলনের কোন বিরোধ নাই। তিনি সাংবাদিকগণের নিকটে আরও বলেন—সেরূপ কোন বিরোধ থাকিলে মহীশূরের ডেলওয়াল সম্মেলনে গ্রাম দানের আদর্শ সমর্থন লাভ করিত না। সম্মেলনে যে সকল নেতা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে সরকারী ভূমি-সংস্কার আইনের পথে গ্রামদান আন্দোলন কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না। তাঁহার এই আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে বাস্তববাদীর দৃষ্টি—আদর্শবাদীর নহে। তিনি কেবল যুগোচিত দাবীর প্রচার কার্য করিতেছেন। এমন কি শ্রীনেহেরুর মত উগ্র বাস্তববাদীও বলিয়াছেন যে, গ্রামদান আন্দোলন স্থায়ী হইবে। গ্রামদান রায়তগণের স্বকীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করিবে না। প্রয়োজন হইলে গ্রামদানের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে সমস্ত চাষযোগ্য জমি সমবায়-প্রথানুসারে আবাদ করা যাইতে পারে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়াও চাষ করা যাইতে পারে।

1959

নিম্নে উদ্ধৃত ইংরাজী অনুচ্ছেদ দুইটির মধ্যে যে কোন একটির বাংলা অনুবাদ কর :—

(*a*) The newly formed Small Savings Board will meet at Lucknow to-morrow as a result of the substantial shortfall in the target on small savings, to which attention was recently drawn by the Standing Committee of the National Development Council. Importance will therefore attach to the decisions that the Board may take to simplify the procedure for sale, transfer and cashing of National Plan savings certificates and postal savings coupons, for the small savinge sector will in future have to be relied on more and more to raise internal resources for the Second Five-Year Plan. With the formation of this board all the agencies responsible for fostering small savings have been brought under unified control.

(*a*) আগামী কাল লক্ষ্ণৌ শহরে নব-গঠিত 'স্বল্পসঞ্চয় পরিষদের' অধিবেশন হইবে। স্বল্প সঞ্চয়ের নির্দিষ্ট সীমা হইতে বিস্তর ব্যবধান থাকার ফলে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটি এই দিকে সম্প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করায় এই অধিবেশন হইতেছে। ন্যাশনাল প্ল্যান সেভিংস সার্টিফিকেট, পোষ্ট্যাল সেভিংস কুপন প্রভৃতির বিক্রয়, হস্তান্তর ও ভাঙ্গানো বিষয়ে চালু কার্যপদ্ধতি সরল করিবার জন্য সমিতি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন তাহা গুরুত্বপূর্ণ হইবে। কারণ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপযোগী আভ্যন্তরীন অর্থসংগ্রহের জন্য ভবিষ্যতে ক্রমশঃই স্বল্প-সঞ্চয় ক্ষেত্রগুলি নির্ভর-স্থল হইয়া উঠিবে। এই নব পরিষদ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যে-সকল সংস্থাগুলি স্বল্প-সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রসারের জন্য কাজ করিতেছিল তাহারা একক কর্তৃত্বের অধীন হইল।

(*b*) Market was very much disturbed by the increased accumulation of cloth stock with mills. The value of sold and unsold stocks with mills were placed around Rs. 57·2 crores at the end of September. Some idea of the magnitude of the problem could be had if one were to compare this figure with the paid-up capital of the industry which is placed around Rs. 115 crores. Reports are current in the market that the matter of giving relief in excise duty will be taken up when the Finance Minister returns. On the export front the industry has been doing well and during

the first eight months exports amounted to 648·22 million yards as against 563·38 million yards during the corresponding period last year. But the export target of 1·000 million yards may elude the grasp of India in 1957 also.

(*b*) কাপড়ের কলগুলিতে মজুত বস্ত্রের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাজারে বিপর্যয় দেখা দিল। সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত কাপড়ের কলে আটক বিক্রীত ও অবিক্রীত মালের মূল্য আনুমানিক ৫৭·২ কোটি টাকা। সমগ্র শিল্পের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ যাহা ১১৫ কোটি টাকার কাছাকাছি বলিয়া ধার্য করা হয় তাহার সহিত এই মূল্যাঙ্ক তুলনা করিলে সমস্যার ভয়াবহতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যাইতে পারে। বাজারে এইরূপ জনশ্রুতি যে, অর্থসচিব দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে আবগারী শুল্ক হইতে রেহাই দিবার প্রশ্ন বিবেচনা করা হইবে। রপ্তানী বানিজ্যের ক্ষেত্রে বস্ত্রশিল্পের কার্যকলাপ প্রশংসনীয়। প্রথম আট মাসে ৬৪৮২.২ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী করা হইয়াছে, অথচ গত বৎসর ঐ সময়ে রপ্তানী হইয়াছিল মাত্র ৫৬৩৩৮ লক্ষ গজ। তথাপি হয়ত ১৯৫৭ সালেও রপ্তানী বানিজ্যের বরাদ্দ হিসাবে যে ১০,০০০ লক্ষ গজ ধার্য করা হইয়াছিল তাহা পরিপূর্ণ করা সম্ভব হইবে না।

1960

নিম্নে উদ্ধৃত ইংরেজী অনুচ্ছেদ দুইটির মধ্যে যে কোন একটির বাংলা অনুবাদ কর :—

(*a*) India's exports were facing severe competition in overseas markets. In order that these might stand competition in both quality and price, per-unit productivity should increase. The importance of productivity at the present stage of industrial devolopment should be realised by all concerned.

The primary aim of the national productivity movement was to stimulate productivity consciousness among employers and employees in all spheres of economic activity. Factors like outmoded plant and equipment, substandard raw material, faulty production techniques, lack of properly trained person-

nel and inefficient management contributed to the low level of production.

The object of the movement was to improve quality through improved techniques of production. It aimed at the optimum utilization of available resources in men, machines, material, power and capital.

(*a*) বৈদেশিক বাজারে ভারতের রপ্তানী পণ্যদ্রব্য কঠোর প্রতি-যোগিতার সম্মুখীন। মূল্য ও উৎকর্ষ বিচারে যাহাতে ভারতীয় পণ্য প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রতি এককে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। শিল্পপ্রসারের বর্তমান সন্ধিক্ষণে উৎপাদন ক্ষমতার গুরুত্ব কতখানি তাহা সকলেরই প্রণিধান করা উচিত।

অর্থনীতিক কার্যক্ষেত্রের সকল স্তরে মালিক ও শ্রমিক উভয়েই যাহাতে উৎপাদন ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ও অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনের তাহাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। উৎপাদনের মান নিম্নগামী হওয়ার মূলে ছিল প্রাচীন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, নিকৃষ্ট ধরনের কাঁচামাল, ত্রুটীপূর্ণ উৎপাদন কৌশল, সুশিক্ষিত কর্মীর অভাব এবং অক্ষম পরিচালনা প্রভৃতি উপাদান।

উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশলের মাধ্যমে দ্রব্যের গুণোৎকর্ষ সৃষ্টি করাই ছিল আন্দোলনের লক্ষ্য। দেশে শ্রমশক্তি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, বিদ্যুৎ-শক্তি এবং মূলধনের যে সুলভ সরবরাহ রহিয়াছে তাহার আদর্শ সদ্ব্যবহার করার দিকেও ইহার দৃষ্টি ছিল।

(*b*) The managing agency system in India has contributed greatly to the industrial development of the country. There has, however, been a great deal of criticism against the alleged malpractices of some of the managing agents in the country, particularly in regard to funds of the companies managed by them and collecting excessive remuneration for services rendered.

A number of laws have been passed by the Government to regulate the functioning of the system, but it is felt in some quarters that even more stringent regulations are necessary to curb the power the managing agent wields over his companies.

The National Council of Applied Economic Research undertook a study of the managing agency system in India to examine its workig and to see what prospects it has in India in the future.

(*b*) ভারতে শিল্পায়নের অগ্রগতিতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার দান নগণ্য নহে। অবশ্য দেশের কতিপয় ম্যানেজিং এজেন্টের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে বিশেষ করিয়া পরিচালনাধীন কোম্পানীর তহবিল রক্ষা এবং উচ্চহারে পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারে তুমুল সমালোচনা হইয়াছে।

এই প্রথার কার্যকারিতাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার কতিপয় আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন মহলের অভিমত এই যে, পরিচালনাধীন কোম্পানীর উপর ম্যানেজিং এজেন্টের কর্তৃত্বকে খর্ব করিতে হইলে অধিকতর কঠোর আইন রচনা করা আবশ্যক।

ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার বর্তমান কর্মপদ্ধতি এবং তাহার ভবিষ্যত সম্ভাবনার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নিমিত্ত ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থার জাতীয় পরিষদ এক পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন।

Compart. 1960

The recovery of the stock market this week has been solid and impressive. It looks as though the disappointment over the lower ordinary dividend declared by the Tata Iron and Steel Company for 1958-59 has been overcome.

Judging from the working results of Tata Steels, it appears that the directors have been quite generous about the dividend for 1958-59, and even these they are paying out of the past taxed profits. The lower profit in 1958-59 does not by any means give cause for concern. In fact, earnings are higher—they would have been still bigger but for the strike which involved a considerable loss of output. The increased earnings have, however, been cut by increased charges on account of interest and depreciation. During the current year, working should improve a great deal as soon as the expansion scheme begins to operate smoothly.

এই সপ্তাহে ফাটকা বাজারে যে উন্নতি দেখা দিয়াছে তাহা দৃঢ় এবং আকর্ষণীয়। টাটা আয়রণ এবং ষ্টীল কোম্পানী ১৯৫৮-৫৯ সালের দরুণ যে নিম্নতর সাধারণ লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

টাটা ষ্টীলের কার্য্যাবলী বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে, কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ১৯৫৮-৫৯ সালের লভ্যাংশ ঘোষণায় যথেষ্ট উদারতা দেখাইয়াছেন —এমন কি এই লভ্যাংশও অতীতের করারোপিত মুনাফা হইতে দেওয়া হইতেছে। ১৯৫৮-৫৯ সালের নিম্নতর মুনাফা হারের জন্য দুশ্চিন্তার কোনই কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে, আয়ের আয়তন পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তরই বটে—এবং ধর্মঘটের ফলে উৎপাদনের পরিমানে বিরাট ক্ষতি না ঘটিলে আয় আরও অধিক বৃদ্ধি পাইত। অবশ্য এই বর্ধিত আয় হইতে মূলধনের সুদ ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণ বাবদ বর্ধিত হারে খরচা হইয়াছে। চলতি বৎসরে কোম্পানীর সম্প্রসারণ পরিকল্পনা যথারীতি চালু হইলেই আশা করা যায় যে উহার কার্যধারা প্রভূত পরিমানে উন্নত হইবে।

One of the brighter patches in the economy of West Bengal is its success in raising the output of raw jute to a level somewhat in excess of the Second Plan target for the State. The earlier records during the Korean War boom in jute have been excelled, without the incentive of the very high prices then available to the grower. The slump in raw jute prices last year, which led to demands for price support measures, might well have had an adverse effect on jute cultivation. But this has not occurred either in West Bengal or in other jute-growing States.

Considering the high price of and the shortage of rice in West Bengal this continued preference for growing jute is remarkable. The West Bengal Government is reported to be thinking in terms of a still higher target of three million bales under the Third Plan to be achieved through higher yields.

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে রাজ্যের জন্য যে লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইয়াছিল তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমান কাঁচা পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ যে সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহাকে রাজ্যের অর্থনীতির অন্যতম উজ্জ্বল অধ্যায় বলা

জুলাইমাসের হ্রাসপ্রাপ্ত স্তরে রাখার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল লোকসভায় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইবে।

শুক্রবারদিন কোম্পানীগুলির উক্ত সিদ্ধান্তের মর্ম সরকারের গোচরীভূত করা হয়। ইহা হইল এই যে, এখন বৈদেশিক তৈলশোধনাগারগুলি কর্তৃক তাহাদের প্রধানদের নিকট হইতে আমদানীকৃত অপরিশোধিত তৈলের মূল্য নিদ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা নীচের দিকেই চলিতে থাকিবে, তবে মূল্য হ্রাসের পরিমান এখন খুবই সামান্ত হইবে।

তৈল কোম্পানীগুলি যখন ভারতকে "বিশেষ সুবিধা দর" দেয় তখন একটা বড় কোম্পানী নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা নিম্ন মূল্য শতকরা সাড়ে বারো ভাগ কম এবং অপর আরেকটি কোম্পানী ব্যারেল প্রতি ২৬ সেণ্ট কম ঘোষনা করে। উভয়ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত মূল্য সেই সময়কার চলতি মূল্যের অনুরূপ ছিল।

(Compartmental)

ইংরাজী হইতে বাংলা অনুবাদ কর :—

There was a fairly good demand at the tea export auction held in Calcutta on Monday. Enquiries for medium grades increased and higher prices were paid, presumably due to strong support from domestic buyers. The latter's stocks are believed to have fallen considerably. So far, traders have carried as small stocks as possible, because dearer credit made inventory accumulation expensive.

A striking feature of the auction is that the prices of quality teas have softened for the first time this season. There is no reason to attach much importance to this trend which is considered temporary. The trade is of the opinion that good grades will be in short supply, so the demand is likely to be sustained at a high level.

The plain varieties have been sold at low prices, as in the past few sales.

(*a*) সোমবার কলিকাতার চা-রপ্তানীর নীলাম বাজারে প্রভূত পরিমানে চাহিদা দেখা গিয়াছিল। মাঝারি ধরনের চায়ের জন্য চাহিদার হিড়িক পড়ে এবং উচ্চতর মূল্যে বেচাকেনা হয়—খুব সম্ভব দেশী ক্রেতাদের দৃঢ় সমর্থনই

উহার কারণ। এইরূপ অনুমিত হয় যে তাহাদের মালের পুঁজিতে প্রচুর ঘাটতি হইয়াছিল। এ যাবৎ ব্যবসায়ীগণেব মালের পুঁজি যথাসম্ভব অল্প ছিল, কারণ ধারে ক্রয় দুর্লভ হওয়ার ফলে অধিক পরিমাণ মাল মজুত করা ব্যয়-সাপেক্ষ হইয়াছিল।

নীলাম বাজারের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এই মরশুমে এই প্রথম উচ্চ গুণ সম্পন্ন চায়ের মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে। অবশ্য এই লক্ষণ সাময়িক বলিয়াই মনে হয এবং ইহাব উপব অধিক গুরুত্ব আবোপ কবিবাবও কোন কারণ নাই। ব্যবসায়ীমহলেব অভিমত, উৎকৃষ্ট পর্যায়েব চায়ের সববরাহ বৃদ্ধি পাইবেনা—কাজেই উহাব চাহিদা অধিক থাকিবারই সম্ভাবনা।

বিগত কযেক দিনেব বেচাকেনার তথ্য হইতে দেখা যায় যে, সাধাবণ পর্য্যায়ের চা নিম্ন মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

Talks are now likely to be held between the Union Ministry of Steel, Mines and Fuel and Burmah-Shell on these two questions, and there is every hope that an acceptable basis for revision of the agreement will be found.

For several years, the Government has been expressing its dissatisfaction with some features of the agreements and to-day's announcement by Burmah-Shell reflects the companies' awareness that these provisions of the agreements can no longer remain unchanged. Since Burmah-Shell is the biggest of the three oil companies operating here, any changes it accepts are bound to be adopted by the other two.

Of the major changes the Government would like made, an important one is elimination of the clause on "duty protection." This is a complicated fiscal arrangement under which the companies are entitled to substantial extra profit for 10 years.

এই দুইটি প্রশ্ন লইয়া কেন্দ্রীয় ইস্পাত, খনি ও জ্বালানী মন্ত্রণালয় এবং বর্মাশেল-কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে; আশা করা যাইতেছে যে চুক্তিপত্র পরিবর্তনের জন্ত উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটি সূত্র বাহির করা যাইবে।

কয়েক বৎসর যাবৎ সরকার চুক্তিপত্রের কতকগুলি সর্ত সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। বর্মাশেল-কর্তৃপক্ষের অদ্যকার ঘোষণা হইতে ইহাও

সূচিত হয় যে, চুক্তিপত্রের এই সর্তগুলি যে আর অপরিবর্তিত থাকিতে পারেন সে বিষয়ে তাঁহারাও সচেতন। এই দেশে ব্যবসায় রত তিনটি তৈল কোম্পানী মধ্যে বর্মা-শেলই বৃহত্তম—তাহারা যে রদবদল গ্রহণ করিবে, তাহা অপর দুইটি কোম্পানীও মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে।

সরকার যে সকল বিরাট পরিবর্তন ঘটাইতে উন্মুখ, তাহার মধ্যে প্রধান হইল শুল্ক-সংরক্ষণী ধারার বিলোপসাধন। ইহা একটি জটিল রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থা—যাহার দৌলতে কোম্পানীগুলি দশ বৎসরের জন্য প্রচুর পরিমাণে অতিরিক্ত মুনাফা পাইবার অধিকারী।

Additional Passages WorKed out

Extreme sufferings have come upon the cultivators, labours and general middle class people of this country owing to excessive rise in the price of cloth. Fall in cloth supply in the country due to various causes and realisations of higher prices for cloth by the cloth merchants who have seized the opportunity have given rise to this complicated situation. In order to relieve the masses of their miseries by finding out a timely remedy for the situation petitions are being submitted to the Government for a long time, but the Government has so long paid no attention to this matter.

বস্ত্রমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশের কৃষিজীবী, শ্রমিক এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের লোক চরম দুর্দশার সম্মুখীন হইয়াছে। নানা কারণে বস্ত্র-সরবরাহের ঘাটতি এবং সুযোগ সন্ধানী বস্ত্র-ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক উচ্চতর মূল্যে পণ্য বিক্রয়—ইহার ফলে এই জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এই অবস্থার সময়োপযোগী প্রতিকার সাধন করিয়া জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা লাঘব করিবার জন্য বহু দিন হইতেই সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করা হইতেছে; কিন্তু এযাবৎ সরকার এই দিকে কর্ণপাত করেন নাই।

Indiscriminate protection for most of the industries is bad. Protection for one industry means compelling the consumers in general of that industrial product to spend more

in one word it is nothing but robbing the people for helping that particular industry. Free and open competition compels the industrialist to improve the quality of their product and at the same time to place the commodities in the market at the lowest possible price.

অধিকাংশ শিল্পের জন্য অবাধ সংরক্ষণনীতি শুভ নহে। একটি শিল্পকে সংরক্ষণ করার অর্থ হইল এই যে, শিল্পজাত দ্রব্যটির ব্যবহারকারী জনসাধারণকে ব্যয়বৃদ্ধি করিতে বাধ্য করা ; এক কথায় বলা যায় যে একটি বিশেষ শিল্পকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে ইহা জনসাধারণের উপর রাহাজানির নামান্তর। মুক্ত এবং অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে শিল্পপতিরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উন্নতি সাধন করিতে বাধ্য হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোগদ্রব্য ও বাজারে সুলভতম মূল্যে পাওয়া যায়।

That the average worker in India has a comparatively low efficiency has become one of the most common statements in economic writings. Labour efficiency is measured by the output per man-hour. Many attempts have been made from time to time to measure such efficiency as against that in some of the western countries, of course in every case to the disadvantage of the Indian worker. Thus one witness expressed his opinion before the Industrial Commission of 1918 that a Cotton Mill worker in Lancashire was about a four times efficient as his prototype in India. The Tariff Board on the Cotton Textile Industry, reporting in 1926-27, came to the conclusion that while a worker attended to 240 spindles in Japan, 5 to 6 hundred spindles in the U. K. and 1120 spindles in the U. S. A. the Indian worker attended to only 180 spindles.

অর্থনীতিসংক্রান্ত আলোচনায় প্রায়ই উল্লেখ দেখা যায় যে, ভারতীয় সাধারণ শ্রমিকের কর্মদক্ষতার মান অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের। প্রতি ঘণ্টায় মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণই শ্রমিকের কর্মদক্ষতার মাপকাঠি। পাশ্চাত্ত দেশগুলির তথ্যের পটভূমিকায় এই কর্মদক্ষতার মান নির্ণয় করিবার বহুল প্রচেষ্টা হইয়াছে—বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহা ভারতীয় শ্রমিকের স্বার্থের পরিপন্থী হইয়াছে। ১৯১৮ সালের শিল্প কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে

গিয়া একজন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্রশ্রমিক ভারতীয় বস্ত্রশ্রমিক অপেক্ষা চারগুণ অধিক কর্মদক্ষ। বস্ত্রশিল্পসংক্রান্ত শুল্ক-পরিষদ তাঁহাদের ১৯২৬-২৭ সালের বিবরণীতে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন যে, একজন শ্রমিকের পরিচালিত টাকুর সংখ্যা জাপানে ২৪০, যুক্তরাজ্যে ৫০০।৬০০, আমেরিকায় ১১২০ অথচ ভারতবর্ষে মাত্র ১৮০।

The rise in production leads to a rise in profit. This in turn leads to a rise in wages, which by increasing demand further causes a faster rate of increase in profits. It is therefore more correct to speak of a profit wage spiral than of a price wage spiral ; for the rise in wage is promoted by the rise in profits, irrespective of whether the rise in profits was accompained by any (or by a corresponding) rise in prices. As professor Philips concludes, there is no evidence that the rise in the cost of living is normally a significant factor in determining the rate of increase in wages.

উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেই মুনাফাব মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ইহাব ফলে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি পায় এবং উন্নততর চাহিদাব সৃষ্টি করে—বলা বাহুল্য, তাহার ফলে মুনাফার মাত্রা আরও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অতএব মজুরীর হারকে মূল্যভিত্তিক অপেক্ষা মুনাফাভিত্তিক বলিযা অভিহিত কবা অধিকতব সঙ্গত, কারণ মুনাফা বৃদ্ধির পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধি ঘটুক বা নাই ঘটুক, মুনাফা বৃদ্ধির ফলেই মজুরীর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অধ্যাপক ফিলিপ্‌সেব মতে মজুরী বৃদ্ধিব হার নির্ণয় করিতে জীবনধারণের ব্যয়বৃদ্ধি যে সাধারণতঃ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে এরূপ কোনও প্রমাণ নাই।

A democratic community, unlike totalitarian countries, cannot stop wages from rising by the Governmental authority. But within our existing institutional framework it is possible to develop arrangements which would tend to slow down the growth of wages and profits without the use of compulsory powers. The most promising line of approach seems to be the introduction, on American lines, of a system of wage-contracts, concluded for a definite period, say for two years or longer. It is with such arrangements that rise in wages could be brought down to the 4—5 per cent, annual rate, which has been mentioned as a reasonable target.

সামগ্রিক রাষ্ট্রগুলির মত গণতান্ত্রিক দেশ কখনই সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা মজুরীবৃদ্ধি রোধ করিতে পারেনা। কিন্তু আমাদের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই বাধ্যবাধকতার দোহাই না দিয়াও এমন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব যাহাতে মজুরী এবং মুনাফা বৃদ্ধির মাত্রা বিলম্বিত হয়। আমেরিকার ধাঁচে দুই বা তদধিক বৎসরের জন্য সুনির্দিষ্ট মজুরী-চুক্তির প্রথা প্রবর্তন করাই সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া অনুমিত হয়। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই বৎসরে মজুরীর হার শতকরা ৪ হইতে ৫ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস করা যাইতে পারে এবং বার্ষিক হ্রাসের এই হারকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকারও করা হয়।

There are certain elements of mental outlook and character which participation in large mechanised industries is calculated to promote such as alertness, application, decision and resourcefuness. Agriculture to the extent that it depends so largely on the forces of nature tends to produce a passive outlook and the long periods of seasonal unemployment incidental to it create an attitude of lethargy. There are undoubtedly valuable traits of character which an agricultural environment helps to produce and much of what is after described as the spiritual heritage of our people is to be traced to the agricultural environment in which we live and work.

বৃহদায়তন যন্ত্রনির্ভর শিল্পগুলিতে যোগদানের ফলে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। এই আত্মনিয়োগের ফলে কর্মতৎপরতা, অভিনিবেশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, কৃষিকার্য বহুল পরিমাণ প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল বিধায় উহা নিষ্ক্রিয় মনোভাব গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে—কৃষিকার্যের নিত্যসঙ্গী যে ঋতুগত কর্মহীনতার চক্র তাহা উদ্যম ও উৎসাহকে নাশ করে। ইহাতে অবশ্য কোনও সন্দেহের হেতু নাই যে, কৃষিকর্মমুখর পরিবেশ মানুষের চরিত্রে বহুতর অমূল্য গুণগ্রামের বিকাশ ঘটায়। বাস্তবিক আমাদের দেশবাসী যে আধ্যাত্মিক বৈভবের উত্তরাধিকারী তাহার মূলে রহিয়াছে এই কৃষি কর্মমুখর পরিবেশ যেখানে আমরা নিত্য পরিশ্রমে দিনযাপন করি।

British business entered 1962, resigned to the idea that a recession was in progress. It had no idea what would be, nor any clear idea what should be, done to reverse the trend. Cutting Bank rate in the present circumstances is a technical

move, not an act of policy. Evidence of the recession is the decline in industrial production, the decline in orders for capital goods indicating a further decline in production in a sector that is at present active, and the relative lethargy of retail trade.

বৃটিশ ব্যবসায়ীগণ ১৯৬২ সালে এই বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন যে বাজারে সঙ্কোচন দেখা দিয়াছে। সঙ্কোচনের এই গতিকে বিপরীতমুখী করিতে হইলে কি করা হইবে বা কি করা উচিত সে বিষয়ে তাহাদের কোনও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টার হার হ্রাস করা একটি আনুষ্ঠানিক উপায় মাত্র, কোনও নীতিগত কর্মপদ্ধতি নহে। শিল্পোৎপাদনের মাত্রা হ্রাস, মূল পণ্যের চাহিদা-সঙ্কোচন যাহার ফলে বর্তমানের একটি সক্রিয় ক্ষেত্রে উৎপাদন-ঘাটতি এবং খুচরা ব্যবসায়ে আনুপাতিক শৈথিল্য —এইগুলির মধ্য দিয়াই সঙ্কোচনের প্রমাণ প্রকট হইয়াছে।

Perhaps most important of all is to hasten the adoption of well known, but insufficiently practised, improved methods of cultivation. Criticism of the draft plan's small percentage allocation to agriculture is widespread. The last point for mention here is that the creation of greater employment opportunities has not been given the great prominence that it deserves. The problem demands more systematic analysis. This is easier said than done.

উন্নত প্রণালীর চাষ সুপরিচিত হইলেও কার্যতঃ খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করা হইয়াছে—এই প্রথার প্রবর্তনকে ত্বরান্বিত করাই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। খসড়া পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়ন খাতে যে স্বল্প বরাদ্দ করা হইয়াছে সর্বত্রই তাহার সমালোচনা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, কর্মসংস্থানের জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি যে প্রাধান্যের দাবী রাখে তাহা স্বীকার করা হয় নাই। সমস্যাটির আরও সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ প্রয়োজন—অবশ্য এই কথা বলা যত সহজ কার্যে পরিণত করা তত সহজ নয়।

C. U. B. Com. Questions

১। নিম্নে উদ্ধৃত ইংরেজী অংশ দুইটির বাংলা অনুবাদ কর :—

(*a*) The shellac trade has come to a standstill in Calcutta. There has been virtually no business with foreign countries nor has any export been made during the past few weeks.

The stalemate has taken place due to official bungling. It may be recalled that the trade has formulated a new export scheme for shellac to replace the existing one by making export prices more flexible. The idea is that unless prices can be adjusted in line with supply and demand, trading will be hampered. The previous export scheme was rigid because maximum and minimum export prices were fixed.

The Government of India has, nevertheless, disapproved the new export scheme, but it has not made up its mind as to how the trade is to be regulated. As a result, export licenses, it is believed, have not been issued.

(*a*) কলিকাতার লাক্ষা-ব্যবসায়ে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিদেশের সহিত কোনও লেনদেন হয় নাই বলিলেই চলে, এমন কি রপ্তানী বাণিজ্যও কিছু হয় নাই।

সরকারী গড়িমসির ফলেই এই অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, ব্যবসায়ীমহল লাক্ষার রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন প্রয়াসে এক নূতন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন, যাহাতে রপ্তানী-দর সহজে পরিবর্তন করা যায়। এইরূপ আশংকা করা গিয়াছিল যে, চাহিদা ও যোগানের সহিত মূল্যমানের সামঞ্জস্য বিধান না করিতে পারিলে ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবে। পূর্ববর্তী রপ্তানী-পরিকল্পনা পরিবর্তনসাপেক্ষ ছিল না, কারণ, রপ্তানীর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর সুনির্ধারিত ছিল।

ইহা সত্ত্বেও ভারত সরকার রপ্তানী-বাণিজ্যের নূতন পরিকল্পনা নামঞ্জুর করিয়াছেন, অথচ কী উপায়ে ব্যবসায়টিকে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে সে বিষয়ে মনস্থির করিতে পারেন নাই। প্রকাশ, ইহার ফলেই নাকি রপ্তানীর জন্য অনুমতিপত্র প্রদান করা হয় নাই।

(*b*) The Company has a subscribed capital of Rs. 450 lakhs

divided into ordinary shares of Rs. 10 each. It has now issued 195,000 ordinary shares of Rs. 10 each and 6,000 cumulative redeemable preference shares of Rs. 100 each carrying 9% interest, free of company tax, but subject to the ususal tax deduction at source. Out of this issue 4,000 preference shares and 20,000 ordinary shares will be subscribed by Rajasthan Government. The 175,000 ordinary shares and 2,000 preference shares are being offered for public subscription at par. The lists are open next Friday.

The preference issue has been underwritten by the Life Insurance Corporation. The Industrial Finance Corporation has agreed to give a loan of Rs. 30 lakhs. The directors are hopeful about the future prospect and expect to pay reasonable dividends when production starts.

(*b*) কোম্পানীর বিক্রীত (প্রতিশ্রুত) মূলধনের পরিমাণ ৪৫০ লক্ষ টাকা এবং উহা দশ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। কোম্পানী বর্ত্তমানে বাজারে ছাড়িয়াছেন দশ টাকা মূল্যের ১,৯৫,০০০ খানা সাধারণ শেয়ার এবং একশত টাকা মূল্যের ৬০০০ খানা সঞ্চয়ী এবং প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার। এই অগ্রাধিকার শেয়ারগুলি কোম্পানীকরমুক্ত, ইহাতে শতকরা নয় টাকা হারে সুদ দেয় কিন্তু অংশীদারের আয় হিসাবে কর ধার্য্যের যোগ্য। ইহার মধ্যে রাজস্থান সরকার ৪,০০০ খানা অগ্রাধিকার শেয়ার ও ২০,০০০ খানা সাধারণ শেয়ার ক্রয় করিবেন। বক্রী ১,৭৫,০০০ খানা সাধারণ শেয়ার এবং ২০০০ খানা অগ্রাধিকার শেয়ার প্রকাশ্য বাজারে সমমূল্যে বিক্রয়ার্থ ছাড়া হইতেছে। আগামী শুক্রবারে শেয়ারের তালিকা প্রকাশ হইবে।

অগ্রাধিকার শেয়ারগুলির বেচাকেনা করিয়াছেন জীবন-বীমা কর্পোরেশন। শিল্প-ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন। কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে পরিচালকবর্গ আশাবাদী—উৎপাদনের কার্য্য আরম্ভ হইলেই তাঁহারা ন্যায্য লভ্যাংশ দিবার আশা রাখেন।

২। নিম্নে উদ্ধৃত বাংলা অংশটির ইংরেজী অনুবাদ কর :—

কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত, গৃহ ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ দপ্তর দেশী শিল্প উন্নয়নের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে মূল্য সম্পর্কে সুবিধা দান, দ্রব্য সরবরাহে

দীর্ঘমেয়াদী ঠিকা ও দেশের কোন কোন দ্রব্যের সম্পর্কে যে অভাব আছে সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ ক'রে থাকেন।

তাছাড়া এই সংস্থা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে ব্যবহারের জন্য দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করেন থাকেন। দেশে নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনেও উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রচেষ্টার ফলে দেশীয় পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে বছরে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাচ্ছে। রেলওয়ের প্রয়োজনীয় যেসব দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় এবং ভারতে যেসব দ্রব্যের অভাব রয়েছে সেগুলির একটি তালিকা সরবরাহ দপ্তর প্রণয়ন করেছেন। এই তালিকা দেখে দেশী শিল্প উৎপাদকরা নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে উদ্যোগী হতে পারেন।

The supply Department of the central Ministry of Works, Housing and Supply functions as the information bureau for the data relating to price preference, long-term agreement for supply of stores and location of rare commodities of the country with the object of encouraging the development of indigenous industries.

In addition this Ministry makes large purchase from the indigenous industrial concerns of stores required for use in different government departments. Incentives are also given to produce new types of commodities in the country. These efforts have resulted in large-scale increase of indigenous production, which has been saving annually foreign exchange to the tune of Rs. 1 crore and 30 lakhs. The Supply Department has prepared a schedule of the essential Railway Stores which have to be imported from foreign countries and also of the stores which are rare in India. The producers of indigenous industries may refer to this schedule and undertake production of new commodities.

তৃতীয় অধ্যায়

বাণিজ্যিক পত্রাবলী

(Commercial Letters)

১। কোন একটি বিশেষ ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগের পরামর্শ দিয়া ও প্রচুর লাভের সম্ভাবনা বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কোন বন্ধুকে বাংলাভাষায় একখানি পত্র লিখ। (B. com. 1958.)

৫২, কলাবাগান রোড,
টালিগঞ্জ, কলিকাতা—৩৩

প্রিয় অরুণ,

তোমার পত্র পাইয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ চাহিয়া যে কথা লিখিয়াছ সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই পত্রে আলোচনা করিতেছি।

ভারতে বেকার সমস্যা বর্তমানে এক ভয়াবহ রূপপরিগ্রহ করিয়াছে। কৃষির উপর অত্যধিক চাপ পড়িতেছে অথচ শিল্পেরও আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না।• অর্থনৈতিক অবস্থায় এক ভীষণ বিপর্যয় দেখা যাইতেছে। লক্ষ লক্ষ বেকার আজ ভারতে যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে এমন কিছু করা দরকার যাহাতে ঐ সমস্যার অঙ্গীভূত তোমাকেও না হইতে হয়।

বৃহদায়তন শিল্পে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা যোগাড় করা তোমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। সুতরাং ক্ষুদ্রায়তন অথবা কুটির শিল্পেই অর্থ বিনিয়োগ করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ অল্প অর্থ সহযোগে কোন লাভজনক কল্যাণমূলক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসারে যত্নবান হওয়াই এখন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আশু কর্তব্য।

প্রশান্ত মহলানবীশ, কার্ভে কমিটি প্রভৃতি সকলেই দেশের বেকার সমস্যার আশু সমাধানের উপায় হিসাবে কুটির শিল্পের বিকাশকে বিশেষ স্থান দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যে সমস্ত ভারী শিল্পের প্রবর্তন এদেশে

হইতেছে তাহারা অবিলম্বে জনসাধারণের উপযোগী ভোগদ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে না, অথচ পরিকল্পনার ফলে অধিক লগ্নীব্যয়ের দ্বারা ভারী শিল্পের উন্নতির প্রচেষ্টায় জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম "ইনফ্লেশন" অথবা মুদ্রাস্ফীতি। অল্প মূলধনে উপভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা করিবে কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন বহুবিধ শিল্পের প্রসার। ইহা ছাড়া, আমাদের অ-ব্যবহৃত শ্রমেরও অভাব নাই। তাহাও বৃহদাকারে কাজে লাগানো কুটিরশিল্প মারফৎ সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করেন পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষগণ। এই সব কথা চিন্তা করিয়াই সরকারও উক্ত শিল্পোন্নতির জন্য যথেষ্ট আয়োজন রাখিয়াছেন তাঁহার অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহে। তাই তুমি যে ১০ হাজার টাকা পিতার মৃত্যুতে জীবনবীমা ও অন্যান্য বিভিন্ন সূত্রে পাইয়াছ তাহাও কোন বিশেষ কুটির শিল্পে বিনিয়োগ কর, ইহাই আমাব একান্ত ইচ্ছা।

স্থানীয়ভাবে দুগ্ধ, ঘি ও মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা কুটিরশিল্পেরই অন্তর্গত। আশীকোটি টাকাবও বেশী পরিমাণ মূল্যের ঘৃত প্রতি বৎসর এদেশে উৎপন্ন হইলেও "ডেয়ারী" শিল্পেব আরও উন্নতি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ও সুযোগ এখনো রহিয়াছে। ব্যারাকপুর অঞ্চলে যে ছয় বিঘা জমি তোমাদের কেনা আছে সেখানেই তুমি তোমার নূতন ব্যবসা সুরু করিতে পার। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই কিছু গরু ও ছাগল ক্রয় করা একান্তই দরকার। এই কাজে অভিজ্ঞ কিছু লোককেও প্রথমেই নিযুক্ত করা প্রয়োজন। তোমার ফার্ম হইতে প্রস্তুত হওয়া দুধ বিক্রয় করার সময় তোমাকে একথা মনে রাখিতে হইবে যে এই দুগ্ধের উপর দেশের ভবিষ্যৎ শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। সুতরাং নির্ভেজাল ও খাঁটি বস্তু সরবরাহ করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলে বাজারে সুনাম অর্জন কবা যায়। শুধু দুগ্ধ নয়, ঘি, মাখম প্রভৃতিও যাহাতে উৎকৃষ্ট হয় তাহা দেখা দরকার। এই সুনামের উপরে ব্যবসার ভবিষ্যৎ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। সহরতলী অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের নিকট উৎপাদনের খরচের উপর কিছু লাভ রাখিয়া কম দামে দুগ্ধ ইত্যাদি বিক্রয় করিতে পারিলে ঐ সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তিগণও বিশেষ উপকৃত হয়; এবং অধিক জিনিস বিক্রী হওয়ায় তোমার পক্ষেও মোট লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

হাজার দুয়েক টাকা খরচ করিয়া স্টেশনের নিকটেই ডেয়ারীর একটি বিক্রয় কেন্দ্র করাও খুবই লাভজনক, কেনন৷ যে কমিশন অন্য ব্যবসায়ীকে

দিতে তাহা নিজেই লাভ করিতে পারিবে। প্রয়োজন বোধে কিছু ক্রমেই ব্যবহারকারীদের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে। কিছু সংখ্যক যুবক Selling Agent রাখিয়া গৃহে গৃহে তোমাদের ডেয়ারীর তৈয়ারী দুগ্ধ, মাখন প্রভৃতি বিক্রয় করার ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে করা প্রয়োজন। এইভাবে যদি একবার ব্যবসাটিকে দাঁড় করাইতে পার তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত জানিও যে সরকারও তোমার প্রতিষ্ঠানকে অর্থকরী বা অন্যান্য নানা সাহায্য দিয়া তোমাকে উৎসাহিত করিবেন। মানবিকতার দিক হইতে তোমার এই কাজ খুবই প্রশংসনীয় হইবে, তবে একথাও স্থির জানিও যে ইহা তোমাকে প্রভূত পরিমাণ লাভের পথপ্রদর্শন করিবে। সহজাত দ্রব্য (By product) যাহা তুমি পাইবে তাহাও অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারিবে। সুতরাং সবদিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই রূপ ব্যবসায় তোমার নামাই ভাল মনে করি।

কি কর সে সম্বন্ধে তোমার অভিমত জানাইয়া সত্বর পত্র দিও। প্রীতি গ্রহণ কর।

ইতি—

প্রাপকের নাম ও ঠিকানা

তোমার
বরুণ

২। তুমি একটি ছোট শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছ। এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তুমি কি কি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবে তাহা সংক্ষেপে লিখ। [C. U. B. com. 1954.]

ছোট কোন শিল্প প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিশেষভাবে নিম্নবিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(১) মূলধনের প্রয়োজনানুরূপ সংগ্রহ সর্বপ্রথমেই করা উচিত। শিল্প-প্রচেষ্টায় প্রতিনিয়ত যে কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন তাহা যোগাড় না হওয়া অবধি কোন শিল্পে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত। তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়েও এই সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্তব্য—তাহা হইল মূলধনের জন্য যদি ঋণই (সরকারী বা বেসরকারী) গ্রহণ করিতে হয় তো দেখা কর্তব্য যে জিনিস তৈয়ারীর জন্য উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে তাহার চাহিদা কিরূপ এবং তাহার পর্যাপ্ত পরিমাণ যোগান পরিচালককে ঋণ শোধের উপরও কিছু লাভের পথ দেখায় কিনা। এই সবক্ষেত্রে অল্প পুঁজির সহিত প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন স্থান হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া কার্য্যকরী মূলধনকে (বা Working Capital)

বাড়ান চালাতে পারে। উক্ত সর্ত পালিত না হইলে অধিক মূলধন ঋণদ্বারা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত।

(২) সর্বদা দেখিতে হইবে যে অল্পমূল্যে অধিক কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায় কিনা, কেননা তাহা হইলে উহা দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যাদির মূল্যও নিম্ন অংকেই রাখা যায়। যে সমস্ত কাঁচা মাল সংগ্রহ অধিক অর্থ ও বেশী কষ্টসাপেক্ষ, সেইরূপ কাঁচামাল সহযোগে কোন ক্ষুদ্র শিল্প করিতে হইলে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত যে উক্ত কাঁচামাল সহযোগে তৈয়ারী জিনিস বিক্রয়ের ফলে লাভবানই হওয়া যাইবে, এবং কাঁচামাল অধিকমূল্যে ক্রীত হওয়ায় জিনিসটির মূল্য নির্ধারণে কোন অসুবিধা বিক্রয় বাজার হইতে পরিচালককে ভোগ করিতে হইবে না।

(৩) ছোট শিল্পে সুদক্ষ শ্রমিকের দরকার খুবই বেশী। তাই শ্রমিক সরবরাহ যেখানে সুলভ ও সহজ সেই স্থানই শিল্পে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন। দক্ষ ও নিপুণ শ্রমিক অধিক সংখ্যায় পাইলে উৎপন্নও বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। শ্রমিকের দরুন ব্যয়াধিক্য যেন দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি না করে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি বাখা বিশেষ কর্তব্য।

(৪) ছোট শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্যাদি সহজে স্থানান্তরিত করার সুবিধার জন্য যানবাহন ইত্যাদির আমুকুল্য বিশেষ দরকার। তাই যানবাহনের সহিত সংযুক্ত স্থানই শিল্প-কেন্দ্র হিসাবে বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন। এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য যে যানবাহনাদির খরচ দ্রব্যমূল্যকে অত্যধিক বৃদ্ধি না করে।

(৫) এমন শিল্পে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য যাহা বাজারের অন্যান্য অনুরূপ মালের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সমর্থ হয়।

(৬) বিক্রয়করণ সম্পর্কিত সমস্যা ক্ষুদ্র শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাই সতর্ক দৃষ্টিও রাখা প্রয়োজন যে উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়-করণ ব্যবস্থা অনুকূল কিনা।

(৭) বিশেষ কোন শিল্প প্রসারে সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতা থাকিলে, সেই শিল্পে প্রবৃত্ত হওয়া চলে। যেমন বর্তমানে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-সম্প্রসারণে সরকার অত্যন্ত আগ্রহশীল। তাই উপরোক্ত সর্তাবলী অনুকূল থাকিলে বর্তমানে কুটির শিল্পের ন্যায় ক্ষুদ্র শিল্পে প্রবৃত্ত হওয়া খুব অসঙ্গত হয় না।

(৮) যে সমস্ত স্থানে বিশেষ কোন উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত, শিল্পের অবস্থা ও অবস্থিতি বিবেচনা করিয়া এবং উপরের বিষয়-গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সেই সমস্ত স্থানে সেই সমস্ত শিল্পে প্রবৃত্ত হওয়ায় ঝুঁকি কম। তবে চাহিদার প্রতি এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্তই কর্তব্য।

৩। তোমার কোন বিদেশস্থিত বন্ধুকে ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একখানি চিঠি লিখ। [C. U. B. Com. 1955]

১০, হরিতকি বাগান লেন
কলিকাতা—২৫

প্রিয় রমেন,

বহুকাল যাবৎ ভারতের বাহিরে থাকিলেও ভারতের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি তোমার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে। তবুও এখানকার আর্থিক অবস্থার খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য সম্বন্ধে হয়ত তুমি সম্যক অবহিত নও। তাই সে সম্বন্ধেই তোমাকে কিছু জানাইবার প্রয়াস এই চিঠিতে পাওয়ার চেষ্টা করিতেছি।

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে সুপরিস্ফুট দেখা যায়। ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষির উপর নির্ভর-শীল। শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি ভারত করিতে পারে নাই, আবার কৃষিক্ষেত্রের কাঠামোও খুব উন্নত নহে। এখানে শিল্পোন্নয়নের পথে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করে কাঁচামালের অভাব, সাংগঠনিক ত্রুটি, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার অভাব, শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতার অভাব, গ্রামাঞ্চলে বাড়তি শ্রমশক্তির দরুন প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা, অর্থের অভাব, ক্ষেতের ক্ষুদ্র আয়তন। উপরোক্ত কারণে ভারতে কৃষিক্ষেত্রেও আশানুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। অধিকাংশ লোককে কৃষির দরুন গ্রামাঞ্চলে বসবাস করিতে হয় অথচ এখানকার বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এতই দুর্দশাপূর্ণ যে কোনক্রমে জীবনধারণ করাও ইহাদের পক্ষে কষ্টকর।

ইহা ছাড়া, ভারতের জাতীয় আয় অত্যন্ত অল্প বলিয়া জন প্রতি আয়ও

খুবই অল্প। দ্রুত হারে জন সংখ্যার বৃদ্ধিই ইহার অন্যতম কারণ। জাতীয় আয়ের স্বল্পতা এখানে জনসাধারণকে সঞ্চয়ের ব্যাপারে বিশেষ সচেতন করে না। ফলে মূলধন সৃষ্টির হারও অত্যন্ত অল্প হয়। জীবনযাত্রার মানও খুবই অনুন্নত হয়। সেই কারণেই ভারতের জনগণের মাথাপিছু বর্তমানে বার্ষিক আয় ২৯০ টাকা।

বেকার সমস্যা দেশে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে যে প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা ও ঋতুগত বেকার অবস্থা আমরা দেখি তাহাও ভারতের অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোরই আর একটি দৃষ্টান্ত। খাদ্যসমস্যাও ভারতবাসীকে বিশ্রীভাবে জর্জরিত করিয়াছে। জনসংখ্যার দ্রুত হারে বৃদ্ধি গত তের বছরেও ভারতকে খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে নাই। অন্যান্য দেশের তুলনায় কি অস্বাচ্ছন্দ্যের গ্লানিও দুর্বিসহ দারিদ্র্যের জ্বালা যে ভারতের অধিকাংশ জনসাধাবণকে ভোগ কবিতে হয় তাহা সহজেই অনুমান করিতে পাব।

যাহা হোক, গত ১৯৫১ সাল হইতে ভারত একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতেছে। তুমি নিশ্চয় প্রথম পাঁচসালা ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার কথা শুনিয়াছ। এই দুইটি পরিকল্পনার কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে—গত ১৯৬১ সালে। ইহাদের উদ্দেশ্য সাধারণভাবে ছিল উৎপাদনী শক্তি বাড়ান, আয়ের অসাম্য কমানো, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি করা, ব্যাপক কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি করা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। ইহার জন্য নির্দিষ্ট মূল্যনীতি, খাদ্যনীতি, কৃষিনীতি, শিল্পের প্রতি প্রয়োজনানুরূপ গুরুত্ব আরোপ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের আনুকূল্য স্থাপন প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যে সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয় নাই সে সব বিষয়ে এবং অন্যান্য কতিপয় প্রয়োজনীয় সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারত সরকার তৃতীয় পরিকল্পনার একটি খসড়া করিয়াছেন। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপে পরিকল্পনার কর্মসূচী যাহাতে বিঘ্নিত না হয় তাহার জন্য পরিবার পরিকল্পনা নীতিও গৃহীত হইয়াছে। যদিও এখনও আশানুরূপ ফল এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি হইতে পাওয়া যায় নাই, তবুও আশা করা যায় প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান শীঘ্রই হইবে। ভিলাই, রুরকেল্লা, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত ভারী শিল্প, বন্যানিয়ন্ত্রণ কল্পে স্থাপিত দামোদর,

নাংগাইল, চম্বল প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বোকারো, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রবর্তিত বিভিন্ন পরিকল্পনা, আজ উন্নয়নমূলক কাজে দেশকে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। ভারী শিল্পের সাথে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকেও পুনর্জীবিত করার প্রয়াস বিভিন্ন পরিকল্পনার কর্মসূচীতে রহিয়াছে। মিশ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংকটকে প্রতিহত করিতে বদ্ধ পরিকর ভারত আজ সত্যিই দেশের সমস্ত সম্পদকে সুসংহত করিতে সক্ষম হইয়াছে, এবং তাই আশা করা যায় যে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সমাপ্তির সাথে সাথে থাদ্যে, শিল্পে ও কৃষিতে, বণ্টন ব্যবস্থায়, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে, বেকার সমস্যার সমাধানে ভারত অনেক উন্নতি করিবে—সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তিতে যে কল্যাণরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ভারত গ্রহণ করিয়াছে তাহা সফল হইবে।

প্রাপকের নাম
ঠিকানা ইত্যাদি

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।
ইতি—
তোমার
জীবেন

৪। কারখানা শিল্পের কার্যক্ষেত্রের সঙ্কোচ সাধন করিয়া ও ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রসার বিষয়ে মতামত কি সংক্ষেপে লিখ। [C. U B. Com. 1956]

ভারতবর্ষের ন্যায় উন্নয়নমান রাষ্ট্রে ভারী শিল্প, কারখানা প্রভৃতির প্রসার বিশেষ প্রয়োজন। বস্তুতঃ বৃহদায়তন শিল্প প্রভৃতির উন্নয়নের মাধ্যমেই ভারত আজ অর্থনৈতিক প্রগতির পথে চলিয়াছে। তবে কয়েকটি কারণে তাহার পক্ষে শুধুমাত্র বৃহদায়তন শিল্প মারফৎই উক্ত উন্নতি আজ সম্ভবপর নহে। ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্বও বর্তমানে খুব কম নহে।

জাতীয় আয় কমিটির বিবরণী হইতেও ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। সামগ্রিক হিসাবে প্রায় ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হয় আজকের কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন

শিল্পগুলিতে। ইহা ছাড়া কুটিরশিল্পের বিকাশ বিকেন্দ্রীকৃত সমাজগঠনের জন্যও যথেষ্ট প্রয়োজন। ভারতে কারখানা ও ভারী শিল্পের সম্প্রসারণ দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর করিতে হইলে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিও প্রসারিত করিতে হইবে অনুরূপভাবেই। ইহার কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

অনগ্রসর দেশে মূলধনের অভাব হেতু মূলধন-প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে। সেইজন্যই ভারতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বেকার সমস্যার আশু সমাধান কল্পে শ্রম-প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। কুটির এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতির মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী শিল্পগুলির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা বিশেষ প্রয়োজন। সঞ্চয় ও জাতীয় সম্বলের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, এই অবস্থায় আধুনিক ভারী শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং একই যোগে উপভোগ্য দ্রব্যোৎপাদনের উপযোগী বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের প্রসার সাধন করা জাতির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ হইবে। সেইজন্যই উপভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইহা ছাড়া, অধিক লগ্নী ব্যয়ের দ্বারা ভারী শিল্পের বিকাশসাধনে বদ্ধপরিকর ভারত সরকার জনসাধারণের হাতে ব্যবহারযোগ্য ক্রয়শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিয়াছেন। ফলে ভোগের সামগ্রীর প্রতি চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভারী শিল্প ও কারখানা অবিলম্বে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ। অধিক মুদ্রা প্রচলন হেতু ক্রয়শক্তি যখন বাড়িয়া যায় অথচ সেই ক্রয়শক্তি মিটাইবার জন্য উপযুক্ত উৎপাদন বৃদ্ধি না পায়, তখন দেশে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থাকে। কুটির এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিলে ও সেইগুলির সাহায্যে অধিক ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করিলে সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইতে পারে। তাছাড়া কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে বৃহদায়তন শিল্পগুলির পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ক্ষুদ্র শিল্পগুলির নিজস্ব কারুকার্য, কলাকৌশল ও অন্যান্য কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকায় ইহাদের একটি বিরাট বিক্রয়-বাজার আছে। ইহারা

কৃষিজীবিদের বিকল্প উপজীবিকার ব্যবস্থা করিয়া ঋতুগত ও প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যার আংশিক সমাধানে সক্ষম হয়।

এইভাবে আলোচনা করিলে একথা সুস্পষ্ট হয় যে বৃহদায়তন শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী হইলেও কোন দেশই দ্রুত শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হইতে পারে না যদি না তাহারা উৎপাদক সামগ্রী শিল্পের সহিত গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপরও সমগুরুত্ব আরোপ করে। শুধু ভারতের স্থায় অনগ্রসর দেশেই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে। সেইজন্য পরিশেষে একথা বলা চলে যে বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভিতর একটা সুসমঞ্জস সংহতি বজায় রাখাই কর্তব্য— তাহাতে শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসরমান অনগ্রসর দেশগুলি সুফলই লাভ করে এবং শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অবশ্য কারখানা শিল্পের সঙ্কোচ সাধন না করিয়া কুটির শিল্পকে প্রসারিত করিয়া উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিলেই সুফল পাওয়া যায় অধিক। সেই দিক দিয়া ভারতে কুটির শিল্পের উপর দেওয়া গুরুত্ব খুবই সন্তোষজনক মনে হয়।

৫। বৃটেনের একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কারবারের উদ্দেশ্যে তোমার অভিপ্রেত ও সামর্থ্য জানাইয়া একটি পত্র রচনা কর। [B. Com. 1957.]

অথবা :—

এ দেশে এজেন্সি গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিদেশী কারবারের ম্যানেজারের কাছে পত্র লিখ। [B. Com. 1961 Compartmental.]

S. Gupta Brothers
কলিকাতা—৩৩

ওরিয়েন্ট লংম্যান্স্
ম্যানেজার মহাশয় সমীপেষু,
আমেন হাউস, লণ্ডন ই-সি ৪

মহাশয়,

আপনাদের প্রকাশিত বহু পুস্তক আমরা প্রতিনিধিরূপে অধিক করিয়া

থাকি এবং আমাদের নিজস্ব ও অন্যান্য কতিপয় এজেন্ট বা প্রতিনিধি মারফৎ উহা বিক্রয় করার বন্দোবস্ত করি। আপনাদের নিকট ইহা অজ্ঞাত নয় যে আমরা স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মারফৎই কেনাবেচা করিয়া থাকি।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে গত দশ বছরে প্রায় প্রতি বছরই ২৫ হাজার টাকা মূল্যের পুস্তক আপনার প্রতিষ্ঠান হইতে আমরা ক্রয় করিয়াছি। আপনাদের বহুল প্রচারিত সর্বজনপ্রিয় পুস্তকগুলির চাহিদা অত্যন্ত প্রবল, অথচ উক্ত পুস্তকের মূল্য অত্যন্ত অধিক হওয়ায় উহা এককালীন মূল্য দিয়া খরিদ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়। ফলে যে পরিমাণ পুস্তক আমরা ক্রয় করি এখানে ঐ বইয়ের চাহিদা তাহার দ্বিগুণ হওয়ায় বহু লোককে উক্ত বইগুলি হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আমাদের নিকট আপনাদের প্রকাশিত অনেক বইয়ের জন্য যে অধিযাচন পত্র বা সরবরাহের জন্য দাবী জানান হয় তাহাও আমরা সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে পারি না। অধিক পুস্তক আপনাদের কোম্পানীর নিকট হইতে আনিতে পারিলে আমরা কতিপয় এজেন্টকে কিছু কমিশন দিয়া ঐ বইগুলি বিক্রয় করাইতে পারি এবং নিজেরাও বহু লোকের চাহিদানুযায়ী পুস্তক সরবরাহ করিতে পারি। এতকাল যাবৎ আমরা শতকরা ১০ টাকা হারে ট্রেড কমিশন পাইয়া আসিয়াছি। এ সম্বন্ধে আপনারা হয়ত সম্যক অবহিত হইয়াছেন যে আমাদের পুস্তকালয় এবং প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়। আমাদের মারফৎ যে সমস্ত ছোট ছোট দোকান আপনাদের বইগুলি ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতে চায় তাহাদিগকে কিছু বেশী "ডিসকাউন্ট" অথবা ঐ রূপ কতিপয় সুবিধা না দিলে তাহাদের পক্ষে ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা করা বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার হইবে। সেই জন্যই নিম্ন প্রস্তাব ও আবেদন আপনাদের সুবিবেচনার জন্য পেশ করিতেছি।

এ যাবৎকাল পাওয়া 'ডিসকাউন্টে'র বা কমিশনের হার শতকরা '১০ ভাগের উপর আরও ৫ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ হারে যদি আপনাদের বইগুলি বিক্রয় করিবার জন্য ভারতে আমাদিগকে এই সুবিধা দান করেন তো আমরা ইহার বহুল প্রচারে সহায়তা করিতে সক্ষম হইব। ইহা ব্যতীত আর একটি প্রস্তাব হইল এই যে যে পরিমাণ পুস্তক আমরা ক্রয় করিব অনেক সময় তাহার পূর্ণ মূল্য এককালে প্রদান করার পথে কিছু বাধা উপস্থিত হয়। [illegible] পুস্তক সংগ্রহ করা আমাদের

পক্ষে অসম্ভব হয়। তাই আপনারা যদি অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের কোন কোন সময়ে দুই কিস্তিতে মূল্য প্রদান করার সর্তে বইগুলি সরবরাহ করেন ও উহার দাম সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করিবার সময় বইগুলি প্রাপ্তির পর এক মাস নির্দিষ্ট করেন তো আপনাদের বইগুলির বিক্রয় কার্য আরও বৃহদাকারে করা সম্ভবপর হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম আপনাদের অবিদিত নয়, এবং অতীতে যে ভাবে সততার সহিত আপনাদিগের সহিত কারবার করিয়াছি, আশা করি, সে কথা চিন্তা করিয়া জনসাধারণের স্বার্থে আমাদের প্রস্তাব আপনারা অনুগ্রহ করিয়া বিবেচনা করিবেন এবং আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত সত্বর আমাদিগকে জানাইবেন।

প্রাপকের ঠিকানা ইতি
ইত্যাদি ভবদীয়
শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৬। রেলে তোমার যে মাল চালান আসিয়াছে তাহা ঠিকমত আসে নাই বলিয়া ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত রচনা কর। [B. Com. 1958, 1960]

চৌধুরী এণ্ড মুখার্জী
আয়রণ এণ্ড ষ্টীল
ওয়ার্কস লিঃ
২, ম্যাঙ্গো লেন
কলিকাতা

কমার্সিয়েল ম্যানেজার মহাশয়
সমীপেষু
পূর্ব রেলওয়ে,
নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা

মহাশয়,

মহীশূর আয়রণ ওয়ার্কস, মহীশূর, আমাদের নামে কাষ্ট আয়রণ পাইপ ও স্পেশাল সর্ব সমেত প্রায় ১০০০ টন রেলওয়ে মারফৎ পাঠাইয়াছে সংবাদ দিয়াছে। গত মাসের ২রা তারিখে ভদ্রাবতী হইতে প্রেরিত রেলওয়ে রসিদ নং…… …হইতে এ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইবেন। সেই অনুযায়ী এখানকার স্থানীয় মুখার্জী ও চ্যাটার্জী আয়রণ ওয়ার্কস লিঃ কোম্পানীর সহিত আমরা চুক্তিবদ্ধ হইয়াছি এবং ঐ মালের প্রায় অর্ধেক তাহাদের নিকট

বিক্রয় করিবার জন্য লেখাপড়া করিয়াছি। মহীশূর হইতে এখানে আমাদের নিকট মাল পৌঁছানর যে দিন নির্দিষ্ট ছিল তাহার দুই দিন পরে উক্ত পাইপ মুখার্জী ও চ্যাটার্জী কোম্পানীকে সরবরাহ করার দিন স্থির হইয়াছিল। বলাই বাহুল্য যে ঐ কোম্পানী আমাদিগকে পাইপের মূল্যের অর্ধেক অগ্রিম দিয়াছিল।

মাল সরবরাহ কবার নির্দিষ্ট সময়ের এক মাসের মধ্যেও মালগুলি পাই নাই বা উহার পরিণতি সম্বন্ধেও কোনরূপ সংবাদ অবগত হই নাই। এদিকে উক্ত কোম্পানীর সহিত চুক্তিমত নির্ধারিত দিনে প্রস্তাবিত চালান দিতে বাধ্য থাকায় ঐ মালগুলি বাজার হইতে অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া উহাদিগকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা আমাদের করিতে হইয়াছে। এইজন্য আমাদের প্রায় ৫০০ টাকার মত ক্ষতি স্বীকাব করিতে হয হিসাব করিযা দেখা গিয়াছে। উক্ত ক্ষতি, আপনি নিশ্চয় একমত হইবেন, রেলওযেব অহেতুক বিলম্বের জন্যই আমাদের হইযাছে।

ইহা ছাড়া, পাইপগুলি সরবরাহ লওয়ার সময় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রায় ৮০টি ১২ ইঞ্চি প্রস্থ ও ১৮ ফুট দীর্ঘ পাইপ ত্রুটিপূর্ণ অথবা বিকৃত অবস্থায় আমাদেব নিকট সরবরাহ দেওযা হইয়াছে। উক্ত ৮০টি পাইপের মূল্য ১০০০ টাকার মত হইবে। ইহাও আমাদের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনাদিগের ইন্সপেক্টরের বিবরণী হইতেও আমাদের ক্ষতির পরিমাণ সম্যক অনুধাবন করিতে পারিবেন।

পাইপগুলি বিলম্বে সরবরাহ করা এবং অব্যবহায অবস্থায় থাকার দরুন আমাদিগকে আনুমানিক ১৫০০৲ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। উক্ত ক্ষতির জন্য যে মুখ্যতঃ রেলওয়ে-ই দায়ী তাহা আশা করি আপনি স্বীকার করিবেন, এবং ইহাও আশা করি পূর্ণ উপলব্ধি করিবেন যে এই ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব রেলেরই গ্রহণ করা কর্তব্য। যাহা হোক, আপনি এ বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত অভিমত জানাইয়া বাধিত করিবেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ করা দাবীর টাকা কবে নাগাদ পাইব তাহাও অবিলম্বে জানাইবেন।

প্রাপকের ঠিকানা ধন্যবাদান্তে—

ইত্যাদি ভবদীয়

স্বাক্ষর—

৭। কাস্টমস্ হইতে মাল খালাস করিবার জন্য তোমার ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ চাহিয়া একটি পত্র রচনা কর— [B. Com. 1959]

অথবা কোন ব্যাঙ্কের নিকট জমাতিরিক্ত গ্রহণ বা Overdraft-এর জন্য কারণ প্রদর্শনপূর্বক আবেদন কর।

ঢোল এণ্ড কোং,
৬ ফার্ণরোড, কলিকাতা-৬
তারিখ·· ···

ম্যানেজার
ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
ভবানীপুর শাখা
কলিকাতা

মহাশয়,

আমার উক্ত কোম্পানীর নামে আপনার প্রতিষ্ঠানে গত ৫ বৎসর যাবৎ একটি চলতি হিসাব চলিতেছে, এবং দীর্ঘকাল যাবৎ কারবার চলিবার ফলে আমি বিশ্বাস করি আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছার উপর ভরসা করিয়াই আপনার নিকট আমি নিম্নবিষয়ে একটি আবেদন পেশ করিতেছি, এবং আশা করি যে আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে আপনি চেষ্টা কবিবেন।

গতকল্য কাস্টমস্ আফিস হইতে আমাদের নামে লণ্ডন হইতে প্রেরিত ঔষধগুলি খালাস করিয়া লইবার জন্য জরুরী তাগাদা আসিয়াছে। কাস্টমস্ অফিস মাত্র ১৫ দিনের সময় দিয়া আমাদিগকে অবিলম্বে এই বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই ঔষধের মূল্যের অর্ধেক লণ্ডনের মে ফেয়ার কোম্পানীকে আমরা অগ্রিম দিয়া জিনিসগুলিকে সত্বরে পাঠাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। এদিকে অন্য একটি নূতন আবিষ্কৃত প্রয়োজনীয় ঔষধের চাহিদা এখানে অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় আমেরিকায়ও উক্ত ঔষধগুলির জন্য 'অর্ডার' দিয়াছি। তাহাতে ঔষধের মূল্যের অর্ধেক অগ্রিম হিসাবে সেখানেও পাঠাইতে হইয়াছে। অথচ আমাদের একটি মোটা পাওনা টাকা কয়েকটি কারণে সরকার আটকাইয়া রাখিয়াছেন। ফলে আপনাদের ব্যাঙ্কের চলতি হিসাবে আমাদের কোম্পানীর নামে যে টাকা রহিয়াছে তাহা দ্বারা কাস্টমস অফিস হইতে জিনিসের মূল্য প্রদানপূর্বক জিনিসগুলি খালাস করা আমাদের পক্ষে এখন

সম্ভবপর হইতেছে না। অথচ ঔষধগুলির চাহিদা এত প্রবল যে উহা না পাওয়া গেলে জনসাধারণেরও যেমন, ব্যবসার দিক হইতে আমাদেরও তেমনি, বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

অতীতেও একবার এইরূপ পরিস্থিতিতে আপনার প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত আমাদের বক্তব্য শুনিয়াছিলেন এবং আমাদের যথোপযুক্ত সাহায্যদান করিয়াছিলেন। আপনার নিকট ইহা অজ্ঞাত নয় যে আমাদের প্রতিষ্ঠানটির লেনদেন খুব লাভজনক। সুতরাং এখানে টাকা বিনিয়োগ করিলে তাহার নিরাপত্তার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সে জন্য অতীতের মত এবারেও যদি আমার কলিকাতার ভবানীপুর শাখার দোকানটি আইন-সঙ্গতভাবে বন্ধক লইয়া আমাকে আমার চলতি হিসাবের উপর মাসে ৮ হাজার টাকা অবধি জমাতিরিক্ত গ্রহণ করিবার অনুমতি দান করেন তাহা হইলে অতিশয় আনন্দিত হইব ও আপনার এই মহানুভবতার জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিব। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে উক্ত অতিরিক্ত গ্রহণ আমি ব্যাঙ্কের নিয়ম মত সুদের পরিবর্তেই কার্যকরী করিব।

আপনার সুবিবেচনা ও সহানুভূতিভরা পত্র দ্রুত পাইলে আমি কাস্টম্‌স্ হাউস হইতে মালগুলি খালাস করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।

প্রাপকের ঠিকানা আপনার বিশ্বস্ত—

শ্রীবিষ্ণুচরণ চোল।

৮। তুমি গ্রামাঞ্চলে কোন কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে চাও। কিছু মূলধন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতির সুবিধা চাহিয়া সরকারের নিকট একটি আবেদন পত্র রচনা কর।

অথবা, তুমি ক্ষুদ্র কুটির শিল্প অবলম্বন করিবে, সেজন্য উপযুক্ত মূলধন ধার চাহিয়া গভর্নমেন্টের সমবায় বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পত্র রচনা কর। [B. Com. 1960.]

মাননীয়.....

রাইটার্স বিল্ডিং, কলিঃ

৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন

শ্যামবাজার, কলিকাতা

তাং.. ...

মহাশয়,

বিনীতভাবে আপনার নিকট নিম্ন বিষয়ে একটি আবেদন পেশ করিতেছি।

ব্যারাকপুর অঞ্চলে আমাদের নিজস্ব কয়েক কাঠা জমি রহিয়াছে। সামান্য কিছু অর্থ ও উত্তরাধিকারসূত্রে আমার হস্তগত হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমি আমার বর্তমান কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবেই উক্ত অঞ্চলে ছোটখাটো একটি ঘি, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রস্তুত করার ক্ষুদ্র শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে চাই। আমি হিন্দুস্থান 'ডেরী'তে প্রোডাকসন অফিসারের পদে শিক্ষা-নবীশ হিসাবে গত ৩ বৎসর যাবৎ কাজ করিতেছি। উক্ত কোম্পানীতে কাজ করার ফলে 'ডেরী' ফার্ম সংক্রান্ত ব্যাপারেও বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি।

দেশে অব্যবহৃত শ্রমের বর্তমানে অভাব নাই। বেকাব সমস্যা সত্যিই আজ এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিযাছে। এমতাবস্থায় অল্প মূলধন সহযোগে ও অধিক শ্রমব্যযের দ্বারা কুটিরশিল্প মাবফৎ ভারী শিল্পগুলির উন্নতিতে সহাযতা করা সকলেবই কর্তব্য। সরকারেব ন্যায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেরও প্রযোজন সর্বভাবে দেশেব অর্থনৈতিক উন্নযনেব পবিকল্পনাগুলিকে সার্থক করিতে সহায়তা করা।

কুটিরশিল্পের প্রসাব যে বর্তমানে শিল্পোন্নযনের জন্য দেশে কিরূপ প্রয়োজন তাঁহা আপনাদের নিকট বলিতে যাওযা ধৃষ্টতা। কুটিবশিল্প বিকাশেব ও ইহার পুনরুজ্জীবনের দিকে ভাবত সরকাব বিশেষ লক্ষ্য দিয়াছেন। আমিও এ বিষয়ে উৎসাহিত হইয়াছি, এবং কিছু সংখ্যক লোক সংগ্রহ করিয়া ইতিমধ্যেই আমার জমি পরিষ্কার কার্যে লাগিয়া গিয়াছি। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে ঘি, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রস্তুত করাব উক্ত পরিকল্পনাটি সাফল্যের সহিত করিতে হইলে আমাকে আশু আরও ৫০০০৲ টাকার সংস্থান করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও বিজলী বাতির জন্য এবং কয়েকটি ছোট মেসিনের জন্যও বিদ্যুৎ ইত্যাদির প্রয়োজন হইবে। তাই সরকারের নিকট বিনীত নিবেদন যে তিনি আমাকে আমার পরিকল্পনানুযায়ী কুটির শিল্পটি স্থাপন করিতে অনুমতি দিয়া যদি বর্তমানের জন্য ৫০০০৲ টাকা মূলধন হিসাবে দান করেন ও সুলভে বিদ্যুৎ পাইবার জন্য আদেশ জারী করেন তো তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরীক্ষা করিবার জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে প্রেরিত অভিজ্ঞ ব্যক্তির আমাদের শিল্পকেন্দ্রটি পরিদর্শন করিবার সংবাদ পাইলেই আমি আমাদের পরিকল্পনা তাঁহাদিগকে দেখাইবার ও তাঁহাদিগের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ে তথ্যাদি পরিবেশন করিয়া তাঁহাদিগকে

অবহিত করিবার প্রয়াস পাইব। আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে সরকারের নিয়োজিত কলিকাতা হাইকোর্টের একজন অন্যতম বিচারক জাষ্টিস এস. কে. রায় চৌধুরীর নাম এই সম্পর্কে আমি উদ্ধৃত করিতে পারি।

সরকার সুবিবেচনা ও সহানুভূতির সহিত পরীক্ষা করার পর অভিমত প্রকাশ করিলে আমি উন্নয়ন মূলক কার্যে আমার স্বল্প-সামর্থ্য সহযোগে সরকারকে সহায়তা করিতে পারিলে আনন্দিত হইব ও চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

ভবদীয়
ব্রজবল্লভ বাজপাই

৯। প্রসিদ্ধ গণেশ তৈল পাঠাইবার জন্য যে নির্দেশ উক্ত কোম্পানীর হেড অফিস কয়লাঘাট ষ্ট্রীটে দিয়াছিলে তাহা নমুনানুযায়ী না হওয়ায় মাল ফেরত লইয়া নূতন মাল পাঠাইতে লিখ; অন্যথায় উক্ত মালগুলির জন্য তোমার কোন দায়িত্ব থাকিবে না জানাও।

অথবা, তোমার নমুনামত মাল পাঠানো না হওয়ায় তাহা ফেরত দিয়া তোমার চুক্তি নাকচ করিয়া কোন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র লিখ।

ম্যানেজার মহাশয় সমীপেষু—
গণেশচন্দ্র বাজোরিয়া
প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা

আর মৈত্র ব্রাদার্স
বেলেঘাটা, কলিঃ

মহাশয়,

আপনাদিগের বিশেষ এক শ্রেণীর সরিষার তৈলের নমুনা আমাদের দোকানে আপনারা পাঠাইয়াছিলেন, এবং উক্ত সরিষার তৈল জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য আমাদিগের সহায়তা কামনা করিয়াছিলেন। আপনাদিগের অনুরোধে আমরা স্থানীয় জনসাধারণের নিকট উক্ত তৈলের সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে বলিয়াছিলাম এবং উহা ব্যবহার করিবার জন্য বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়াও আমাদিগের কতগুলি ছোট ছোট দোকান বিভিন্ন শহরতলী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত থাকায় উহাদিগের মারফৎ ও আপনা-দিগের তৈলের ব্যাপক প্রচারের প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু দুঃখের সহিত ইহা

ব্যারাকপুর অঞ্চলে আমাদের নিজস্ব কয়েক কাঠা জমি রহিয়াছে। সামান্ত কিছু অর্থ ও উত্তরাধিকারসূত্রে আমার হস্তগত হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমি আমাব বর্তমান কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবেই উক্ত অঞ্চলে ছোটখাটো একটি ঘি, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রস্তুত করার ক্ষুদ্র শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে চাই। আমি হিন্দুস্থান 'ডেরী'তে প্রোডাকসন অফিসারের পদে শিক্ষানবীশ হিসাবে গত ৩ বৎসর যাবৎ কাজ করিতেছি। উক্ত কোম্পানীতে কাজ করার ফলে 'ডেরী' ফার্ম সংক্রান্ত ব্যাপাবেও বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি।

দেশে অব্যবহৃত শ্রমের বর্তমানে অভাব নাই। বেকার সমস্যা সত্যিই আজ এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি কবিযাছে। এমতাবস্থায় অল্প মূলধন সহযোগে ও অধিক শ্রমব্যয়ের দ্বারা কুটিরশিল্প মারফৎ ভাবী শিল্পগুলির উন্নতিতে সহায়তা করা সকলেবই কর্তব্য। সরকাবের ন্যায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেরও প্রযোজন সর্বভাবে দেশেব অর্থনৈতিক উন্নয়নেব পরিকল্পনাগুলিকে সার্থক করিতে সহায়তা করা।

কুটিরশিল্পের প্রসার যে বর্তমানে শিল্পোন্নযনের জন্য দেশে কিরূপ প্রয়োজন তাঁহা আপনাদের নিকট বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কুটিবশিল্প বিকাশের ও ইহার পুনরুজ্জীবনের দিকে ভারত সবকাব বিশেষ লক্ষ্য দিয়াছেন। আমিও এ বিষয়ে উৎসাহিত হইয়াছি, এবং কিছু সংখ্যক লোক সংগ্রহ করিয়া ইতিমধ্যেই আমার জমি পরিষ্কার কার্যে লাগিয়া গিয়াছি। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে ঘি, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রস্তুত করার উক্ত পরিকল্পনাটি সাফল্যের সহিত করিতে হইলে আমাকে আশু আরও ৫০০০৲ টাকার সংস্থান করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও বিজলী বাতির জন্য এবং কয়েকটি ছোট মেসিনের জন্যও বিদ্যুৎ ইত্যাদির প্রয়োজন হইবে। তাই সরকারের নিকট বিনীত নিবেদন যে তিনি আমাকে আমার পরিকল্পনানুযায়ী কুটির শিল্পটি স্থাপন করিতে অনুমতি দিয়া যদি বর্তমানের জন্য ৫০০০৲ টাকা মূলধন হিসাবে দান করেন ও সুলভে বিদ্যুৎ পাইবার জন্য আদেশ জারী করেন তো তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরীক্ষা করিবার জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে প্রেরিত অভিজ্ঞ ব্যক্তির আমাদের শিল্পকেন্দ্রটি পরিদর্শন করিবার সংবাদ পাইলেই আমি আমাদের পরিকল্পনা তাঁহাদিগকে দেখাইবার ও তাঁহাদিগের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ে তথ্যাদি পরিবেশন করিয়া তাঁহাদিগকে

অবহিত করিবার প্রয়াস পাইব। আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে সরকারের নিয়োজিত কলিকাতা হাইকোর্টের একজন অন্যতম বিচারক জাস্টিস এস. কে. রায় চৌধুরীর নাম এই সম্পর্কে আমি উদ্ধৃত করিতে পারি।

সরকার সুবিবেচনা ও সহানুভূতির সহিত পরীক্ষা করার পর অভিমত প্রকাশ করিলে আমি উন্নয়ন মূলক কার্যে আমার স্বল্প-সামর্থ্য সহযোগে সরকারকে সহায়তা করিতে পারিলে আনন্দিত হইব ও চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

ভবদীয়

ব্রজবল্লভ বাজপাই

৯। প্রসিদ্ধ গণেশ তৈল পাঠাইবার জন্য যে নির্দেশ উক্ত কোম্পানীর হেড অফিস কয়লাঘাট ষ্ট্রীটে দিয়াছিলে তাহা নমুনানুযায়ী না হওয়ায় মাল ফেরত লইয়া নূতন মাল পাঠাইতে লিখ; অন্যথায় উক্ত মালগুলির জন্য তোমার কোন দায়িত্ব থাকিবে না জানাও।

অথবা, তোমার নমুনামত মাল পাঠানো না হওয়ায় তাহা ফেরত দিয়া তোমার চুক্তি নাকচ করিয়া কোন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র লিখ।

ম্যানেজার মহাশয় সমীপেষু—

গণেশচন্দ্র বাজোরিয়া
প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা

আর মৈত্র ব্রাদার্স
বেলেঘাটা, কলিঃ

মহাশয়,

আপনাদিগের বিশেষ এক শ্রেণীর সরিষার তৈলের নমুনা আমাদের দোকানে আপনারা পাঠাইয়াছিলেন, এবং উক্ত সরিষার তৈল জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য আমাদিগের সহায়তা কামনা করিয়াছিলেন। আপনাদিগের অনুরোধে আমরা স্থানীয় জনসাধারণের নিকট উক্ত তৈলের সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে বলিয়াছিলাম এবং উহা ব্যবহার করিবার জন্য বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়াও আমাদিগের কতগুলি ছোট ছোট দোকান বিভিন্ন শহরতলী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত থাকায় উহাদিগের মারফৎ ও আপনাদিগের তৈলের ব্যাপক প্রসারের প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু দুঃখের সহিত ইহা

আপনার গোচরে আনয়ন করিতে বাধ্য হইতেছি যে যে তৈলের নমুনা প্রথমে আমাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন সেই একই তৈল পরবর্তী চালানে আমাদিগকে পাঠান হয় নাই। জনসাধারণের নিকট হইতে ক্রমাগত অভিযোগ শুনিয়া আমরা আপনাদিগের দ্বিতীয় ও পরবর্তী ভাগে পাঠানো তৈলমধ্য হইতে কিছু পরিমাণ পরীক্ষার্থে "লেবরেটরীতে" পাঠাইয়াছিলাম এবং উহা সত্যসত্যই পরিপূর্ণভাবে নির্ভেজাল না হওয়ায় এবিষয়ে আপনার পরামর্শব্যতীতই সমস্ত তৈল বাজার হইতে উঠাইয়া লইয়াছি। উহা আর বিক্রয়ার্থে বাজারে ছাড়িতে আমরা অসমর্থ। আশা করি, আপনাদিগের সুনাম বজায় রাখার আমাদের এই প্রচেষ্টাকে আপনারা ভুল বুঝিবেন না, এবং অবিলম্বে আমাদের নিকট হইতে মালগুলি বুঝিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বলাই বাহুল্য যে উক্ত মাল আপনাদের সম্পূর্ণ দায়িত্বে আমাদের গুদামে মজুত রহিয়াছে। তৈলের যে নমুনা প্রথমে আপনারা দিয়াছিলেন তাহা যদি সম্ভব হয়, ফেরত লইয়া যাওয়া মালগুলির পরিবর্তে অনতিবিলম্বেই পাঠাইবেন।

মালগুলি সম্বন্ধে অতি সত্বর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে আপনাদিগের সহিত এই তৈল সম্বন্ধীয় যাবতীয় চুক্তি বাতিল করিতে বাধ্য হইব জানিবেন। আগামী ৭ দিনের মধ্যে তৈলগুলি পরিবর্তন করিয়া দিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইহা না করিলে উক্ত মালগুলির কেনাবেচা ইত্যাদির জন্য আমাদিগের কোম্পানী কোনরূপ দায়িত্ব রাখিবে না।

আপনাদিগের মতামত জানাইয়া সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বাধিত হইব।

প্রাপকের ঠিকানা

ভবদীয়—
রমেন মৈত্র।

১৫। কোন চা কোম্পানীর কলিকাতাস্থ হেড অফিস হইতে ডায়মণ্ড-হারবারের উক্ত কোম্পানীর ব্রাঞ্চ-অফিসের প্রতিনিধি ও ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারকে তুমি কোম্পানীর তরফ হইতে সেক্রেটারী হিসাবে [illegible]। অপেক্ষাকৃত বৎসরে কম বিক্রয়ের কারণ

একখানি পত্র এমনভাবে লিখ যাহাতে তাহাকে দোষারোপ করা না হয়।

ব্রাঞ্চম্যানেজার
সমীপেষু—
ব্রহ্ম টী হাউস ব্রাঞ্চ
ডায়মণ্ডহারবার,
২৪, পরগণা

১১, হেয়ার ষ্ট্রীট
ব্রহ্ম টী হাউস
কলিকাতা

মহাশয়,

গত মাসের কেনা বেচার দরুন কোম্পানীর প্রাপ্ত টাকা ও তৎসঙ্গে গত বৎসরের আপনার ব্রাঞ্চের ব্যবসা সংক্রান্ত বর্তমান পরিস্থিতির এক বিবরণও পাইলাম। ইহা হইতে অবগত হইলাম যে পূর্ব বৎসরের তুলনায় গত বৎসরে আপনাদের কেন্দ্র হইতে আনুমানিক ২০০০৲ টাকার মত কম পরিমাণ চা বিক্রয় হইয়াছে। চায়ের বাজারে বর্তমানে আমাদের কোম্পানীর সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই অত্যন্ত কষ্টার্জিত সেই জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হওযাব আশঙ্কায় শঙ্কিত কোম্পানী নিম্ন বিষযে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

গত বৎসরের আগে যে পরিমাণ চায়ের বিক্রয় আপনার ব্রাঞ্চ করিতেছিল তাহাতে কোম্পানী ধারণা করেন যে সেখানকার জনসাধারণের চায়ের চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পাইযাছে। যেরূপ দ্রুত হারে লোকবসতি বৃদ্ধির সংবাদ কোম্পানীর কর্ণগোচর হইয়াছে তাহাতেও তাহাদের সে ধারণা যথেষ্ট সমর্থিত হইয়াছে। সেইজন্যই বিক্রয়ের অকস্মাৎ হ্রাস এই সম্বন্ধে একটি সন্দেহ সৃষ্টি করিয়াছে যে হয়ত কোন বিশেষ কারণবশতঃ সম্বৎসরের প্রেরিত সরবরাহ আপনাদিগের খরিদ্দারগণের মনোমত হয় নাই। ইহাও অনুমান করা হয় যে অন্য কোন সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠান হয়ত সুনাম ক্রয়ের জন্য আমাদের সহিত এক অতি নিম্নস্তরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। যাঁহা হউক, এ সম্বন্ধে যদিও কোম্পানী আপনার নিকট হইতে অচিরেই কিছু শুনিবার আশা রাখেন, তবুও সত্বরই এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন এই কারণে যে হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে পরিস্থিতি খুব জটিল অথবা সঙ্কটের দিকে না গেলে তাঁহারা যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ

হইবেন ও পুনরায় বিক্রয় বৃদ্ধি করায় ব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করিতে সক্ষম হইবেন।

আজিকার এই জনপ্রিয়তার মূলে আপনাদিগের যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকুণ্ঠ স্বার্থত্যাগ রহিয়াছে কোম্পানীর নিকট তাহা সুবিদিত। সেজন্য আপনাদিগের উপর কোম্পানীর মনোভাবও আপনাদের অবিদিত নয়। আপনাদিগের কোনরূপ ত্রুটির কথা কোম্পানীর চিন্তায়ও আসে না। যাহাহউক অনুরোধ করা যাইতেছে যে সেখানকার বর্তমান ব্যবসার পরিস্থিতির উদ্ভবের কারণ অতি সত্বর আমাদিগকে জ্ঞাত করান, যাহাতে আপনার সকল প্রকার সহায়তার জন্য কোম্পানীর তরফ হইতে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারি। আপনার জবাব পাইলেই প্রতিবিধান করিতে আমরা অগ্রসর হইব। আপনার কর্মপ্রচেষ্টায় শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই কোম্পানী আপনাকে যথোচিত সহায়তা করিতে আগ্রহশীল।

[প্রাপকের ঠিকানা] ইতি—

ইত্যাদি স্বাক্ষর—

১১। **তোমার কোন বন্ধু একটি ছোট ব্যাঙ্কের পরিচালক। কোন বৃহৎ ব্যাঙ্কের সহিত তাহার ব্যাঙ্কটিকে সংযুক্ত করিবার পরামর্শ দিয়া এবং সংযুক্তীকরণের সম্ভাব্য সুবিধাগুলি উল্লেখ করিয়া তাহাকে একটি পত্র লিখ। [C.U. B. Com 1953]**

নন্দলাল মুখার্জী
৭—এইচ্, এস্, আর, দাস রোড
কলিকাতা—২৬

প্রিয় অমর,

অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পাইয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। তুমি লিখিয়াছ যে ব্যাঙ্কের কাজের চাপে তুমি চিঠি লিখিতে মোটেই সময় পাওনা। তোমার এই কথায় আমি তোমার ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যাপারে আমিই সর্বপ্রথম তোমাকে উৎসাহ দিয়াছিলাম। সম্প্রতি পালাই ব্যাঙ্ক এবং লক্ষ্মী ব্যাঙ্কের বিপর্যয় লইয়া লোকসভায় যে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে তাহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ছোট ছোট ব্যাঙ্ক

পরিচালনায় মূল্য খুবই বেশী ; কারণ ক্ষুদ্র অবস্থা হইতেই ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া উঠে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত দেখা যায় যে ব্যবসায়ীদের হাতে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় ফাট্কা কারবারের পরিমাণ খুব বেশী হয় এবং পরিচালনার দুর্বলতা, অপরিকল্পিত বিনিয়োগ, এবং অবিবেচনা-প্রসূত ঋণ-প্রদান প্রভৃতি কারণে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বর্তমানে ১৯৬০ সালে পুনরায় দুইটি ব্যাঙ্কের বিপর্যয়ে আমি তোমার ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু চিন্তাগস্ত হইয়াছি। আমাদের দেশে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ন্যায় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে আমানত বীমার (Deposit Insurance) ব্যবস্থা এখনও চালু হয় নাই। পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রা প্রচলনের পরিমাণও বর্তমানে বাড়িয়া গিয়াছে এবং এজন্য ব্যবসায়ে ফাট্কা কারবারের ভূমিকাও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। এই অবস্থায় তোমার ব্যাঙ্কটিকে একটি বড় ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত করিবার দিকটা বিবেচনা করা উচিত। আমার মনে হয়, বর্তমান ব্যবস্থায় ছোট ছোট ব্যাঙ্ক পরিচালনা করা ব্যবসায়ের দিক হইতে খুব লাভজনক নয়। কারণ, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের সাফল্য মূলতঃ নির্ভর করে আমানতকারীদের বিশ্বাসের উপর। সুতরাং কোন ব্যাঙ্কের পরিচালনা এবং ক্রিয়াকলাপের কাঠামো এইপ্রকার হওয়া চাই যাহাতে আমানতকারীগণ ইহার আর্থিক স্থায়িত্বে আস্থা রাখিতে পারেন। তুমি সততার সহিত এবং আমানতকারীদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তোমার ব্যাঙ্কটির পরিচালনা করিতেছ। আমানতকারীদের স্বার্থ যাহাতে আরও ভালভাবে সংরক্ষিত হয় এবং তোমার কষ্টার্জিত মূলধনেরও যাহাতে ভাল বিনিয়োগ হয় সেই প্রকার কর্মপন্থা তুমি নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে-আমার এই বিশ্বাস আছে।

আমার মনে হয়, বর্তমান ব্যাঙ্কিং পরিস্থিতিতে তোমার উচিত তোমার ব্যাঙ্কটিকে একটি বড় ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত করা। তাহাতে তোমার স্বার্থ রক্ষিত হইবে, আমানতকারীদেরও স্বার্থ রক্ষিত হইবে। তোমার ব্যাঙ্কে তুমি যে পরিমাণ মূলধন বাৎসরিক বিনিয়োগ করিয়া থাক এবং ইহা হইতে তুমি যে পরিমাণ মুনাফা পাইয়া থাক, বড় ব্যাঙ্কের সহিত তোমার ব্যাঙ্কটিকে সংযুক্ত করিলে সেই অনুপাতে তুমি অনেক বেশী মুনাফা পাইবে বলিয়া আমি আশা করি, কারণ, বড় ব্যাঙ্কের পক্ষে বড় রকমের

বিনিয়োগ করা সম্ভবপর; ইহাতে মুনাফার পরিমাণও বেশী হয়। একটি উদাহরণ দিয়া আমি তাহা বুঝাইতেছি। একটি বিশেষ বিনিয়োগে তোমার ব্যাঙ্ক যেখানে দশ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করে,—তাহার পাঁচগুণ মূলধন বেশী বিনিয়োগ করিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এক লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করে। অথচ তোমার ব্যাঙ্ক যদি বর্তমানে সেই ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত হয় এবং ইহার সামগ্রিক মূলধনের পরিমাণ যদি সংযুক্ত ব্যাঙ্কটির একপঞ্চমাংশ হয়, তবে তোমার ব্যাঙ্কের মুনাফার পরিমাণ হইবে বিশ হাজার টাকা। শুধু তোমার ব্যাঙ্কের মুনাফাই যে ইহাতে বাড়িবে তাহা নহে, দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় ও ইহাতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাঙ্গালীর ব্যবসায়ী বুদ্ধি যে অবাঙ্গালীদের অপেক্ষা কোন অংশে কম নয় এবং বাংলাদেশেও যে ব্যাঙ্কিং সম্প্রসারণ ব্যাপকভাবে হইতে পারে সেই প্রমাণ তুমি দাও আমি এই ইচ্ছা করি। তুমি জান, প্রায় বারো বৎসর পূর্বে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, হুগলী ব্যাঙ্ক এবং বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক একত্রিত হইয়া সম্মিলিতভাবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া গঠন করিয়া পশ্চিমবঙ্গে একটি বিরাট ব্যাঙ্কিং বিপর্যয় প্রতিরোধ করে। পক্ষান্তরে কুমিল্লা পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক, ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ভারত ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া "লিকুইডেশনে" যায়। মানুষ অতীত অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। আশা করি, তোমার ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য, তোমার ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের নিরাপত্তা তথা জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তুমি আমার পরামর্শ বিশেষভাবে বিবেচনা করিবে।

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করিও।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
নন্দ।

শ্রীজহর বিশ্বাস
৪৭/৪, ভূপেন বসু রোড
কলিকাতা—২৪

১২। তোমার পরিচালিত কুটির শিল্পের প্রসার বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যুক্তি দেখাইয়া অতিরিক্ত মূলধনের জন্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে একখানি পত্র লিখ।

জটিলেশ্বর কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ
(প্রাঃ) লিমিটেড
১ নং চ ছ জ এভিনিউ
কলিকাতা

ম্যানেজার
এক্স ওয়াই জেড ব্যাঙ্কলিঃ
২নং ব্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মহাশয়,

গত কয়েক বৎসর আপনাদের ব্যাঙ্কে আমার উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে যে 'চলতি হিসাব' রহিয়াছে তাহারই ফলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে এক বিশেষ সৌহার্দের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। তাহারই সুযোগ লইয়া আপনাদিগের নিকট নিম্নের প্রস্তাবটি করিতেছি। আশা করি, উহাতে আপনাদের বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

আমার 'ডেরী' ফার্মকে আমি আরও একটু বাডাইতে চাই। অথচ সমস্ত অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র যথেষ্ট মূলধন অভাবেই আমার পক্ষে উক্ত শিল্পের প্রসার কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইতেছে না। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশে কুটির শিল্পের প্রসার শিল্পোন্নয়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ যে সমস্ত ভারী শিল্পের প্রবর্ত্তন পরিকল্পনার দরুন হইতেছে তাহারা অবিলম্বে জনসাধারণের উপযোগী ভোগদ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে না, অথচ পরিকল্পনার ফলে অধিক লগ্নী ব্যয়ের দ্বারা ভারী শিল্পের উন্নতির প্রচেষ্টার জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ক্রয় শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমস্যা সমাধান সম্ভবপর হয় যদি কুটির শিল্পের উন্নতির যে পরিকল্পনা ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতেও যথেষ্ট সহায়তা করা যায়।

সেইজন্যই আপনাদের নিকট বিশেষ অনুরোধ যে অন্ততঃ ৫০০০ টাকার মূলধন আমাকে অবিলম্বেই দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। উক্ত টাকা আমি আগামী ১ বৎসরের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করিব। অবশ্য উহার সম-পরিমাণ মূল্যের ১৯৫৩ সালের ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট আপনাদের নিকট জামিন স্বরূপ গচ্ছিত রাখিতে আমি প্রস্তুত আছি, এবং মূলধন হিসাবে লওয়া উক্ত অর্থ আমি ব্যাঙ্কের নিয়মিত সুদের পরিবর্ত্তেই গ্রহণ করিব।

মূলধনের যোগাড় হইলেই, আশা করি, আমি আরও কতিপয় লোককে কাজে নিযুক্ত করিয়া ঘি, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কারবার বাড়াইতে সক্ষম হইব। এ বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত সত্বর জানিতে পাইলে বাধিত হইব।

ইতি—

প্রাপকের ঠিকানা বিনীত—

শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১৩। মেদিনীপুরের কোন পুস্তক বিক্রেতা কোন এক প্রকাশকের প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয় করিবার এজেন্সী প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছে। পত্রখানি পুস্তক বিক্রেতার হইয়া তুমি রচনা কর।

সরস্বতী পুস্তক গৃহ
কণ্টাই, মেদিনীপুর।

ম্যানেজার,
এস. গুপ্ত ব্রাদার্স, কলিকাতা—

মহাশয়,

আপনাদের প্রকাশিত পুস্তক আমরা এখানে বিক্রয় করি। বহু পুস্তকেরই এখানে চাহিদা যথেষ্ট আছে এবং উহা আরও বহুলাংশে বাড়াইবার সম্ভাবনাও কম নহে।

আমরা বহুকাল যাবৎ এই অঞ্চলে পুস্তক বিক্রয়ের কার্য করিয়া বহু লোকের সংস্পর্শে আসিতে সক্ষম হইয়াছি, এবং পুস্তক বিক্রয় ব্যাপারেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। তাই আমরা মনে করি আপনাদের প্রকাশিত পুস্তকগুলির বিক্রয় এই অঞ্চলে এবং আমাদেরই নিকটস্থ অন্যান্য অঞ্চলেও আরো বহুল

পরিমাণে বাড়ান সম্ভবপর। আমাদিগকে এই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব দান করিলে উক্ত কর্মে আপনাদিগকে সহায়তা করিতে পারিব বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এজেণ্ট হিসাবে আমরা শতকরা ২০৲ টাকা কমিশন পাইলেই আনন্দিত হইব।

এই ব্যাপারে আপনাদিগের সহানুভূতিভরা পত্র পাইলেই আমরা প্রথম কিস্তি মালের জন্য নির্দেশ পাঠাইব। আমাদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা ও পুস্তক-প্রকাশক দাশগুপ্ত কোম্পানীর নিকট হইতে ইচ্ছা করিলে সংগ্রহ করিতে পারেন।

ইতি—

বিনীত—

১৪। কোন একটি বীমাকারীর দোকান অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হওয়ায় ক্ষতিপূরণের জন্য তাহার পক্ষ হইতে বীমাপ্রতিষ্ঠানের নিকট একটি পত্র রচনা কর।

পি.পি.পি. কোম্পানী লিমিটেড,
১৭।এ, বি,সি, রোড,
কলিঃ—১০০
তাং.....................

কর্মাধ্যক্ষ,
এস ও এস বীমা লিমিটেড
২, চ ছ জ রায় রোড, কলিঃ—২

মহাশয়,

গত ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৬ সালে আপনাদের সহিত আমাদের যে অগ্নিবীমা চুক্তি সম্পাদিত হয়, অনুগ্রহ করিয়া তাহা উল্লেখ করুন। আমাদের বীমার সংখ্যা ২০০।

গতকল্য আমাদের এলাকায় প্রবল অগ্নিকাণ্ড হওয়ার ফলে আমাদের কাগজের দোকানটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমাদের দোকানে যত কাগজ ছিল সমস্তই সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র কাগজই ভস্মীভূত হয় নাই, আমার ব্যাঙ্কের পাশ-বই, চেক বই, দেনা পাওনার হিসাব, মালের ষ্টক বুক প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু, যাহা উক্ত দোকানে রক্ষিত থাকিত, সমুদয়ই অগ্নিকাণ্ডের ফলে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে আমাদের আনুমানিক ৮০০০৲ টাকা লোকসান হইয়াছে হিসাব করিয়া দেখিয়াছি। এই সম্পর্কে গৃহীত তথ্যাদির একটি তালিকা আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমরা প্রেরণ করিতেছি। উহা হইতে আমাদের দোকানে রক্ষিত মজুত মালের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে অসুবিধা হইবে না। অবশ্য সঠিক হিসাব পাইবার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই যে সব স্থান হইতে কাগজ ক্রয় করিয়াছি অথবা যে সব স্থানে উহা বিক্রয় করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারিয়াছি তাহাদের নিকট হইতে চালান ও ক্যাশ-মেমোর নকল পাইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি। উক্ত কাগজপত্র পাইতে কিরূপ বিলম্ব হইবে অথবা উহা আদৌ পাওয়া যাইবে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। এই অবস্থায় আপনাদের নিকট একান্ত প্রার্থনা যে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ ধার্য্য করিয়া কিরূপে আমাদের ক্ষতি পূরণ করিবেন তাহা যদি অবিলম্বে আমাদের জানাইয়া উপযুক্ত নির্দেশ দান করেন তো আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকিব। আমাদের এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় আপনাদের সহায়তা বিশেষভাবেই কামনা করি।

সংশ্লিষ্ট পত্র :
৮০০০৲ টাকার লোকসানের তথ্যাদি।

ইতি নিবেদক—
প্রমোদপূর্ণ পুরকায়স্থ

১৫। তোমার বীমা বন্ধক রাখিয়া সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ঋণ বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে চাও।

ম্যানেজার মহাশয়
সমীপেষু
লগ্নীবিভাগ
লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং অব ইণ্ডিয়া
কলিকাতা

১, ঘোষ লেন
কলি :
তাং

মহাশয়,

অনুগ্রহ পূর্বক ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত করা আমার স্বীয় জীবনের উপর ৫০০০৲ টাকার ২০ বৎসরের মেয়াদী বীমাপত্র নং…উল্লেখ করুন। প্রায় ১৫ বৎসর উক্ত পলিসির প্রিমিয়াম আমি নিয়মিতই দিয়া আসিতেছি।

বর্ত্তমানে আমার কন্যার বিবাহোপলক্ষে কিছু টাকার প্রয়োজন হওয়ায় ও অর্থ সংস্থানের জন্য অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আমার জীবনবীমাপত্রটি বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে চাই। আমার প্রায় হাজার তিনেক টাকা লাগিবে। আশা করি, উক্ত টাকা আমি আমার বীমার বর্ত্তমান অবস্থায় পাইতে পারি।

অনুগ্রহ করিয়া আপনি আপনার মন্তব্য এবং আমার অপরাপর কর্ত্তব্য জানাইলে আমি এ বিষয়ে আরও অগ্রসর হইব। ধন্যবাদান্তে—

[ঠিকানা : ম্যানেজার ইত্যাদি]

ইতি—ভবদীয়
স্বাক্ষর

১৬। কোন একজন বিক্রেতা তোমার নিকট হইতে মাল কিনিয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। ঠিক সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ না করায় তাহাকে আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে জানাইয়া পত্র লিখ—ইহাও ইঙ্গিত কর যে টাকা না পাইলে তুমি আইনের আশ্রয় লইবে।

উর্ণনাভ হোল সেলার্স কোল কোং
১, ম্যাডান ষ্ট্রীট
কলিঃ
তাং………

শ্রীনচিকেতানন্দ গোপ,
ম্যানেজার
হরিভক্ত ব্রাদার্স কোল
সেলার্স (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা

মহাশয়,

গত ১লা সেপ্টেম্বরে আপনি আমার কোম্পানী হইতে ৪০০ মণ কয়লা ক্রয় করিয়াছেন, এবং ১৫ই আরও ১০০ মণ লইয়া গিয়াছেন। আপনি সমস্ত কয়লার দামই গত সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে শোধ করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এবং উক্ত মর্মে লেখাপড়াও করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত সময়ের পরে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়াও আপনার তরফ হইতে আশানুরূপ কোন সংবাদ পাই নাই। অবশেষে তাগাদা দেওয়ার পর ১০ই অক্টোবর আপনি আরও ১০ দিন সময় চাহিয়া একখানি পত্র দিয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অক্টোবর শেষ হইয়া নভেম্বর মাসও শেষ হইতে

চলিল, অথচ টাকা পরিশোধ করার ব্যাপারে আপনার তরফ হইতে আমাকে উৎসাহিত করার মত কোনরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইল না।

কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে অতীতে আরও দুইবার আপনি এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাকে করিয়াছেন। পাইকারী কারবারীর সহিত আদান-প্রদানে এইরূপ দুর্নাম বাজারে কিনিলে আপনার পক্ষে কতদিন খুচরা ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভবপর হইবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে অন্যান্য বৃহৎ ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পূর্বে আমি আপনাকে আর একবার সুযোগ দিতে চাই। আমি আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আপনাকে সময় দিতেছি। উক্ত সময়ের মধ্যে আমার পাওনা সমস্ত টাকা পরিশোধ করিবেন। অন্যথায় শুধু যে আপনার ব্যবসায়ের সুনামই নষ্ট হইবে তাহা নহে, আমাকে আইনের আশ্রয়ও লইতে হইতে পারে।

আশা করি আইনের আশ্রয় ইত্যাদি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কাহাকেও যাহাতে না যাইতে হয় সে বিষয়ে আপনি বিশেষ সতর্ক হইবেন, এবং আমার পাওনা সমস্ত টাকা আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পরিশোধ করিবেন। ইতি—

ভবদীয়—

[প্রাপকের ঠিকানা]

স্বাক্ষর—

১৭। কয়েকটি একাউণ্টেণ্টের পদের জন্য হিন্দুস্থান প্রোজেক্টসের ম্যানেজার কমার্স গ্রাজুয়েট অথবা এম কম পাস ব্যক্তিদিগের দরখাস্ত দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তুমি একটি আবেদনপত্র পেশ কর।

১৫নং, সৃষ্টিধর চৌধুরী
এভিনিউ
কলি-৪

মাননীয়
জেনারেল ম্যানেজার সমীপেষু
হিন্দুস্থান ষ্টীল প্রোজেক্টস,
গনেশ এভিনিউ
কলি-১৩

মহাশয়,

গত ১লা অক্টোবরের অমৃতবাজার পত্রিকায় কতিপয় একাউন্‌টেণ্ট চাহিয়া যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাহারই উত্তরে বিনীতভাবে আমি উক্ত পদের একটির প্রার্থী হিসাবে আবেদন জানাইতেছি।

গত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে B. Com. পরীক্ষায় সম্মানের সহিত দ্বিতীয় বিভাগে আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি। ম্যাট্রিকুলেশন ও আই. এ. (কম) পরীক্ষায়ও আমি যথাক্রমে ১৯৫৩ ও ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। বি. কমে আমার 'এডভান্সড্ একাউণ্টেন্সি' বিশেষ পাঠ্য ছিল।

আমি কলিকাতার 'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে' আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি —ইহার নম্বর হইল এস—সি—১২৩৫৮৯।

গত ১৯৫৮ সাল হইতে আমি 'লাল এণ্ড হাণ্ডু ব্রাদার্সে'র একাউণ্টেণ্ট হিসাবে কাজ করিতেছিলাম, কিন্তু কয়েকটি দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী ব্যাপারে লাইসেন্স প্রভৃতি সম্বন্ধে চলতি বৎসরে কিছু বাধা উপস্থিত হওয়ায় উক্ত কোম্পানী তাহাদের ব্যবসার কয়েকটি শাখা এই বৎসর হইতে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই কোম্পানীতে আমি গত প্রায় আড়াই বৎসর অত্যন্ত সুনামের সহিতই কাজ করিতেছিলাম। কিন্তু আমার চাকুরীর মেয়াদ সর্বাপেক্ষা অল্প বলিয়া হয়ত আমাকে ছাঁটাইয়ের কবলে পড়িতে হইতে পারে।

আমি ২৫ বৎসর বয়স্ক কর্মঠ যুবক। আমি পশ্চিমবাংলার হুগলী জেলার অন্তর্গত রাজুই গ্রামের সম্ভ্রান্ত বোসপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। খেলাধুলার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং এ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ সুনামও আছে।

স্কুল ও কলেজের সার্টিফিকেটসমূহ পাঠাইলাম। এইসঙ্গে দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সার্টিফিকেটও আপনার জ্ঞাতার্থে পেশ করিতেছি। আপনার জ্ঞাতার্থে আমার বর্তমানের মালিকেরও একটি সার্টিফিকেট পাঠাইতেছি।

অনুগ্রহপূর্বক, আমার আবেদন যদি সহানুভূতির সহিত মঞ্জুর করেন ও আপনারই অধীনে উক্ত পদে আমাকে বহাল করেন তো আমি আশ্বাস দিতে পারি যে আমার উধ্বর্তন কর্মচারীদের প্রশংসাভাজন হইয়াই আমি কর্তব্যকার্য সম্পাদন করিব। ইতি—

সংশ্লিষ্ট পত্র—সার্টিফিকেট সমূহ

আপনার
বিশ্বস্ত
বারিদবন্ধু বসু

১৮। **বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ এর প্রতিবাদ করে পত্র লেখো দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাছে।**

মাননীয় সম্পাদক,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
কলিকাতা।

৫ নং নন্দলাল ঘোষ লেন।
টালিগঞ্জ, কলিকাতা।
তাং…

মহাশয়, জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত আপনাদের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় সচরাচর যে সব সমালোচনা স্থান পায় তাহা দেখিয়া নিম্নলিখিত জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়টি সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহসী হইয়াছি। আশাকরি এই পত্রটিকে অবিলম্বে প্রকাশ করিয়া জনস্বার্থের কল্যাণে আপনাদের সহানুভূতির পরিচয় দিবেন।

ইহা সকলেই স্বীকার করেন, রেলভ্রমণের ফলে ভারত সরকারের যে পরিমাণ আয় হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না। জাতীয় পরিবহণ-ব্যবস্থার মধ্যে রেল বিভাগই সর্বাপেক্ষা আয়ক্ষম, এমন কি রেল খাতে প্রতি বৎসর যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহার একটা বিপুল অংশ সাধারণ শাসনকার্যের জন্য ব্যয়িত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে রেলভ্রমণের মাত্রাও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ রেল বিভাগের আয় সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় নাই। গাড়ীর সংখ্যা-বৃদ্ধি, ঘন ঘন গাড়ী চলাচল এবং সুবার্বন রেলপথ বৈদ্যুতিকরণের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইলেও রেলদপ্তরের এই সীমিত আয়ের মূলে রহিয়াছে বিনা টিকিটে অবাধ ভ্রমণ। বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের হার সাম্প্রতিক কালে যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাঁতে স্বভাবতঃই আশঙ্কা হয় যে রেল যাত্রীদের মধ্যে বহুলাংশই রেলপথ যে ভারতের জাতীয় সম্পত্তি এই কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা জাতীয় সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পর্যায়ে ফেলিয়া আপনার ইচ্ছামত বিনা মূল্যে ভোগদখল ও ব্যবহার করিতেছেন। এই সর্বনাশা ধারণা যত সত্বর তাঁহাদের মন হইতে দূর করা যায় ততই মঙ্গল। বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ অশিক্ষা বা নিরক্ষরতার ফল নয়, উহা কুশিক্ষা ও স্বার্থবুদ্ধির পরিচায়ক; কারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের দায়ে যে সকল যাত্রী ধরা পড়েন তাঁহাদের মধ্যে বড় কেহই অশিক্ষিত নন; তবে নিঃসন্দেহে সকলেই ফাঁকি দিতে বদ্ধপরিকর।

বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ অনেকের মতে একটি উৎকট মানসিক ব্যাধি। তাঁহারা এই সকল যাত্রীকে জঘন্য সামাজিক অপরাধী বলিয়া অভিহিত

করেন, এবং কড়া শাস্তি প্রদানের জন্য উচ্চস্বরে চীৎকার করেন। তাঁহাদের এই চরম অভিমত রীতিমত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। তবুও দেখা যায় যে রেল কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত হইয়াছেন এবং চলমান আদালতের (mobile court) মারফত অপরাধী যাত্রীদিগকে সরাসরি যথোচিত শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে বিনা টিকিটে ভ্রমণের হিড়িক হয়ত কিঞ্চিৎ কমিয়াছে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। মনে হয়, নিছক আইনের দণ্ড উঁচাইয়া এবং ধৃত অপরাধীকে কড়া শাস্তি দিয়া এই দুষ্প্রবৃত্তিকে রোধ করা যাইবে না—ইহার জন্য একদিকে যেমন যাত্রীসাধারণের সুখ-সুবিধার দিকে নজর দিতে হইবে, অপরদিকে তেমনি বেতার, সংবাদপত্র, ইস্তাহার এমন কি প্রচারমূলক ছায়াচিত্রের মারফত জনগণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে "রেলপথ ভারতের জাতীয় সম্পত্তি" ইহা সকলে সত্য বলিয়া ভাবিতে শেখে এবং এই সম্পত্তিকে বাঁচাইয়া রাখার ও উন্নত করার দায়িত্ব বহন করিতে শেখে। এই শিক্ষা বিস্তারে রেল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বেই সচেতন ও উদ্যোগী হইতে হইবে। নতুবা বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের এই অভিশাপ দূর হইবার আশা নাই।

ইতি

ভবদীয়—

১৯। নূতন বাজেট ঘোষণার সংগে সংগেই বাজারে অনেক জিনিস অসংগত রূপে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একখানি পত্র লিখ।

৪৯/১/১, চারু এভিনিউ,
টালীগঞ্জ,
কলিকাতা-৩৩
তাং

মাননীয় সম্পাদক,
যুগান্তর পত্রিকা,
কলিকাতা।

মহাশয়,

আপনার জনপ্রিয় পত্রিকার স্তম্ভে এই জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট পত্রখানি প্রকাশ

করিবার সুযোগ দিলে তথা সরকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বাধিত হইব।

সাম্প্রতিক কালে যে হারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কারণ অল্পবিস্তর সকলেরই সুবিদিত। অপর্যাপ্ত খাদ্য-উৎপাদন, বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিয়া ঘাটতিপূরণ, কাঁচা মালের চড়া দাম, শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি, বিভিন্ন করের চাপ প্রভৃতি নানা কারণে মূল্যস্তর যে পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে তাহা হইতে ত্রাণ পাইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। বরং নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য যেন প্রতি বৎসরই এক ধাপ করিয়া উচ্চাভিমুখী হইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, মার্চ মাসে সরকারী বাজেটের ঘোষণার প্রাক্কালে বা তাহার এমনকি সংগে সংগেই প্রতি বৎসর নিত্য ব্যবহার্য পণের মূল্য অসংগতরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, কোনও কোনও পণ্য দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। শুনিয়াছি, সরকারী কর্মচারীদের বৎসর অতিক্রান্ত হইলেই বার্ষিক বেতন-বৃদ্ধি ঘটে; পণ্যমূল্যের ব্যাপারেও কী সরকারী বাজেটের তালে তালে বার্ষিক বৃদ্ধির প্রয়োজন ঘটিয়াছে ?

পণ্যমূল্যের এবংবিধ উল্লম্ফনমূলক বৃদ্ধি চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল বলিয়া মনে হয় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার এত আকস্মিক ও অস্বাভাবিক যে উহা যোগসাজসের ফল বলিয়া মনে হয়। ব্যবসায়ীদিগের ধর্মহীন ও নীতিবহির্ভূত ব্যবসায়বুদ্ধির দৌলতেই এই অসহনীয় অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে। অল্প পরিশ্রমে প্রভূত লাভ, মানুষকে তিলে তিলে মারিবার বিনিময়ে নিজের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি বর্তমানে ব্যবসায়ের মূল নীতি। কালোবাজারী ও মুনাফাশিকারীদের প্রাধান্য এত বেশী যে, পণ্য মূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিলে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া মূল্যমান বজায় রাখা অথবা প্রস্তাবিত করারোপের আশংকায় রাতারাতি মূল্য বৃদ্ধি করা আজকাল ব্যবসায়ের অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থ যোগানের তাগিদে সরকার ভোগ্যদ্রব্যের উপর যে সকল কর আরোপ করেন তাহা পরোক্ষ কর; এই পরোক্ষ করের সম্পূর্ণ বোঝাটিই ব্যবসায়ীগণ ক্রেতৃসাধারণের স্কন্ধে চাপাইয়া দেন, নিজেদের মুনাফায় বিন্দুমাত্র চিড় খাইতে দেন না। এমন কি প্রতিবৎসর বাজেটের মরশুমে এই করারোপের অজুহাতে একবার কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া এবং অসমানুপাতিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইয়া প্রচুর মুনাফা লুটিয়া থাকেন—ঠিক যেমন জমিদারেরা এককালে বার্ষিক পুণ্যাহের দিনে প্রজাদের রক্ত সুদে-আসলে শোষণ করিয়া ছাড়িতেন।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তি এই বৃদ্ধির ফলে অক্ষত থাকিলেও, জনসাধারণের বিরাট অংশ বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী সমাজের দুঃখ দুর্দশার অবধি নাই। সীমিত আয়ের মধ্যে ব্যয় বৃদ্ধির ধাক্কা সামলাইতে না পারায় তাঁহাদের জীবন যাত্রার মানও ক্রমশঃ নিম্নমুখী হইতেছে। উদয়াস্ত মূল্যবৃদ্ধির সহিত পাল্লা দেওয়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় তাঁহারা পর্যুদস্ত, তাঁহাদের পারিবারিক জীবন বিশৃংখল, তাঁহাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি আজ বিকৃত ও বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য পণ্যমূল্য বৃদ্ধি যে আজ কী অসামান্য অভিশাপ ছড়াইতেছে তাহা হয়তো অনেকেরই নজরে পড়িতেছে না।

আজ মানুষের ধর্মবোধ নাই, সমাজশক্তিও চূর্ণ-বিচূর্ণ। কি পারিবারিক, কি সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ও সরকারই সর্বময় প্রভু। সুতরাং এই কালোবাজারী ও মুনাফাশিকারীর রাজত্বকে ধ্বংস করিয়া ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিতে হইলে দেশের সরকারকেই অগ্রণী হইতে হইবে। বলা বাহুল্য, কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে ইহা তো অবশ্য কর্তব্য। ইতি—

নিবেদক—
জনৈক ভুক্তভোগী।

২০। **তোমার পল্লীর উন্নয়নকল্পে সমবায়ের মাধ্যমে কী কী কল্যাণমূলক কার্যের প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিয়া বিদেশস্থিত তোমার বন্ধুর নিকট পত্র রচনা কর।**

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, বি. কম.
কর্মসচিব,
শান্তিশ্রী সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি।

২৭, শান্তিশ্রী পল্লী,
পোঃ আঃ পয়মন্তনগর,
জিঃ বীরভূম
পশ্চিমবঙ্গ—ভারতবর্ষ
তাং ... ...

প্রিয় বন্ধু সুশীল,

তোমার ১৩ই মে তারিখের পত্রখানি পাইয়া সবিশেষ আনন্দিত হইলাম। গত ছয় মাস কাল তোমার তরফ হইতে কোনও সংবাদ না পাইয়া আশংকা হইয়াছিল যে তুমি তোমার গ্রামকে, তোমার বন্ধুবান্ধবগণকে ভুলিয়া গিয়াছ। কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার সে আশংকা অমূলক—অধিকন্তু আনন্দের কারণ

এই যে, তুমি দূর বিদেশে অধ্যয়নব্রতী থাকিয়াও আমাদের পল্লীর সুখদুঃখ ও তাহার উন্নয়নের কথা চিন্তা করিতেছ এবং সে বিষয়ে আমরা কী করিতেছি তাহা জানিতে চাহিয়াছ।

প্রথমেই তোমাকে জানাই যে আমরা পল্লীর যুবকসম্প্রদায় মিলিয়া উন্নয়নের যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিলাম এবং যাহার সূচনা তোমার ব্যক্তিত্বের যাদুস্পর্শেই হইয়াছিল তাহা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অধিবাসীদের উদাসীনতা এবং অধিকাংশের আর্থিক স্বার্থত্যাগের অক্ষমতা আমাদের কার্যের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। নৈরাশ্যের আঘাতে যখন আমরা ক্রমশঃ মন্থর ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছি, তখন সৌভাগ্য-ক্রমে একদিন আমাদের কলেজের বন্ধু হরেনের সঙ্গে দেখা হইল। সে এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের একজন হর্তাকর্তা ব্যক্তি। তাহার সহিত আমাদের পল্লীর সমস্যা লইয়া বিস্তর আলোচনা হইল এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে কি ভাবে ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে পল্লীর উন্নয়ন সাধন সম্ভব তাহাও বুঝাইয়া দিল। প্রধানতঃ তাহার উৎসাহে এবং উপদেশের কল্যাণেই আজ আমরা সমবায়ের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের কাজ সুরু করিয়াছি। আমাদের লক্ষ্য পল্লীকে কেবল উন্নত করাই নহে, তাহাকে নব জীবন দান করা।

তোমার অসীম কৌতূহল নিবৃত্ত করার মত দীর্ঘপত্র রচনা করার সময় এখন আমার হাতে নাই। পল্লী-উন্নয়নের অন্যতম পুরোধা হিসাবে এখন আমি সূর্যোদয় হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকি। যাহা হউক, বর্তমানে আমরা কী কী কল্যাণমূলক কার্য প্রবর্তন করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে কী কী করিবার পরিকল্পনা করিয়াছি তাহা তোমার জ্ঞাতার্থে শ্রেণীবদ্ধভাবে নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

১। **স্বাস্থ্য-উন্নয়ন**—পল্লীতে একটি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। তাহার পরিচালনার জন্য একজন স্থায়ী ডাক্তার ও দুইজন নার্স আছেন। তাহা ছাড়া প্রতি সপ্তাহে একবার ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য-পরীক্ষক পল্লী পরিদর্শন করিতে আসেন। যে কয়টি মজা পুকুর ছিল তাহা উদ্ধার করা হইয়াছে এবং তাহাতে মাছের চারা ছাড়া হইয়াছে। পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাইকারী হারে গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ চলিতেছে—সর্বসমেত ৪৮টি নলকূপ স্থাপন করা হইবে। তাহা ছাড়া সংক্রামক ব্যাধির দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য ব্যাপক-ভাবে প্রতি মরশুমে প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হইতেছে।

২। **শিক্ষা-ব্যবস্থা**—অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইতেছে। তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে, তাহার মধ্যে একটির কাজ গত জানুয়ারী মাসেই চালু হইয়াছে। পরিকল্পনা আছে দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে—তাহাদের জন্য জমি সংগ্রহ করা হইয়াছে, বর্তমানে গৃহনির্মাণের কার্য স্থুরু হইতেছে। বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম ধাপ হিসাবে গত এপ্রিল মাস হইতে আমরা একটি নৈশবিদ্যালয় খুলিয়াছি। নিজস্ব গৃহ নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত উহা রায়দের চণ্ডীমণ্ডপেই বসিতেছে—বর্তমানের ছাত্রসংখ্যা শতাধিক।

৩। **কৃষি-ব্যবস্থা**—আমাদের পল্লীর প্রায় সকলেরই জমিজমা আছে এবং সম্বৎসরের না হইলেও অনেকেরই ৪।৫ মাসের খোরাকের সংস্থান হয়। শস্যের উৎপাদনকে দ্বিগুণ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা যেখানে সম্ভব সেখানে যৌথ খামার প্রথা চালু করিয়াছি, সরকারী কৃষি দপ্তর হইতে উৎকৃষ্ট বীজ ও সার যোগানের ব্যবস্থা করিয়াছি এবং মাঠে মাঠে কূপখননের দ্বারা স্থলভে সেচের ব্যবস্থা করিয়াছি।

৪। **কুটির শিল্পের উন্নয়ন**—পল্লীর উদ্বৃত্ত ও বেকার কর্মশক্তিকে উৎপাদনশীল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আমরা গৃহে গৃহে সূতাকাটা ও তাঁত স্থাপনের সংকল্প করিয়াছি। ইহার কার্য অচিরেই স্থুরু হইবে।

বলা বাহুল্য, আমরা পল্লীতে একটি সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছি। পল্লীর প্রতি গৃহস্থই ইহার অংশীদার হইয়াছেন—নির্বাচন ও মনোনয়ন উভয়ের সুসম সংযোগে বর্তমান কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সরকারী সমবায় বিভাগের কল্যাণে আমরা প্রয়োজনানুযায়ী মূলধনের যোগান পাইতেছি। উৎসাহী কর্মীরও অভাব নাই। সকলের মনে আজ এই বিশ্বাস দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে যে সমবায়ে যোগদান না করিলে প্রত্যবায় আছে।

ইতি—

তোমার গুণমুগ্ধ বন্ধু
'দেবব্রত'

শ্রীস্থশীল কুমার নিয়োগী,
এম, টেক্ (কলিঃ)
ইনষ্টিটিউট্ অব্ ইঞ্জিনীয়র্স্
ওয়াশিংটন, ইউ, এস, এ

২১। কোন একজন পরিচিত ব্যক্তির ব্যবসায় প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার জন্য তোমার কোন ব্যবসায়ী বন্ধুর নিকট একখানি সুপারিশপত্র রচনা কর।

শ্রীরত্নরঞ্জন রায়
স্বত্বাধিকারী,
আর. কে. আয়রন (প্রাঃ) লিমিটেড
...নং বাদুর বাগান রোড
কলিকাতা
তাং—

শ্রী পরমেশ প্রসাদ প্রধান
ইষ্টক ব্যবসায়ী,
শিউলিবাড়ী, বীরভূম

প্রিয় মহাশয়,

পত্রবাহক শ্রীনাটাইলাল প্রামাণিক আমার বিশেষ পরিচিত। সে অত্যন্ত কর্মঠ এবং কষ্টসহিষ্ণু। গত দশবৎসরেরও বেশী তাহার সহিত আমি খুব ঘনিষ্টভাবে মিশিয়াছি বলিয়াই তাহার সম্বন্ধে আমি এই ধারণা পোষণ করি যে সে অতি সৎ, বিশ্বস্ত ও কর্তব্যপরায়ণ যুবক।

শ্রীপ্রামাণিক ১০ নং রাসবিহারী এভিনিউতে ছোটখাটো একটি কাঠের দোকান খুলিয়া নিজের আন্তরিক চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা আজ তাহার কারবারটি মোটামুটি গুছাইয়া লইয়াছে বলা যায়। ব্যবসায় পরিচালনায় ইতিমধ্যে তাহার যথেষ্ট সুনামও হইয়াছে। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে সে আপনাদের ওখানেও একটি ছোট কাঠের ব্যবসা স্থাপন করে। কিন্তু শিউলি-বাড়ীতে কাঠের ব্যবসার সম্ভাবনা কিরূপ সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত না থাকায় তাহার পক্ষে ঐস্থানে এরূপ কারবারে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর হইতেছে না। নাটাইলাল তাই আপনাদের ওখানে যাইয়া নিজেই এ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিবে মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু ওখানকার কোন পরিচিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা ব্যতীত উহার পক্ষে এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হওয়া যে কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার তাহা আপনি সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

আপনি ওখানকার দীর্ঘকালের বাসিন্দা। সুতরাং নাটাইলালের উদ্যমে উহাকে যথাযথ পরামর্শ ও সাহায্য দান করিবার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্যে দীর্ঘকাল যাবৎ আদান-প্রদানের ফলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্প্রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই উপর ভরসা রাখিয়া আপনাকে এই অনুরোধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। আপনার

অনুরূপ কোন কার্যে আমার প্রয়োজন হইলে তাহা সাধ্যানুসারে সম্পাদন করিয়া কৃতার্থবোধ করিব।

প্রীতি ও ধন্যবাদ জানিবেন। ইতি—

ভবদীয়

স্বাক্ষর —

২২। তোমার প্রতিষ্ঠানের কোন প্রতিনিধি তোমাদের ব্যবসায়ের প্রচারের জন্য সফরে বাহিরে যাইতেছেন। তাহাকে প্রয়োজনীয় অর্থ, পরামর্শ ইত্যাদি প্রদান করার জন্য কোন ব্যবসায়ী বন্ধুকে একখানি পত্র (প্রত্যয় পত্র) লিখ (Letter of credit)।

শ্রীজে. সি. গুপ্ত
কর্মাধ্যক্ষ
এস. গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
৫৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
তাং—১. ৭. ৬২

শ্রীতেজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
স্বত্বাধিকারী,
বুক সেণ্টার, মেদিনীপুর।

প্রিয় মহাশয়,

পত্রবাহক শ্রীপান্নালাল মুখার্জী আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি। আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তকের প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীমুখার্জী মেদিনীপুর, কণ্টাই, খড়গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সফর করিবেন। আমাদের পূর্ববৎসরের তুলনায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা এ বৎসর অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং চলতি পুস্তকগুলির দৌলতে ব্যবসায়িক সুনাম যথেষ্ট থাকিলেও নূতন পুস্তকগুলিকে সকলের নিকট পৌছাইবার ও তাহাদের গুণাগুণ বিচার করিবার জন্য সুযোগ করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই মনে করি। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা শ্রীমুখার্জীকে প্রেরণ করিতেছি।

ব্যাপক সফরের দরুন হয়ত শ্রীমুখার্জীর কিছু অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে।

আশা করি, এ বিষয়ে আপনার পূর্ণ সহায়তা আমাদের প্রতিষ্ঠান লাভ করিবে। অর্থ প্রয়োজন হইলে অনুগ্রহ করিয়া দুই কিস্তিতে ১৫০্ টাকা করিয়া ৩০০্ টাকা তাহাকে দিবেন। একখানি করিয়া দুইখানি রসিদ এই কারণে শ্রীমুখার্জীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া আমাদের নিকট পাঠাইবেন। আমরা আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আপনার সমস্ত টাকা পরিশোধ করিব প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

শ্রীমুখার্জীর স্বাক্ষরের একটি নমুনা এই সংগে পাঠাইতেছি। যদি অর্থ দেওয়ার প্রয়োজন হয় তো অনুগ্রহ করিয়া শ্রীমুখার্জীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সহি করা রসিদখানির সহিত এই সহি মিলাইয়া দেখিবেন। এই পত্রের মেয়াদ আগামী ৩০. ৯. ৬২ পর্যন্ত থাকিবে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনার সহানুভূতি আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আপনার অনুরূপ কোন কাজে লাগিতে পারিলে আমরা যথার্থ কৃতার্থবোধ করিব। ইতি—

শ্রীমুখার্জীর
স্বাক্ষরের নমুনা
... ...

বিশ্বস্ত
জে. সি. গুপ্ত
কর্মাধ্যক্ষ
এস. গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাঃ) লিমিটেড

২৩। **কোন মাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসিয়া না পৌঁছানর দরুন নির্দেশটি বাতিল করা হইল এই মর্মে একখানি পত্র (বাতিলকরণ-পত্র) রচনা কর।**

মাননীয়
স্বত্বাধিকারী, মনোলোভা বিপনিকা,
নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

চুনী এণ্ড সন্স্
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স
চুঁচুড়া
তাং ৭. ৭. ৬২

প্রিয় মহাশয়

আমাদের প্রীতি ও নমস্কার জানাইতেছি। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের গত ১লা জুন তারিখের পত্রের উল্লেখ করুন। উক্ত পত্রে আমরা আপনাকে দুই রিম কাগজ ১লা জুলাই '৬২'র মধ্যে আমাদের দোকানে পাঠাইবার জন্য নির্দেশ

পাঠাইয়াছিলাম। এই সম্পর্কে আপনাদের ৭ই জুন তারিখের পত্র ও উল্লেখ করিতে অনুরোধ করিতেছি। উক্ত পত্রে আপনারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মাল পাঠাইবার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে ১লা জুলাই'র পর ৭ দিন অতিবাহিত হইয়াছে, অথচ আজও মাল এখানে আসিয়া পৌছায় নাই অথবা ঐ বিষয়ে কোন সংবাদ ও আপনাদের নিকট হইতে পাই নাই।

এমতাবস্থায় আমাদের ১লা জুন তারিখের নির্দেশ পত্র বাতিল করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। ইহার পর মাল এখানে আসিলে উহার কোন দায়িত্ব আমাদের থাকিবে না। উহা প্রত্যাখ্যান করিতে আমরা বাধ্য হইব। ইতি—

ভবদীয়

স্বাক্ষর—

২৪। **ব্যাঙ্কে তোমার হিসাবে টাকা থাকা সত্বেও তোমার প্রেরিত চেক কেন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাঙ্কের নিকট একখানি পত্র রচনা কর।**

এন্. মুখার্জী,
৭ এইচ, এস, আর দাশ রোড,
কলিকাতা—২৬
১লা জুলাই '৬২

মাননীয় কার্যাধ্যক্ষ,
ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ
(ভবানীপুর শাখা)
কলিকাতা—২৭

মহাশয়,

কমলালয় এণ্ড কোং এর নামে আমি গত ১৫ জুন তারিখে একখানি ৪১৯·০০ টাকার বাহকদেয় চেক (Bearer cheque) দিয়াছিলাম। চেকটির সংখ্যা এস্-বি/এ. কে ২৪৯৮০০৬। চেকখানি প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসায় আমি অতীব বিস্মিত হইয়াছি।

আমার তহবিলে উদ্বৃত্ত জমার পরিমাণ ১২১৩ টাকা। সুতরাং প্রদত্ত চেকখানি ভাঙ্গাইবার উপযুক্ত টাকা ছিল বলিয়াই উক্ত চেক দিয়াছিলাম। উক্ত কমলালয় কোম্পানী চেকের সঙ্গে আপনাদের দেওয়া পত্রী (slip) আমার নিকট প্রেরণ না করায় ও আমার পক্ষে চেকটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ

বোঝা সম্ভবপর হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় প্রদত্ত চেকখানিকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ সত্বর জানাইলে আমি বাধিত হইব। ইতি—

নিবেদক
এন্ মুখার্জী—

২৫। "গুপ্ত আয়রন কোং" এবং "মৌলিক ষ্টীল কোম্পানী" প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সংযুক্তিকরণ হইয়াছে। একীকরণের পর প্রতিষ্ঠানটি "জাতীয় আয়রন ষ্টীল প্রতিষ্ঠান" নামে পরিচিত হইয়া সুপরিসর কক্ষ সমন্বিত একটি উপযুক্ত পরিবেশে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে; উক্ত বিবরণীসহ একটি প্রচারপত্র রচনা কর।

জাতীয় আয়রন ও ষ্টীল প্রতিষ্ঠান
১।১।ক ডালহৌসী স্কোয়ার
কলিঃ—১
তাং—১৪-৭-৬২

সবিনয় নিবেদন,

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ৮নং কেদার লেনের (কলিকাতা-৩) "গুপ্ত আয়রন কোং" এবং ২১।১২।৩।খ মদনদাস রো'র (কলিকাতা-৩) "মৌলিক ষ্টীল কোং" সম্প্রতি সংযুক্ত হইয়া "জাতীয় আয়রন ও ষ্টীল প্রতিষ্ঠান"—এই নূতন নাম গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সুনাম আপনাদিগের নিকট সুবিদিত। এই ব্যবসায়িক সুনামের মূলে যে আপনাদের সহায়তা ও সহানুভূতিই প্রধান সেকথা সংযুক্তিকরণের সময় আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়াছি। ব্যবসাটি একীকরণের ফলে আমরা আপনাদিগকে আরও নিপুণভাবে ও দক্ষতার সহিত সেবা করিতে সমর্থ হইব আশা করি।

আমাদের বর্তমান ব্যবসাটি আমরা ১।২ক ডালহৌসী স্কোয়ারে স্থানান্তরিত করিয়াছি। উক্ত স্থানে শুধু আলো ও বাতাসই নাই, উহা সুপরিসর এবং আপনাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে আপ্যায়ন করার পক্ষে অনুকূলও বটে। ডালহৌসী স্কোয়ারে ট্রামরাস্তার উপর এই স্থানটিতে অনুগ্রহ করিয়া পদার্পণ করিয়া আপনাদিগকে সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

একই স্থানে লৌহ ও ইস্পাত ক্রয় করিবার সুযোগ হওয়ায় মনে হয়

আপনাদের পরিশ্রমও অনেকাংশে কমিবে। আপনাদের পছন্দমত লৌহ ও ইস্পাতের যাবতীয় দ্রব্য আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ার্থে রাখিয়াছি। একীকরণের ফলে কতকগুলি খরচ কমিয়া যাওয়ায় দ্রব্যাদির মূল্য কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। আশা করি, আপনাদের সহায়তালাভে আমরা বঞ্চিত হইব না।

আপনারা শুনিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন যে একীকরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সমস্ত কর্মচারীবৃন্দকে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মানের সহিত আমাদের প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছি।

আমরা বিশ্বাস করি পূর্বের ন্যায় আপনাদিগের সহানুভূতি ও সহায়তায় আমাদের আন্তরিক শুভ কর্মোদ্যম অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ইতি—

নিবেদক

জাতীয় আয়রণ……পক্ষে শ্রীরমাকান্ত গুপ্ত

[স্বত্বাধিকারী, প্রাক্তন গুপ্ত আয়রন কোম্পানী]

শ্রীমনোহর মৌলিক (স্বত্বাধিকারী)

[প্রাক্তন মৌলিক ষ্টীল কোম্পানী]

২৬। **কোন নূতন ক্রেতৃ-প্রতিষ্ঠানের সহিত কারবারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে স্থানীয় কোন সম্ভ্রান্ত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ক্রেতৃ-প্রতিষ্ঠানটির সম্ভ্রম জিজ্ঞাসা কর। তুমি বিক্রেতৃ-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পত্রখানি রচনা কর।**

শ্রীগুরু ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর
বিবেকানন্দ এভিনিউ
কলিকাতা—১৯
তাং—১৬-৭-৬২

(ব্যক্তিগত ও সংগুপ্ত)

মাননীয়
কার্যাধ্যক্ষ,
টাটা আয়রন কোং,
জামসেদপুর।

প্রিয় মহাশয়,

আমার প্রীতি ও নমস্কার জানাইতেছি।

আমরা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎমতে পরিচিত না থাকিলেও ব্যবসায়ের

মাধ্যমে আমাদের উভয় প্রতিষ্ঠানই উভয়ের নিকট যথেষ্ট পরিচিত। সেই পরিচয়ের সুযোগ লইয়াই আপনাদের নিকট একটি বিশেষ অনুরোধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

সম্প্রতি জামসেদপুরের "ঢুঁঢনদাস বিঠলদাস এণ্ড সন্স পেপার মার্চেন্টস (প্রাঃ) লিঃ" কয়েক রিম হাতী মার্কা কাগজ পাঠাইবার জন্য আমাদের নির্দেশ পত্র পাঠাইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রায় ৪০০০ টাকার মত কাগজ আমাদের উক্ত কোম্পানীকে পাঠাইতে হইবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সংগে জানাইতেছি যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সততা, সুনাম ও সম্ভ্রম বিষয়ের কোন তথ্য অথবা পরিচয়ই আমাদের জানা নাই। এই ক্রেতৃ-প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা অথবা বিক্রেতৃ-প্রতিষ্ঠানের সহিত উহাদের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ক সংবাদও আমাদের সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত।

আপনি সমব্যবসায়ী না হইলেও স্থানীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া উক্ত ক্রেতৃ-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্যাদি যদি আপনি আমাদের জানান তো উহাদের সহিত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে অনেক সহজ ও নিরাপদের হয়। আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত যে কোন তথ্য ও সংবাদই যে সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হইবে সেকথা বলাই বাহুল্য।

কাজটি নিঃসন্দেহে দায়িত্বপূর্ণ। তবুও আমি মনে করি ব্যবসা সুপরিচালন খাতিরে এরূপ কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করিয়া সাধ্যমত পরস্পরকে সহায়তা করা আমাদের অনুচিত নয়। আমি বিশ্বাস করি, এ বিষয়ে আপনি আমার সহিত একমত হইবেন।

আপনাদের জন্য এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজে যদি কখনও নিজেকে নিযুক্ত করিবার সুযোগ পাই তো ধন্য হইব।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ইতি

প্রাপকের ঠিকানা ভবদীয়

হরিপদ দে

২৭। তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোন মৌলিক পরিবর্তন বিজ্ঞাপিত করিয়া একখানি প্রচার-পত্র রচনা কর।

এস. গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
৫৮, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৪
তাং...... ......

বিষয়ঃ স্থান-পরিবর্তন এবং নূতন শাখা প্রতিষ্ঠা।

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় আমাদের ব্যবসার দিনদিনই উন্নতি হইতেছে। আমাদের প্রকাশিত পুস্তকগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদাই আমাদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির কারণ। সেইজন্যই টালিগঞ্জের স্বল্প-পরিসরস্থানে অবস্থিত বর্তমানেব দোকান ঘবে ব্যবসা পরিচালনা করা ও আপনাদের নিপুণভাবে সেবা করা আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হইতেছিল। তাই আমবা আমাদের বর্তমান ব্যবসাব স্থান পরিবর্তন কবিয়া উহা ৫৮ নং কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত করিয়াছি। এই স্থানটি বিবেকানন্দ রোড ও কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। আশা করি, বর্তমানের সুপরিসর স্থানে আপনাদের সুষ্ঠুভাবে আপ্যায়ন করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না এবং আপনারাও আরো সুশৃঙ্খলভাবে ও দ্রুত আপনাদের দ্রব্যাদি সরবরাহ পাইবেন। আমাদের নূতন ব্যবসাকেন্দ্রে আপনাদেব শুভাগমন কামনা করি।

এই প্রসংগে ইহাও সকলের জ্ঞাতার্থে জানান যাইতেছে যে আগামী ১লা আগষ্ট ১৯৬২ সাল (ইংরাজী) হইতে আমরা আমাদের ব্যবসার একটি নূতন শাখা ১নং কলেজ ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠা করিতেছি। আমাদের পুস্তকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্যই আমরা এই প্রয়াস পাইতেছি। আপনারা দয়া করিয়া আমাদের কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ নূতন দোকানে ও দোকানের কলেজ ষ্ট্রীটস্থ নূতন শাখায় পদার্পণ করিয়া আমাদের অনুগৃহীত করিবেন। আপনাদের সর্বপ্রকারে সেবা করিবার আমাদের এই প্রয়াসে, আশা করি, আপনাদের পূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতা আমরা লাভ করিব।

আমাদের দোকানে আপনাদের শুভাগমন কামনা করিতেছি।

ইতি—

স্বাক্ষর·

২৮। কোম্পানীর উন্নতি ও অধিক লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে কিনা এই প্রসংগে শেয়ারের মালিক কর্তৃক লিখিত পত্রের উত্তরে সচিবের পত্র।

এস্. গুপ্ত (প্রাঃ) লিঃ
৫৮ নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯
২২শে জুলাই, ১৯৬২

শ্রীমনীন্দ্রনাথ মহাপাত্র
৫নং বিশ্বামিত্র লেন
কলিকাতা—১০

প্রিয় মহাশয়,

গত ১৯শে জুলাই তারিখের চিঠিতে কোম্পানীর বর্তমান অবস্থা ও এই বৎসরে আর্থিক লভ্যাংশের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়া আপনি যে পত্র দিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের সচিব হিসাবে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু বলা যে সমীচীন হইবে না, আশা করি, তাহা আপনি সম্যক বুঝিতে পারেন। ইহাতে অন্যান্য অংশীদারগণের স্বার্থও যে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকা আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

যাহা হোক্, যেহেতু আপনি আরও কিছু শেয়ার ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং কোম্পানীর যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত নহেন তাই আপনার জ্ঞাতার্থে পরামর্শ দিতেছি যে কোম্পানীর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ অভিমুখিতা জানিবার জন্য পরিচালকমণ্ডলীর সাম্প্রতিক কার্যবিবরণী ও প্রতিষ্ঠানের স্থিতিপত্র আলোচনা করুন। আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় তাহা হইতেই জানিতে পারিবেন। শেয়ার ইত্যাদি ক্রয় করার ব্যাপারে ও কোম্পানী সম্বন্ধে জানিবার জন্য শেয়ার বাজারের দালালদের পরামর্শও আপনি গ্রহণ করিতে পারেন। উহারা এই ব্যাপারে আপনাকে কিছুটা আলোকপাত করিতে পারিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

ইতি—

সচিব।

২৯। তোমার বিদেশী মাল আমদানীর ব্যবসা আছে। কিছু মাল পথে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপযুক্ত খেসারত চাহিয়া জাহাজ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র লিখ। (B. Com. 1962)

গুডউইল কোং
১, ডালহৌসী স্কোয়ার
কলিকাতা—১
তাং—২২-৭-৬২

কর্মাধ্যক্ষ—
ইণ্ডিয়ান ষ্টীম ও নেভিগেশন লিমিটেড
২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা অবগত আছেন যে আমাদের বিদেশী মাল আমদানী ও রপ্তানী করিবার ব্যবসা আছে। বহুবারই আপনাদের কোম্পানীর জাহাজযোগে আমাদের এই মাল আমদানী রপ্তানীর ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

গত ১লা জুলাই তারিখে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২০০০ টিন অষ্ট্রেলিয়ান মাখনের কৌটা আসিয়া আমাদের নিকট পৌছাইয়াছে। আমাদের প্রতিনিধি মাল খালাস করিয়া আনার সময় ১১৪টি টিন খোলা অবস্থায় পাইয়াছেন। আপনাদের ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক শ্রী এস. এন. নায়ার ওএই ক্ষতি পরিদর্শন করিয়াছেন। এই মর্মে শ্রীনায়ারের বিবরণী এই সংগে পাঠাইতেছি।

মাল পাঠাইবার পূর্বে উপযুক্তরূপে উহা সীলমোহর করা হইয়াছিল। উহা জাহাজ কোম্পানীর দায়িত্বেই পাঠান হইয়াছিল। এই মর্মে প্রাপ্ত চালান-পত্রের রসিদের একটি অনুলিপি ও আপনাদের জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করিতেছি।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে মোট ১০০৪ টাকার মত মাল ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য অবস্থায় আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে। ক্ষতির হিসাবের মধ্যে পরিদর্শকের দক্ষিণাও অন্তর্ভুক্ত আছে। এই সংগে বিশদভাবে পাঠানো ১০০৪ টাকার হিসাব অনুগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়া উক্ত টাকা সত্বর আমাদের পাঠানোর ব্যবস্থা করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

সংশ্লিষ্ট পত্র [১০০৪ টাকার লোকসানের তথ্যাদি,
শ্রীনায়ারের বিবরণী এবং
রসিদের অনুলিপি]

ইতি
নিবেদক
স্বাক্ষর

৩০। মাছের দরবৃদ্ধির যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা আলোচনা করিয়া এবং নিয়ন্ত্রণের উপায় নির্দেশ করিয়া সংবাদপত্রে একখানি চিঠি লিখ।

[Burdwan B. Com. 1961]

সম্পাদক,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
কলিকাতা।

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে জনস্বার্থসংক্রান্ত এই পত্রখানি প্রকাশ করিবার অনুরোধ জানাইতেছি। আশা করি এই অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনাদের জনসেবার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

বাঙ্গালীর দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় মাছ একটি অপরিহার্য উপাদান। রোগী এবং শিশুর পক্ষে ইহা একটি অত্যাবশ্যক পুষ্টিকর খাদ্য। অথচ সম্প্রতি মাছের দর সহসা এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অধিকাংশ ক্রেতার পক্ষে দৈনিক মৎস্য ক্রয় বিলাসিতার সমান হইয়া উঠিয়াছে। মাছের এই দুর্মূল্যতা জনসাধারণের চোখে ভোজবাজীর মত মনে হইতেছে।

অবশ্য বর্তমানকালে ভোগদ্রব্যের মূল্যমান যে হারে উর্ধ্বমুখীন হইয়াছে তাহাতে মাছের দর পূর্ববৎ থাকিবে এইরূপ আশা করা বাতুলতা। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মাছের দর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইতে পারে, তবে এই অসম বৃদ্ধির আপাততঃ দুইটি মূল কারণ দেখা যাইতেছে।

প্রথমতঃ দেশবিভাগের পরে পূর্বপাকিস্থান হইতে যে স্বল্পপরিমাণ মাছ চালান আসিত তাহাও বর্তমানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অথচ এই ঘাটতি পূরণের জন্য অন্য কোন রাজ্য হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মাছ আমদানী করা আজও সম্ভব হয় নাই। সরকারী মৎস্য-চাষ পরিকল্পনা কাগজে-কলমে যতখানি অগ্রসর হইয়াছে, বাজারে মৎস্য-সরবরাহের দিকে ততখানি অগ্রসর হয় নাই। ফলে চাহিদার তুলনায় মাছের যোগান অত্যন্ত অল্প। অধিকন্তু পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও চাহিদা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই অবস্থার সুযোগ লইয়া একদল মৎস্য-ব্যবসায়ী মুনাফা শিকার করিতেছে। মাছের যোগানকে কুক্ষিগত করিয়া

cold storage-এর সহায়তায় ইচ্ছামত মাছের দর নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে মাছের এই দরবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক নহে।

মাছের দর নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে এই বিষয়ে সরকারকে উদ্যোগী হইতে হইবে। প্রথমতঃ বর্তমান বিশৃংখল অবস্থায় অবিলম্বেই মাছের উর্ধ্বতম বিক্রয়-মূল্য নির্ধারিত কবিতে হইবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে আইন অমান্যকারীকে গুরুতর শাস্তি দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাব মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের খাল, বিল, পুকুর, জলাশয় প্রভৃতিতে মৎস্য-চাষের ব্যবস্থা কবিতে হইবে। মৎস্য-উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপনন—এই কাজগুলি ধীবর সম্প্রদায়ের দ্বারা সমবায়ের ভিত্তিতে সম্পন্ন করাইতে হইবে। সুচিন্তিত পরিকল্পনায় দ্রুতগতিতে উদ্যোগ-আয়োজন না করিতে পাবিলে মাছ আমাদের নিকটে শুধু দুর্মূল্য নয়, হয়ত অচিরে দুষ্প্রাপ্য হইযা উঠিবে। ইতি—

কলিকাতা—৩২
১১, চেরাপুঞ্জী লেন,
১লা জুলাই ১৯৬২

ভবদীয়—
গঙ্গাধর পাইন

৩১। **তুমি বাংলা দেশে একটি নূতন চিনির কল স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া সরকারী সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছ। এই কল লাভজনকভাবে চালাইবার পক্ষে তোমার কি কি সুবিধা আছে তাহা বিবৃত করিয়া সরকারের নিকট একটি আবেদনপত্র পাঠাও।** [C.U.B. Com. 1962]

মননীয় ⋯ ·
রাইটার্স বিল্ডিং,
কলিকাতা।

১৫নং মহাদেব ব্যানার্জি রোড
বেহালা, কলিকাতা-৩৪
তাং

মহাশয়,

বিনীতভাবে আপনাব অবগতি ও সুবিবেচনার উদ্দেশ্যে নিম্ন বিষয়ে একটি আবেদন পেশ করিতেছি ; আশা করি উহা সরকার বাহাদুরের সহৃদয় অনুমোদন লাভে ধন্য হইবে। এবং আমরা প্রয়োজনীয় সাহায্যলাভের অধিকারী হইব।

ভারতীয় চিনিশিল্প আসন্ন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্মুখীন। পঞ্চবার্ষিক

পরিকল্পনানুযায়ী চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে অচিরেই ভারত রপ্তানী-বাণিজ্যেও উদ্যোগী হইবে। কিন্তু চিনি শিল্পের প্রধান ঘাঁটি আজও বিহার ও উত্তর প্রদেশেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, অথচ ১৯৪৯-৫০ সালে সরকারী তদন্ত কমিশন রায় দিয়াছিলেন যে, এই শিল্পের প্রসার ভবিষ্যতে দেশের স্বার্থেই অন্যান্য অঞ্চলে হওয়া প্রয়োজন। বাংলা দেশে চিনি-উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র গোপালপুর আজ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে যে নূতন চিনি-কল স্থাপনের সমূহ প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা বোধ হয় আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না।

চিনি-শিল্পের উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পশ্চিমবঙ্গে একটি নূতন চিনির কল স্থাপন করিতে অভিলাষী। বলা বাহুল্য, এই বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে এবং তাহাকে আধুনিক কালের উন্নত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পরিচালিত করিতে যে পরিমাণ স্থায়ী ও কার্য্যকরী মূলধন প্রয়োজন আমাদের পরিমিত পুঁজিতে তাহা সঙ্কুলান হইবে না। সরকার বাহাদুর পরিকল্পনাব অঙ্গ হিসাবে যেমন শিল্প-ঋণ দিতে মনস্থ কবিয়াছেন, তেমনি চিনি শিল্পের প্রসারেও উদ্যোগী হইয়াছেন—সরকারী কার্যক্রমের এই গতিপ্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই আমরা আশা করিতে সাহসী হইয়াছি যে আমাদের সরকারী সাহায্যের প্রার্থনা সহানুভূতির সহিত বিবেচিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে সরকারেব জ্ঞাতার্থে আমরা নিবেদন করিতে চাই যে নূতন কল স্থাপনের জন্য স্থান-নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় জমিসংগ্রহের কাজ আমরা সমাপ্ত করিয়াছি। হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়া রেলষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে এক লটে কুড়ি বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। কলস্থাপন ও তৎসংলগ্ন বসতবাটি নির্মাণের উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ আমিন দ্বারা নক্সা প্রস্তুত করা হইতেছে। আমরা স্থানীয় অধিবাসীদেব সহিত আলোচনা করিয়া এবং সরেজমিনে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি যে এই স্থানে কল স্থাপন করিলে নিম্নলিখিত সুবিধা আমরা একপ্রকার অনায়াসেই লাভ করিব :—

(১) অল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অর্থাৎ ইক্ষুদণ্ড বা জ্বালানো গুড় সহজেই এই এলাকায় পাওয়া যায়।

(২) এখানে অব্যবহৃত শ্রমের অভাব নাই বলিয়া অদক্ষ শ্রমিক সহজেই পাওয়া যাইবে। কিছু সংখ্যক দক্ষ ও নিপুণ শ্রমিক বাহির হইতে আমদানী করিতে হইবে এবং এ বিষয়ে আমরা পূর্বাহ্নেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।

(৩) এখানে যানবাহনের সুযোগ-সুবিধাও আছে। পরিবহণের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা আছে।

এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অপরাপর তথ্যাদি পরীক্ষা করিবার জন্য সরকারী প্রতিনিধি কবে আমাদের প্রস্তাবিত শিল্পকেন্দ্র পরিদর্শন করিবেন সে সংবাদ পাইলেই আমরা তাঁহাকে সর্ববিষয়ে অবহিত করার প্রয়াস পাইব।

ইতি—

ভবদীয়—

—স্বাক্ষর—

———

চতুর্থ অধ্যায়

বাণিজ্যিক রচনা

(Commercial Essays)

ভারতের জন-সংখ্যা সমস্যা (Population Problem in India)

[B. Com. 1958]

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বর্তমানকালে প্রায় পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিকেই সমস্যাসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে। যে অনুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সেই অনুপাতে খাদ্যশস্য বৃদ্ধি পাইতেছে না বলিয়াই বিশ্বের বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বব্যাপী আশু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা ভাবিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। জনসংখ্যার যে দ্রুত বৃদ্ধি ভারতে পরিলক্ষিত হয় তাহা হইতে ইহা অনুমান করা হয় যে বহু সমস্যার ন্যায় এই সমস্যাও ভারতে খুব জটিল। ভারতের জনসংখ্যা সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কারণ জন্মহার ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার পথে পরিসংখ্যামূলক বহু অসুবিধা রহিয়া গিয়াছে। তাই আমাদের দেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিতে যাইয়া আদমসুমারী বা Census-এর উপরই বিশেষ নির্ভরশীল হইতে হয়, এবং যেহেতু উহার বিবরণকে নিশ্চিত সত্য বলিয়া বিবেচনা করা হয় না, ভারতের জনসংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা তাই সুনিশ্চিত তথ্যের উপর ভিত্তিশীল নহে বলা হয়। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্কের মন্তব্য এ বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"People often speak about population growth in India as if they were dealing with ascertained facts, but in the truth our knowledge is very uncertain and our conclusions should, therefore, be tentative." উক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবহিত থাকিয়াই ভারতের জনসংখ্যার সমস্যার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা যায়।

১৯৫১ সালের আদমসুমারীর হিসাব অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৫,৬৮,৭৯,৩৯৪। ১৯৬১ সালে আদমসুমারীর হিসাব অনুযায়ী মোট জন-সংখ্যা হইল ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ। ১৯২১ সাল হইতে ভারতে দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা শতকরা ১৫·১

হারে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৩১-৪১ দশকের মধ্যে এ সংখ্যার হার হয় ১৩'২। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা শতকরা ২১'৪৯ জন বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণের মধ্যে অন্যতম হইল জন্মহার বেশী। জন্মহার বেশী হইলেও ভারতে মৃত্যুর হার কম নহে। মৃত্যুর হার অধিক দেখা যায় শিশু-দিগের মধ্যে। ভারতে বিবাহিত এবং অবিবাহিতদের হারও ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যা নির্দেশ করে। পুরুষের মধ্যে শতকরা ৩ ভাগ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা একভাগ অবিবাহিত থাকে। উপযুক্ত পরিমাণে পরিসংখ্যনামূলক তথ্যের বিশেষ অভাব থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতিবিদগণ কতগুলি ধারণার উপর নির্ভর করিয়া ভারতের যে নীট্ প্রজনন হার বাহির করিয়াছেন তাহা হইল ১'১, অর্থাৎ প্রতিযুগে ভারতে শতকরা ১০ ভাগ লোক বাড়িতেছে। জনসংখ্যার অপর একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—বয়স সমষ্টি অনুসারে জনসাধারণকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করায়। দেখা যায় শতকরা ৩৩ ভাগ যুবক-যুবতী, ৩৮'৩ ভাগ শিশু ও বালক-বালিকা এবং ২০'৪ ভাগ মধ্যবয়স্ক লোক। অধিক মৃত্যুহার, বিশেষতঃ শিশুদের মধ্যে হওয়ায় ভারত অর্থনৈতিক দিকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ শিশুই ১৫ বৎসর না হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ফলে তাহারা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে মোটেই সহায়তা করিতে পারে না। উপরন্তু ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একটি লোকের ভরণ-পোষণের খরচ প্রাপ্তবয়স্ক কোন ব্যক্তির অর্ধেক ধরিয়া হিসাব করিলেও আমাদের জাতীয় আয়ের শতকরা ২২'৫ অংশ সেই সমস্ত শিশুর লালন-পালনের মধ্য দিয়া অপব্যয় করি দেখা যায় যাহারা জাতীয় সম্পদবৃদ্ধিতে কোনরূপ সহায়তাই করে না। ইহা ছাড়া, এই সমস্যার আর একটি বৈশিষ্ট্য ভারতে শহর এবং গ্রামের অধিবাসীর অনুপাত খুব অল্পই পরিবর্তিত হইয়াছে। ভারতে শহর অঞ্চলের অধিবাসী শতকরা ১৭'৩ ভাগ। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতে শহর অঞ্চলের অধিবাসীর অনুপাত অতি কম। ইংলণ্ডে মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশের বেশী লোক শহরে বাস করে। ভারতের গড় বসতির ঘনত্ব পৃথিবীর যে কোন একটি বৃহৎ দেশের দ্বিগুণেরও বেশী। ভারতে প্রতি বর্গমাইলে গড় বসতি ঘনত্ব হইল ৩১২, কিন্তু বৃহত্তর চীন, আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার গড় বসতি ঘনত্ব হইল যথাক্রমে ১০৫, ৪১, ২৩, ৩ এবং ২। ইহা ছাড়া এই জনসংখ্যাও দেশের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয় নাই, যাহার

ফলে দেশের জনসংখ্যা সমস্যাটি তীব্র আকারে কোথাও কোথাও দেখা দিয়াছে।

অর্থনীতিবিদগণের মতে ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। জনগণের দারিদ্র্য এবং দ্রুতহারে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ভারত অতিজনাকীর্ণ কিনা এই প্রকার যে প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে সে সম্বন্ধে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে। ম্যালথাসের নীতি অনুযায়ী ভারতকে অতিজনাকীর্ণ মনে হইবে, কেননা এখানে উৎপাদিত খাদ্য শস্য জনগনের পূর্ণখাদ্যের সংস্থান করিতে সমর্থ হয় না। যদিও ম্যালথাসের নীতি আধুনিককালে গৃহীত হয় না তবুও আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ কোন দেশ অতিজনাকীর্ণ কি না এ বিষয়ে বিচার করিতে গিয়া খাদ্য সরবরাহকে একেবারে উপেক্ষা করেন না। অনেকের মতে ভারতকে অতিজনাকীর্ণ বলা যায় না, যেহেতু বহু ইউরোপীয় দেশ অপেক্ষা ভারতের লোকসংখ্যা গত অর্দ্ধশতাব্দীতে অনেক কমহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতের বসতিঘনত্ব ইংলণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা কম। তাঁহাদের মতে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ এখনও চলিতেছে—মূলধন সৃষ্টির কাজও দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। তাই দেশকে আপেক্ষিকভাবে অতিজনাকীর্ণ বলা গেলেও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী অতিজনাকীর্ণ বলা যায় না। ভারতের ন্যায় এই কৃষিপ্রধান অনগ্রসর দেশে যে প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা দেখিতে পাই এবং এইরূপ আরও অর্থনৈতিক অনেক অসংগতি দেখা যায় তাহাকে সুসংহত করিবার জন্য আমাদের আশু প্রয়োজন জনসংখ্যাকে আর বৃদ্ধি পাইতে না দেওয়া এবং বর্তমান জনশক্তিকে দেশের গঠনমূলক এবং উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত করা। যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ কর্মসংস্থান না করা যায় ততদিন দেশের জনবৃদ্ধিকে অধিক শিল্পোৎপাদনের কাজে লাগানই কর্তব্য।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় নয়। জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে সাধারণতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। কিন্তু ভারতের মত দেশে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে স্বল্পকালের জন্য জনসংখ্যা বাড়িয়া যাইতে পারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধাগুলির কার্যকারিতা কমিয়া যাইতে পারে। সেজন্য ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে পারে এইরূপ কিছু ব্যবস্থা থাকা বিধেয়। জনসংখ্যা দ্বারা অর্থনৈতিক সংগতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম করা

যায়। তাহাদের [illegible] করিবে ব্যবহার করিবে এবং আমাদের [illegible] উপজীবিকা [illegible] পরিবর্তন হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরোক্ষ [illegible] হিসাবে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষার্জনও ইহার প্রসার এবং জীবন সম্বন্ধে উন্নত দৃষ্টিভংগী আশা করা যায়। জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভারত সরকার ইতিমধ্যেই 'পরিবার পরিকল্পনা' কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার প্রয়াসও দেখা যাইতেছে। ইহার জন্য হাসপাতাল, গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, দারিদ্র্যমোচনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে পবিবাব সীমিতাযন করার ব্যাপারে সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

ভাবতে দুইটি পাঁচসালা পবিকল্পনা হইযাছে এব' আবও একটি গত ১৯৬১ সাল হইতে কার্যকবী হইযাছে। জীবনযাত্রাব মান কিছু উন্নত হইযাছে এবং আশা কবা যাইতেছে তৃতীয় পাঁচসালা পবিকল্পনাব শেষে উহা আবও বাড়িবে। কিন্তু তবুও ভারত খাদ্যসমস্যামুক্ত হইতেছে না। ইহার কাবণ পূর্বেই আমরা জনসংখ্যা সমস্যাব বৈশিষ্ট্যে আলোচনা কবিযাছি। বস্তুতঃ, আমাদের দেশে সম্পদের অভাব নাই, কিন্তু সেই সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থাব অভাব আছে প্রচুব। ১৯৬০ সালেব অক্টোবব মাসের খাদ্য ও কৃষি সংস্থাব (F. A. O) প্রকাশিত বাৎসবিক বিপোর্ট হইতে জানা যায যে ১৯৫২-৫৩ সাল হইতে ১৯৫৭ ৫৮ সালেব মধ্যে ভাবতেব জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইযাছে শতকবা ১'৩ ভাগ, কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বাড়িযাছে শতকবা ১'৯ ভাগ। ম্যালথাসেব নীতি অনুযাযী ভাবত এই তথ্য অনুযায়ী অতি-জনাকীর্ণেব পর্যাযে পড়ে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ভাবতেব জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইযাছে, যাহাব ফলে উহাকে সীমিত করাব প্রযোজন বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে। তাহাব জন্য সবকাবেব প্রস্তাবিত নীতিও সমর্থনযোগ্য। ভাবতে যে সম্পদ আছে তাহাব উপযুক্ত সদ্ব্যবহাব দ্বাবা জনসংখ্যা সমস্যা অনাযাসে দূব কবা যায। উন্নত ভূমিব্যবস্থা, কৃষিব্যবস্থা এবং উপযুক্ত শিল্পাযনেব মাধ্যমে ভাবত বর্তমানে যত লোকের সংস্থান কবিতে পারে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ লোকের ভবণপোষণ করিতে সক্ষম হইবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেই জনসংখ্যা ভাবতকে প্রভূত সহায়তা কবিবে। ভাবত অপেক্ষা অনেক বেশী হারে গত কয়েক বৎসরে বহু দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইযাছে, কিন্তু উপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন ও জনসংখ্যাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে

সদ্ব্যবহার করিয়া এই সব দেশ জনসংখ্যার বৃদ্ধিজনিত সমস্যা হইতে দেশকে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এই সমস্যা হইতে অচিরে নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে ইহাই আশা করা যায়।

ভারতের কৃষির সমস্যা

[B. Com 1955]

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। মাটির সঙ্গে এখানের ভাগ্য গভীরভাবে জড়িত। এখানে ৭০ শতাংশ অধিবাসী মাঠের মানুষ, মাঠের ফসলের সহিত জড়াইয়া আছে তাহাদের হৃদয়ের সুখ দুঃখ, জীবনেব মূল্যবোধ। কৃষির সহিত ভারত ও ভারতবাসীর ভাগ্য এইরূপভাবে জড়িত থাকায় মনে হইতে পারে সে কৃষিক্ষেত্রে খুবই অগ্রসর। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিভংগী লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে উৎপাদন অর্থাৎ ফসল ফলানোর প্রতিযোগিতায় ভারতের নাম অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে। গত দশ বছরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় সেই সমস্ত দেশের উন্নতির নিকট ভারতের উন্নতি অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হয়। আমাদের দেশে গত পনের বছর আগে পাওয়া স্বাধীনতার পরও কৃষি বিশেষজ্ঞগণ ঐ সময়ের মধ্যে প্রতি একর জমিতে ধানের ফলন ১২-১৩ মণের বেশী করিতে পারেন নাই; অথচ স্পেনে ঠিক ঐ পরিমাণ জমিতেই ধান ফলে ৫৬ মণ অর্থাৎ ভারতের ৪ গুণেরও বেশী। ভারত ও স্পেনের মধ্যে আরও ১২টি দেশের নাম পাওয়া যায় যাহারা প্রত্যেকেই উক্ত ফসল ফলানোর ব্যাপারে ভারত অপেক্ষা অনেক বেশী দক্ষ। এমনকি পাকিস্তানও এই ব্যাপাবে ভারতকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখানে প্রতি একর জমিতে গম ফলে ৭ মণের কিছু বেশী। ডেনমার্ক, বেলজিয়াম সেই পরিমাণ জমিতে গম উৎপাদন করে ৩৫-৩৬ মণ, এবং পাকিস্তান প্রায় ১০ মণ। এই দেশে আলু উৎপন্ন হয় প্রতি একর জমিতে প্রায় ৮২ মণ, নেদারল্যাণ্ডে হয় ২৫৮ মণ। ভুট্টা ভারতের প্রতি একর জমিতে উৎপাদিত হয় প্রায় সাড়ে ছয় মণ, আমেরিকায় হয় প্রায় সাড়ে পঁচিশ মণ। এমনকি, চা, পাট, লাক্ষা প্রভৃতি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক আনুকূল্যে যেখানে ভারত একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করিত তাহাও তাহার পক্ষে সংরক্ষণ করা সম্ভবপর

হয় নাই। অবশ্য ইহা হইতে একথা মনে করা যুক্তিযুক্ত নয় যে কৃষিক্ষেত্রে কোনরূপ উন্নতিই ভারত করে নাই। মোট ফসলের পরিমাণ বিভিন্ন গবেষণার ফলে বাড়িলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত খাদ্যোৎপাদনের সমতা রক্ষা হয় নাই। ফলে আপাতদৃষ্টিতে খাদ্যোৎপাদনে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেও কৃষিকে এখনও অনগ্রসরই বলা চলে। এখন ভারতে কৃষির উন্নতির অন্তরায় কি তাহার কারণ বিশ্লেষণ করা যাক।

কৃষির অনগ্রসরতার প্রধান কারণ জমির ক্ষুদ্র আয়তন ও ইহার উপবিভাগ এবং বিখণ্ডন। অশিক্ষিত ও দরিদ্র কৃষকের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের সুযোগে জমিদার ও মহাজনেরা যে বিপুল ঋণের ভার উহাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছে তাহাও কৃষিক্ষেত্রে ভারতের পিছাইয়া থাকিবার অপর একটি কারণ। কৃষি শ্রমিকের দক্ষতার অভাবও আমাদের কৃষি-ব্যবস্থার অবনতির অন্যতম কারণ। সমবায় আন্দোলনের প্রসারের অভাব এবং সরকারী ঔদাসীন্য যদি না থাকিত তাহা হইলে হয়ত ভারতের কৃষি এত পিছাইয়া থাকিত না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষিনীতির সহিত ভারতীয় কৃষকের পরিচয় এত অল্প যে উহাকে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলা যায়। উপযুক্ত মূলধনের যোগান ভারতীয় কৃষকদের স্থায়ী দারিদ্র্যের একটি অন্যতম কারণ; ইহার ফলে চাষের সময় কৃষকগণ অভাবের তাড়নায় অস্থির হইয়া অল্পমূল্যে শস্য বিক্রয় করে ও কখনও কখনও জমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। এইভাবেই বস্তুতঃ ভারতে ভূমিহীন এক শ্রেণীর কৃষি শ্রমিক গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষির স্বল্প উৎপাদনী শক্তি কৃষিকে ভারতে অন্যান্য দেশের তুলনায় বহু পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে, কৃষির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় যে জল, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার দরুণ তাহাও নিয়মিতভাবে পাওয়া যায় না। অথচ জলসেচ ব্যবস্থার পূর্ণ ও উপযুক্ত প্রসার এখনও হয় নাই। ভাল সার এবং বীজ এবং কৃষকের ভিতর কারিগরি শিক্ষার অভাব থাকায়ও কৃষিক্ষেত্রে ভারত বিশেষ অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতেছে না। ইহা ব্যতীত অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, উপযুক্ত পরিমাণ গুদামঘরের অভাব এবং কৃষি-বাজার ব্যবস্থার অনগ্রসরতাও কৃষি উন্নতির অন্যতম অন্তরায়।

কৃষির উন্নতির মূল যে ভূমি সম্বন্ধীয় অন্তরায়টি আছে তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সরকার ভূমি একত্রীকরণের প্রয়াস পাইতেছেন। বোম্বাই, পাঞ্জাব, পেপস্যু, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থানে জমির খণ্ডীকরণ দূর করিবার জন্য যে ব্যবস্থা

অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হয়। তাহা ছাড়া সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ কাজের প্রবর্তন, সমবায় কৃষির ব্যবস্থা এবং সমবায় গ্রাম ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া কৃষির মান উন্নয়নেও সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, মধ্যস্বত্বাধিকার লোপ্ এবং পুনর্গঠন পরিকল্পনায় কৃষিব্যবস্থার উন্নতি হইবে সরকার আশা করেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে অধিকতর আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবার জন্য রিজার্ভব্যাংকে দুইটি তহবিল স্থাপন করা হইয়াছে। পাঁচসালা পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয় নিবারণ এবং কুটিরশিল্প ও গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য বিকল্প উপজীবিকার ব্যবস্থা করিয়া সরকার কৃষি সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের প্রতি অতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া কৃষির যথেষ্ট উন্নতি করা হয়। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য দেখা যায় খাদ্যসমস্যার সমাধানে। খাদ্যশস্য উৎপাদনেব লক্ষ্য যেখানে করা হয় ৭·৬ মিলিয়ন টন, প্রথম পরিকল্পনার শেষে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ সেখানে কাযতঃ দাঁড়ায় ১১ মিলিয়ন টনে। ইক্ষু ও পাট ব্যতীত তৈলবীজ, তুলা প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যাদি লক্ষ্যানুযায়ীই উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও কৃষিকে অবহেলা করা হয় নাই। তবে সরকারী তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে ঐ সময় কৃষির উন্নতি খুব আশাপ্রদ হয় নাই। সাম্প্রতিককালীন কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ কৃষির স্বল্প উৎপাদনের জন্যই হয় অনুমান করা যায়। কৃষির সর্বাংগীন উন্নতির জন্য অত্যন্ত ব্যাপক ক্ষেত্র লইয়া বিভিন্ন গবেষণা চালানো হইতেছে ভারতে। সার, মাটির সমস্যা, সেচ, বীজ বপন ও কৃষিপদ্ধতি, জাপানী, চাইনিজ ও অন্যান্য পদ্ধতিতে ধান ফলনের পরীক্ষা; মৎস্য চাষের উন্নয়ন, কৃষি ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির উন্নতি সম্পর্কে পরীক্ষা প্রভৃতি বিভিন্নদিকে গত দশবছর ধরিয়া গবেষণা চালাইয়া আমাদের দেশের কৃষিবৈজ্ঞানিকেরা অনেকগুলি উন্নত জাতের ধান, গম, মসলা, তৈলবীজ, আলু উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কৃষির বাস্তব উন্নয়ন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে গত দশবছরে জমিতে নাইট্রজেনযুক্ত সারের পরিমাণ ১৯৫০ সালের ৫৫ হাজার টনের তুলনায় এখন বাড়িয়া

দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে—বর্তমানে উহার পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন। জমিতে সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ভারতের গ্রামীন অর্থনীতিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সেচ জমির পরিমাণ ৫ কোটি ১৬ লক্ষ একর হইতে বাড়িয়া আজ প্রায় সাতকোটি একর হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে প্রায় ৪০ লক্ষ একর পতিত জমি সংস্কার ও ২৭ লক্ষ একর জমিকে ক্ষয় হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াও ফসলবৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া চার হাজার বীজ খামার স্থাপিত হওয়ার ফলে চাষীদের পক্ষে উন্নত ধরণের তাজা বীজ সংগ্রহের সমস্যা কিছুটা লাঘব হইয়াছে অনুমান করা যায়।

একথা অনস্বীকার্য যে কৃষির সহিত খাদ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই উল্লিখিত আলোচনা হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কৃষির উন্নতিতে খাদ্যসমস্যা হইতে ভারত মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় বিপরীত। গত দশ বছরে যে পরিমাণ ফসল বাড়িয়াছে—জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য বহু কারণে সেই ফসলের জন্য আনুপাতিক চাহিদা বাড়িয়াছে প্রায় দ্বিগুণ। তাই ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির তুলনায় তাহার অপ্রতুলতা ও মহার্ঘতা বাড়িয়াছে আরো বেশী। গত দশ বছরে ফসলের পরিমাণ অন্ততঃ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। উন্নত ধরণের চাষের যে গবেষণা বৈজ্ঞানিক-গণের ঘরে হয় তাহার সহিত চাষীর পরিচয় ঘটানোর প্রয়াস যদি পাওয়া যাইত এবং বিজ্ঞানের গবেষণার ফল যাহারা বাস্তবে রূপায়িত করিবেন সেই চাষীদের সহিত বৈজ্ঞানিকগণের এক স্বতঃস্ফূর্ত যোগসূত্র যদি স্থাপন করা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে একদলের কষ্টোপার্জিত বিদ্যার সহিত পরিবেশের আনুকুল্যের সংমিশ্রণের ফলে শুকনা মাটির রূপের এক অভাবনীয় রূপান্তর ভারতে পরিলক্ষিত হইত। ধনে ধান্যে প্রাচুর্যের মধ্যে যেমন কৃষি বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভা সমুজ্জ্বল থাকিত তেমনি সার্থকতামণ্ডিত হইত চাষীদের নিঃস্বার্থভাবে করা গ্লানিহীন পরিশ্রম। একথা আমাদের স্মরণ রাখা বিধেয় যে শুধুমাত্র কৃষিবিদ্যার আধুনিকতম জ্ঞান ও উন্নততর কৃষিপদ্ধতি এবং কৃষিবিশেষজ্ঞ ও কৃষকের মধ্যে প্রশ্নহীন, ক্লেশহীন ও সক্রিয় সহযোগিতার ফলেই বিদেশী চাষীর পক্ষে ফসল ফলানোর প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে—কোন ঐন্দ্রজালিক বা প্রাকৃতিক পক্ষপাতিত্বের ফলে নহে। কৃষির উন্নতির যে অন্তরায়গুলি এখনও রহিয়াছে সেগুলি দূর করিয়া

বর্দ্ধিত ফসল ফলানোর চেষ্টায় ভারতকেও সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে—কেননা কৃষির সমস্যা দূর করা না গেলে খাদ্যসমস্যা, জনসংখ্যা সমস্যা প্রভৃতি দূর করা বিশেষ কঠিন কাজ হইবে।

অনুন্নত দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সমস্যা

একটি অনুন্নত দেশের সর্বাপেক্ষা বড সমস্যা হইতেছে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সমস্যা। কিভাবে অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা যায়, তাহা পর্যালোচনা করিবার পূর্বে অনুন্নত অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন সমস্যাগুলি আমাদের জানা দরকার।

অনুন্নত দেশ বলিতে আমবা বুঝি এমন একটি দেশ যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিব হারের তুলনায় মূলধন-সৃষ্টিব হার অথবা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার কম। একটি অনুন্নত দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, অনুন্নত দেশগুলিব জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার খুবই বেশী। জন্মহারই যে শুধু বেশী তাহাই নহে, এই দেশগুলিতে সাধারণতঃ মৃত্যুহারও বেশী থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত দেশেব জাতীয় আয় খুব অল্প থাকে। জাতীয় আয় অল্প হওয়ায় এবং জনসংখ্যাব বৃদ্ধি হওযায় অনুন্নত দেশগুলিতে জনপ্রতি আয় খুব অল্প থাকে। এই দুইটি কাবণেই অনুন্নত দেশগুলির অর্থ নৈতিক কাঠামো (Economic Structure) উন্নত দেশগুলির অর্থ নৈতিক কাঠামো হইতে পৃথক। এই পার্থক্য বিশেষভাবে দেখা যায় এই দেশগুলির কৃষিক্ষেত্রের উপব অত্যধিক চাপের মধ্যে। অনুন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যার অধিকাংশ কৃষিজীবি। শুধু তাহাই নহে, অনুন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয় এবং কর্ম-সংস্থানের তুলনায় শ্রমশক্তির পরিমাণ বেশী হওয়াষ বেকার সমস্যা দেখা যায়। শুধু বেকার সমস্যাই নহে, অনুন্নত দেশগুলিতে কর্মে নিযুক্ত উপকরণ অথবা কাঁচামালগুলিরও প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয় না। যে সুবিপুল শ্রমশক্তি আমরা অনুন্নত দেশগুলিতে দেখিতে পাই, ইহার কারিগরি কর্মকুশলতা অত্যন্ত অল্প।

শিল্পক্ষেত্রের উন্নতি এই দেশগুলিতে বেশী হয় নাই। যাহা কিছু উন্নতি তাহা বিশেষ কয়েকটি শিল্পে দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, ভারতের শিল্পোন্নয়ন বেশী না হইলেও পাট-শিল্প বিশেষ উন্নত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কৃষিক্ষেত্রের কাঠামোও খুব উন্নত নয়।

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহার কাঠামোয় আমরা দুইটি বিশেষ অংশ দেখিতে পাই। একটি হইতেছে বড় বড় শহরের অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামো-যেখানে ভাল ভাল ব্যাংক, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বহু যৌথ কোম্পানী এবং বিদেশী কোম্পানী দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। অপর অংশ হইতেছে গ্রামাঞ্চল যেখানে দেশের অধিকাংশ লোক কোনও রকমে জীবনধারণ করিতে প্রাণান্ত হয়। এই অঞ্চলকে "Subsistence sector" বলা হয়, অর্থাৎ এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় লোকে কোন রকমে জীবনধারণ করে মাত্র।

অনুন্নত দেশে মূলধন-সৃষ্টির হাব (rate of capital formation) অত্যন্ত অল্প। মূলধনের যোগান নির্ভর করে সঞ্চযের ক্ষমতা এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর। উভয়ই আয়ের উপব নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশে জাতীয় আয় অত্যন্ত অল্প বলিয়া লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত অল্প। দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশে সঞ্চয়ের ইচ্ছাও লোকের অল্পই থাকে। তাহা ছাডা, জাতীয় আয় এই দেশগুলিতে সমভাবে বণ্টিত হয় না বলিয়া মুষ্টিমেয় জনসাধারণ, যাহাদের হাতে জাতীয় আয় কেন্দ্রীভূত থাকে, সঞ্চয়-বৃদ্ধির কাজে ভূমিকা গ্রহণ করে না। স্বল্প সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুন্নত দেশগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অনুন্নত দেশগুলিতে গ্রামাঞ্চলে আমরা একধবণের বেকার সমস্যা দেখিতে পাই, যাহাকে প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা (Disguised unemployment) বলে। ক্ষুদ্র জমিতে যতজন লোকেব চাষ করা উচিত, জনসংখ্যার চাপে তাহা অপেক্ষা বেশী লোক চাষ করে বলিয়া অতিরিক্ত শ্রমিকদের কাজ অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। অথচ, তাহাদের যদি কৃষিক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয় তবে কৃষির উৎপাদন কমিবে না, অথচ শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িবে। এই অতিবিক্ত শ্রমিকগণও একধরণের বেকার। তাহারা বেকার ঠিক কাজের অভাবে নহে; কারণ কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও শুধু তাহাদের কাজ অনাবশ্যক বলিয়াই তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে বেকার হিসাবে পরিগণিত হয়। এই প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা ছাড়াও অনুন্নত দেশে আমরা অন্য একধরণের বেকার অবস্থা দেখিতে পাই, ইহাকে ঋতুগত বেকার অবস্থা (Seasonal unemployment) বলা হয়। কৃষকগণ বৎসরের সবসময় কাজে লিপ্ত থাকে না; জমি হইতে একটি ফসল উঠাইবার পর অন্য একটি ফসল না হওয়া পর্যন্ত তাহারা কর্মহীন হইয়া বসিয়া থাকে; অথচ এমন কোনও পার্শ্ববর্তী

বা পরিপূরক কাজের ব্যবস্থা থাকে না যাহাতে তাহারা কাজ পাইতে পারে। তাহাদের এইভাবে বসিয়া থাকাকে ঋতুগত বেকার অবস্থা বলা হয়।

অনুন্নত দেশের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতার অভাব। স্বল্প আয়, জীবনযাত্রার নীচু মান এবং দেশের কারিগরি শিক্ষা-কেন্দ্রের বা কারিগরি বিদ্যালয়ের অভাব হেতু অনুন্নত দেশের শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞানও অল্প থাকে। তাহা ছাড়া, কারিগরি বিশেষজ্ঞেরও বিশেষ অভাব অনুন্নত দেশে দেখা যায়।

অনুন্নত দেশগুলিতে এখনও চিরাচরিত উৎপাদন-পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালিত হয়। অনুন্নত সেচ-ব্যবস্থা ও নিকৃষ্ট ধরনের বীজের সাহায্যে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করা হয় বলিয়া এই দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প।

অনুন্নত দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ পর্যালোচনা করিলে দেখা যে এই দেশগুলি হইতে সস্তাদরে বিভিন্ন কাঁচামাল বিদেশে চলিয়া যায় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রী এই দেশে আসে। ইহাতে বাণিজ্যের অবস্থা প্রায়ই প্রতিকূল থাকে। অনুন্নত দেশগুলির উপর এতকাল বিদেশী প্রভুত্ব থাকার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

সর্বশেষে, অনুন্নত দেশগুলিতে জনসাধারণের উপজীবিকার মধ্যেও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জনসাধারণের উপজীবিকা সাধারণতঃ তিন প্রকার; যথা—কৃষিক্ষেত্র, ব্যাংক ব্যবস্থা, এবং কারণিক অথবা শাসনসংক্রান্ত (clerical or administrative)। প্রথমটিকে প্রাথমিক উপজীবিকা (Primary occupation) বলা হয়। দ্বিতীয়টি হইতেছে মাধ্যমিক উপজীবিকা (Secondary occupation) এবং তৃতীয়টি হইতেছে "Tertiary occupation." অনুন্নত দেশগুলিতে জন-সাধারণের অধিকাংশই প্রাথমিক উপজীবিকার কাজ গ্রহণ করে। দেশে যতই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়, ততই শিল্পক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে লোকে বেশী কাজ গ্রহণ করে।

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথমেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। জাতীয় আয় বাড়াইতে হইলে দেশের শিল্পগুলিকে উন্নত করিতে হইবে। কিন্তু যাহাতে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সম্ভবপর হইতে পারে, সেজন্য শিল্প শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতা বাড়াইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যক কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত এবং বিদেশী

কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। তাহা ছাড়া দ্রুত শিল্পোন্নয়নের অর্থ হইল বেশী করিয়া মূলধন সৃষ্টির ব্যবস্থা করা। মূলধন-সৃষ্টি নির্ভর করে, (১) সঞ্চয়ের সৃষ্টি, (২) সঞ্চিত আর্থিক সম্পদের একত্রীকরণ বা সংহতিকরণ (Mobilisation of Savings) এবং (৩) সঞ্চয়ের উপযুক্ত বিনিয়োগের উপর।

দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী সাহায্য এবং সহযোগিতার প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ব্যাংক বা বিশ্ব-ব্যাংক (World Bank) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বিদেশী মূলধন গ্রহণে অনুন্নত দেশের জনসাধারণের অনিচ্ছা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। শুধু আর্থিক সাহায্যই নহে, বিদেশ হইতে কারিগরি সহযোগিতা অথবা Technical cooperation ও লাভ করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না যদি বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত না হয়। প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা এবং ঋতুগত বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে কুটির ও গ্রামীন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে উন্নত করা যাইতে পারে। প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থার মধ্যে মূলতঃ কিছু পরিমাণ সঞ্চয় (Potential Savings) নিহিত থাকে। যদি এই সমস্যার সমাধান করা যায়, তবে সঞ্চয়-সৃষ্টির কাজ অনেক পরিমাণে সফল হয়। জন প্রতি জাতীয় আয় বাড়াইবার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইতে হইবে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা মূলতঃ মূলধন-সৃষ্টির সমস্যা। মূলধন-সৃষ্টি প্রধানতঃ নির্ভর করে সঞ্চয়ের সৃষ্টি সংগ্রহ-করণ বা একত্রীকরণ এবং সঞ্চয়ের বিনিয়োগের উপর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের হার বাড়াইতে হইবে ; সঞ্চয় বাড়াইলেই বিনিয়োগের হার বাড়ান সম্ভবপর। সেজন্য অধ্যাপক লুইয়ের (Prof Lewis) মতে অনুন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলসমস্যা হইতেছে কিভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ শতকরা পাঁচভাগ হইতে শতকরা বার ভাগ পর্যন্ত বাড়ান যায়।

সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িলে ইহার সদ্ব্যবহার বা উপযুক্ত বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুন্নত দেশগুলিকে বিদেশী কারিগরি বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন বা যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হয়। এইজন্য অনুন্নত দেশগুলির সর্বদাই কিছু বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত।

বা পরিপূরক কাজের ব্যবস্থা থাকে না যাহাতে তাহারা কাজ পাইতে পারে। তাহাদের এইভাবে বসিয়া থাকাকে ঋতুগত বেকার অবস্থা বলা হয়।

অনুন্নত দেশের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতার অভাব। স্বল্প আয়, জীবনযাত্রার নীচু মান এবং দেশের কারিগরি শিক্ষা-কেন্দ্রের বা কারিগরি বিদ্যালয়ের অভাব হেতু অনুন্নত দেশের শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞানও অল্প থাকে। তাহা ছাড়া, কারিগরি বিশেষজ্ঞেরও বিশেষ অভাব অনুন্নত দেশে দেখা যায়।

অনুন্নত দেশগুলিতে এখনও চিরাচরিত উৎপাদন-পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালিত হয়। অনুন্নত সেচ-ব্যবস্থা ও নিকৃষ্ট ধরনের বীজের সাহায্যে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করা হয় বলিয়া এই দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প।

অনুন্নত দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ পর্যালোচনা করিলে দেখা যে এই দেশগুলি হইতে সস্তাদরে বিভিন্ন কাঁচামাল বিদেশে চলিয়া যায় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রী এই দেশে আসে। ইহাতে বাণিজ্যের অবস্থা প্রায়ই প্রতিকূল থাকে। অনুন্নত দেশগুলির উপর এতকাল বিদেশী প্রভুত্ব থাকার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

সর্বশেষে, অনুন্নত দেশগুলিতে জনসাধারণের উপজীবিকার মধ্যেও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জনসাধারণের উপজীবিকা সাধারণতঃ তিন প্রকার ; যথা—কৃষিক্ষেত্র, ব্যাংক ব্যবস্থা, এবং কারণিক অথবা শাসনসংক্রান্ত (clerical or administrative)। প্রথমটিকে প্রাথমিক উপজীবিকা (Primary occupation) বলা হয়। দ্বিতীয়টি হইতেছে মাধ্যমিক উপজীবিকা (Secondary occupation) এবং তৃতীয়টি হইতেছে "Tertiary occupation." অনুন্নত দেশগুলিতে জন-সাধারণের অধিকাংশই প্রাথমিক উপজীবিকার কাজ গ্রহণ করে। দেশে যতই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়, ততই শিল্পক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে লোকে বেশী কাজ গ্রহণ করে।

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথমেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। জাতীয় আয় বাড়াইতে হইলে দেশের শিল্পগুলিকে উন্নত করিতে হইবে। কিন্তু যাহাতে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সম্ভবপর হইতে পারে, সেজন্য শিল্প শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতা বাড়াইতে হইবে। অধিক সংখ্যক কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত এবং বিদেশী

কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। তাহা ছাড়া দ্রুত শিল্পোন্নয়নের অর্থ হইল বেশী করিয়া মূলধন সৃষ্টির ব্যবস্থা করা। মূলধন-সৃষ্টি নির্ভর করে, (১) সঞ্চয়ের সৃষ্টি, (২) সঞ্চিত আর্থিক সম্পদের একত্রীকরণ বা সংহতিকরণ (Mobilisation of Savings) এবং (৩) সঞ্চয়ের উপযুক্ত বিনিয়োগের উপর।

দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী সাহায্য এবং সহযোগিতার প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ব্যাংক বা বিশ্ব-ব্যাংক (World Bank) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বিদেশী মূলধন গ্রহণে অনুন্নত দেশের জনসাধারণের অনিচ্ছা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। শুধু আর্থিক সাহায্যই নহে, বিদেশ হইতে কারিগরি সহযোগিতা অথবা Technical cooperation ও লাভ করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না যদি বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত না হয়। প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা এবং ঋতুগত বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে কুটির ও গ্রামীন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে উন্নত করা যাইতে পারে। প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থার মধ্যে মূলতঃ কিছু পরিমাণ সঞ্চয় (Potential Savings) নিহিত থাকে। যদি এই সমস্যার সমাধান করা যায়, তবে সঞ্চয়-সৃষ্টির কাজ অনেক পরিমাণে সফল হয়। জন প্রতি জাতীয় আয় বাড়াইবার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইতে হইবে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা মূলতঃ মূলধন-সৃষ্টির সমস্যা। মূলধন-সৃষ্টি প্রধানতঃ নির্ভর করে সঞ্চয়ের সৃষ্টি সংগ্রহ-করণ বা একত্রীকরণ এবং সঞ্চয়ের বিনিয়োগের উপর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের হার বাড়াইতে হইবে; সঞ্চয় বাড়াইলেই বিনিয়োগের হার বাড়ান সম্ভবপর। সেজন্য অধ্যাপক লুইয়ের (Prof Lewis) মতে অনুন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলসমস্যা হইতেছে কিভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ শতকরা পাঁচভাগ হইতে শতকরা বার ভাগ পর্যন্ত বাড়ান যায়।

সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িলে ইহার সদ্ব্যবহার বা উপযুক্ত বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুন্নত দেশগুলিকে বিদেশী কারিগরি বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন বা যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হয়। এইজন্য অনুন্নত দেশগুলির সর্বদাই কিছু বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত।

বিদেশী মুদ্রা অর্জনের উপায় হইতেছে দেশের যে সমস্ত জিনিসের জন্য বিদেশে ভাল চাহিদা আছে, সেগুলির উৎপাদন বাড়াইয়া রপ্তানির ব্যবস্থা করা। তাহা ছাড়া বৈদেশিক ঋণের সাহায্যেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালান যাইতে পারে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে লেনিন যখন "নূতন অর্থনৈতিক নীতির" (New Economic Policy) মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তিনি বৈদেশিক সাহায্য পান নাই। আধুনিককালে একমাত্র রাশিয়া ছাড়া অন্য যে কোনও দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নতি বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া সম্ভবপর হয় নাই।

কিন্তু গড় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ ফলপ্রসূ নাও হইতে পারে যদি সেই সংগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রিত করা না হয়। ভারতে পরিকল্পনা কমিশন পরিবার পরিকল্পনার (family planning) নীতি কার্যকরী করিবার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করিয়াছেন। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমান যায়, তবে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জনপ্রতি আয় বাড়িয়া যাইবে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ও সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিতে শুধু গুরুভার শিল্পগুলির উন্নয়ন বা যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপন বুঝায় না। সমাজ সেবার ব্যবস্থা না থাকিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিরর্থক হইয়া পড়ে। দেশে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র (welfare state) প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে দেশে জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন কমাইতে হইবে, উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ ও জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামবাসীদের নাগরিক জীবনের সমুদয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে হইবে। এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হইলে সামাজিক মূলধনের (Social capital) পরিমাণ বাড়িবে এবং একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে। এই কাজে সরকারী হস্তক্ষেপের খুবই প্রয়োজন এবং সেজন্যই দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক সংস্থান করিতে হয়, এবং তাহা করা যাইতে পারে কর স্থাপন, আভ্যন্তরীণ ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয় বৃদ্ধি, ঘাটতি অর্থ সংস্থান, বৈদেশিক ঋণ ইত্যাদির সাহায্যে। এজন্য দেশবাসীকেও জাতীয় স্বার্থে কিছু আত্মত্যাগ করিতে হয়।

ভারত সরকারের শিল্পনীতি

আধুনিক কালে যে সমস্ত দেশ দ্রুত শিল্পোন্নত হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই সুপরিকল্পিত শিল্পনীতি অনুসরণ করিয়াছে। তাহার ফলে সেই সমস্ত দেশগুলিতে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, উক্তদেশগুলি ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভবান হইয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে শিল্পোন্নতির পশ্চাতে প্রকৃত পক্ষে সরকারের বিজাতীয় মনোভাবের ফলে অনেক সময় শিল্পোন্নতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিজাতীয় মালিকানায় যে সমস্ত শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল সেইগুলির পিছনে জাতীয় শিল্প বিকাশের কোন প্রেরণাই ছিল না। তাহাদের শিল্পকর্মের একমাত্র প্রেরণা ছিল মুনাফা অর্জন করা। সরকারী শিল্পনীতি অনেক সময়ই তাহাদের স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত থাকিত। প্রকৃতপক্ষে তখন ভারতসরকারের কোনও সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি ছিল না। ১৯২৭ সালে প্রভেদমূলক শিল্পসংরক্ষণ নীতি (Principle of Discriminating Protection) গৃহীত হয়। কিন্তু কোনও সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি তখন পর্যন্তও হয় নাই।

স্বাধীনতা লাভের পর সরকারের সমগ্র দৃষ্টিভংগীই পরিবর্তিত হইয়া যায়। ভারতের সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন শিল্পনীতি গঠিত হইল। ভারতবর্ষের জাতীয় সরকার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিবার পরই যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইলেন তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে দুইটি, কম উৎপাদন, ও কর্মসংস্থানের অভাব। ভারতবর্ষে শিল্প উৎপাদন পরিমাণ অত্যন্ত কম,—প্রথমতঃ, কারখানার স্বল্পতা, দ্বিতীয়তঃ, কম উৎপাদিকা শক্তি। ফলে মোট জাতীয় আয়ের অত্যন্ত অল্প অংশই শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের দ্বারা অর্জিত। বেকার-সমস্যার তীব্রতার জন্য পশ্চাৎপদ শিল্পব্যবস্থাই দায়ী। স্বাভাবিক বিবর্তনের পথে শিল্প বিকাশ ছাড়িয়া দিলে দ্রুত জাতীয় বৃদ্ধি বা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি উভয়ই সুদূরপরাহত। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সমস্যারও কোন সমাধান হইবে না। সেজন্য সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ইহাই বুঝায় না যে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যম ও মালিকানার কোনই সুযোগ সুবিধা থাকিবে না। পরিকল্পনা কমিশনের অভিমত অনুযায়ী অন্যান্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের বেসরকারী শিল্প

প্রচেষ্টা সেই অনুপাতেই টিকিয়া থাকিতে পারিবে এবং নিজের টিকিয়া থাকিবার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে পাবিবে যে অনুপাতে উহা জনস্বার্থের সহায়ক বলিয়া নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে পাবিবে।

১৯৪৮ সালেব শিল্পনীতিতে ভাবতে একটি মিশ্র অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার ঘোষণা কবা হয। শিল্পগুলিকে প্রথমতঃ চাবি ভাগে ভাগ কবা হয, যথা—(ক) সমস্ত শিল্পেব উপব পবিপূর্ণ সবকাবী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত যেমন, বেলপথ, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণেব কাবখানা ইত্যাদি, (খ) সবকাব নিযন্ত্রিত শিল্প, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায যে সব কাবখানা ইতিমধ্যে গডিযা উঠিযাছে সেগুলিকে ১০ বৎসব নিজস্বভাবে চলিতে দেওযা হইবে এবং ইহাব পব ইহাদেব সম্পর্কে নূতন নীতি বিবেচিত হইবে। লৌহ ও ইস্পাত, কযলা, খনিজ তৈল, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি এই পর্যাযে অন্তর্ভুক্ত, (গ) ব্যক্তিগত মালিকানায পবিচালিত অথচ সবকাবী তত্ত্বাবধান ও নিযন্ত্রণাধীন শিল্প, যেমন, ভাবী রাসাযনিক শিল্প, চিনি, তুলা, সিল্ক ইত্যাদি এবং (ঘ) বেসবকাবী ক্ষেত্রেব শিল্প যেগুলিব উপব বাষ্ট্রীয নিযন্ত্রণ থাকিবে না। ১৯৪৮ সালেব শিল্পনীতিতে মালিক-শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীব উন্নততব সম্পর্ক স্থাপনেব উপব বিশেষ জোব দেওযা হইযাছে। সুষ্ঠু বাণিজ্য, শুল্কনীতি এবং সঞ্চয বৃদ্ধিকাবী কবনীতি যাহাতে অনুসৃত হয, সবকাব সেদিকে দৃষ্টি বাখিবেন। সর্বভাবতীয গুরুত্বসম্পন্ন শিল্প গুলিব স্থানিকতা (লবণ, চিনি ইত্যাদি) কেন্দ্রীয সবকাবেব দ্বাবা স্থিবীকৃত হইবে। সাধাবণ শিল্পোন্নতিব ক্ষেত্রে এবং বিশেষ কবিযা কাবিগবি জ্ঞান লাভেব ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধনেব যৌক্তিকতা স্বীকাব কবা হইযাছে। এই শিল্পনীতিব অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয এই যে, সবকাব জাতীযকবণেব অবাধ ক্ষমতা নিজেব হাতে বাখিযাছেন।

শিল্প ক্ষেত্রে বাষ্ট্রেব দাযিত্ব ১৯৫১ সালেব শিল্প উন্নযন ও নিযন্ত্রণ আইনে বিশেষভাবে স্বীকৃত হইযাছে। এই আইনেব প্রথম তালিকায ৪৫টি শিল্প (উপবিষযসহ ৫০টি) বাষ্ট্রেব নিযন্ত্রণাধীন থাকিবে। এই তালিকায় আছে বিমান, অস্ত্রশস্ত্র, কযলা, লৌহ ও ইস্পাত, জাহাজ, বস্ত্র, সিমেণ্ট, ভাবী রসায়ন শিল্প ইত্যাদি। এই আইন অনুযাযী মালিক, শ্রমিক, ক্রেতা এবং মূল উৎপাদনকারী অনূর্দ্ধ ৩০ জন প্রতিনিধি লইযা একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে। প্রথম তালিকাভুক্ত যে কোন শিল্পের উন্নতির জন্য অথবা একাধিক শিল্পেব জন্য কেন্দ্রীয সরকার, মালিক, শ্রমিক, ক্রেতাগণের প্রতিনিধি

এবং শিল্পের বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া একটি উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) গঠন করিতে পারেন। যে সমস্ত শিল্প সরকারের উন্নতিমূলক নির্দেশ পালনে অসমর্থ হইবে, সেগুলিকে সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক তালিকাভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে রেজিষ্টার্ড হইতে হইবে এবং ইহার কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপনকালে সরকারের নিকট হইতে অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাতন কোন প্রতিষ্ঠান নূতন সামগ্রী উৎপাদন করিবার প্রয়াসী হইলেও উহার জন্য নূতন অনুমতিপত্র লইতে হইবে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের যে কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছিল তাহার সহিত পূর্ণসংগতি রাখিয়া সরকারেব শিল্পনীতি পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল ভারত সরকারের নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিল্পায়ন ত্বরান্বিত কবা, গুরুভার ও যন্ত্রোৎপাদন শিল্প গড়িয়া তোলা, সবকারী নিয়ন্ত্রণের সম্প্রসারণ করা এবং একটি বৃহৎ সমবায়মূলক প্রচেষ্টাব ক্ষেত্র গঠন করাই এই নীতিব লক্ষ্য। বৈদেশিক মূলধন এবং শিল্প-শ্রমিক সহযোগিতা সম্পর্কিত পুরাতন নীতি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। তবে একথা বলা হইয়াছে যে সম্ভবপর সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক ও কারিগরিগণকে ক্রমশঃ পরিচালনা ব্যবস্থার সহিত যুক্ত করিতে হইবে। শিল্পগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত কবা হইয়াছে। (ক) যে সকল শিল্পেব ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে এরকম ১৭টি শিল্প; ইহাদের মধ্যে গোলাবারুদ, আণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, গুরুভার বৈদ্যুতিক কারখানা, কয়লা, খনিজ তৈল, বিমান এবং রেলপথ পরিবহণ উল্লেখযোগ্য। (খ) যে সব শিল্পকে ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রায়ত্তে আনা হইবে। এই সব শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সাধারণভাবে নূতন সংস্থা গঠনের উদ্যোগী হইলেও বেসরকারী শিল্প-সংস্থা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাকে সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। এই শ্রেণীতে রহিয়াছে, কয়েক ধরণের খনিজ পদার্থ, এলুমিনিয়াম, রসায়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় উপজাত দ্রব্য, য়্যান্টিবাইওটিক, কৃত্রিম সার, সমুদ্র-পরিবহন ইত্যাদি। (গ) অবশিষ্ট শিল্পসমূহ তৃতীয় শ্রেণীতে রহিয়াছে এবং উহাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ভার বেসরকারী শিল্প-সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা হইবে। জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যের সহিত সংগতি রাখিয়া বেসরকারী মূলধন বেসরকারী শিল্পাংশে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে, তবে বেসরকারী শিল্পকেও রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে নিজেকে খাপ

খাওয়াইয়া লইতে হইবে। সম্ভবপর সকল ক্ষেত্রেই সমবায়ের নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে এবং বেসরকারী প্রচেষ্টার কার্যকলাপ সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন হইবে। কুটির, গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য শিল্প সমবায় (industrial co-operatives) গঠনের উৎসাহ দেওয়া হইবে। বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

ভারত সরকারের শিল্পনীতি ক্রটিহীন একথা বলা চলে না। ১৯৫৬ সালে যে নূতন শিল্পনীতি ঘোষিত হইয়াছে তাহা অনেকাংশে ১৯৪৮ সালের শিল্প-নীতিরই অনুরূপ। শিল্পোন্নয়নে বেসরকারী ক্ষেত্রের যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, তাহা উভয় নীতিতেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

"ক" নামক তপশীল (অর্থাৎ সরকার যেখানে একচেটিয়া) খুজিলে দেখা যাইবে ইহাতে আছে বেশীর ভাগ ভারী শিল্প, কয়লা, অন্য কয়েকটি খনিজদ্রব্য বিমান, রেলওয়ে, টেলিফোন, ইলেকট্রিক ইত্যাদি। এইগুলিতে বাধা দেওয়া বা সরকারের হস্তক্ষেপ যুক্তিসংগত হইত শুধু তখনই যদি স্বাধীন ব্যবসায়ীরা দেখাইতে পারিতেন তাঁহাদের উদ্যোগ এই সব ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ব্যাহত হইয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য যে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই সব শিল্প অপরিহার্য। অথচ ইহাদের সৃষ্টিতে বেসরকারী মূলধন যদি সহজলভ্য না হয় বা সরকারী প্রচেষ্টা আশানুরূপ সক্রিয় না হয়, তবে সরকার হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না।

কিন্তু ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কতিপয় শিল্প যেগুলিতে অধিক কর্ম-সংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে এবং যে সকল শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানীর সাহায্যে সরকার বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করিতে পারেন,—যেমন, পাট, চা, চিনি প্রভৃতি "ক" অথবা "খ" কোনও তপশীলেই স্থান পায় নাই।

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে প্রধান গুরুত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল শিল্প জাতীয়করণের উপর; ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে প্রধান গুরুত্ব অর্পণ করা হইয়াছে শিল্প উন্নয়নের উপর। ১৯৪৮ সালের নীতি অপেক্ষা ১৯৫৬ সালের নীতি অনেক নমনীয় (flexible)।

ভূদান আন্দোলন

C. U. B. Com. 1956.

স্বাধীন ভারত সমাজতান্ত্রিকতার ধাঁচে যে রাষ্ট্রগঠনের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে তাহার পথে বহু প্রতিবন্ধক ও সমস্যা দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে অন্যতম ভূমি-সম্বন্ধীয় সমস্যা। ভূমির যথাযথ বণ্টন ব্যবস্থার অভাবে উহাদিগকে উপযুক্তভাবে কার্যে লাগান যায় না বলিয়াই উক্ত সমস্যা হইতে উদ্ভূত অন্যসমস্যার সমাধান করা এদেশের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এইরূপ কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি ও কৃষককে বাদ দিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা অসম্ভব। মাটির সহিত যাহার সম্পর্ক—সেই কৃষকের মাটির সহিত নিবিড়-সংযোগ না ঘটাইতে পারিলে তাহার নিকট হইতে পূর্ণ পরিমাণ সেবা পাওয়ার আশা দেশ করিতে পারে না। ভূমির সংস্কার ও ভূমিহীন কৃষকের হাতে চাষের জমি বিতরণ করিয়া সর্বশেষ প্রয়াসদ্বারা জমি হইতে সোনা ফলাইতে তাহাদের সহায়তা কামনা করা দেশের মুখ্য কর্তব্য। গ্রামের উন্নতির মাধ্যমে দেশের সর্বাংগীন কল্যাণের যে আদর্শ গান্ধীজির সর্বোদয় পরিকল্পায় দেখা যায় তাহারই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া তাঁহার অন্যতম অন্তরঙ্গ সহচর বিনোবাভাবে ভূদান-আন্দোলনের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। সমাজের একদিকে দেখা যায় ঐশ্বর্যের বাহুল্য আর অন্যদিকে অপরিসীম দারিদ্র্যের এক ভয়াবহ রূপ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট সীমায় রাখিয়া প্রকৃতির দান জমিকে সমাজে সমভাবে বণ্টন করিয়া সমষ্টিগতভাবে তাহা হইতে প্রচুর উপকার পাওয়া যাইতে পারে—ইহাই ভূদান-আন্দোলনের প্রবর্তক বিনোবাজীর ধারণা। তাহাকেই কার্যকরী করিবার জন্য আজ তাই তিনি সচেষ্ট।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে ভূমিহীন কৃষক ভূমি পাইবার জন্য যে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপে অবতীর্ণ হয়, সাম্যবাদীদল যেরূপভাবে নানা কার্য দ্বারা সেই বিপ্লবাত্মক কর্মে রত কৃষকদিগকে সহায়তা করিতে থাকেন তাহাতে সেই অঞ্চলে একটি অতি ভয়াবহ দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়াছিল। সেই সময়ই বিনোবাজী সেখানকার চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি আয়ত্বাধীনে আনয়ন করিতে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একজন জমিদারের নিকট হইতে কিছু জমি পাইয়া তিনি ঐ অঞ্চলের আরও ঐরূপ বহু সংগতিপন্ন ব্যক্তির নিকট ভূমিহীন চাষীদিগের জন্য জমি

চাহিয়া আবেদন করিলেন। গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় একদল সহচর লইয়া সভা করিয়া বক্তৃতা করিয়া জমি চাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যাঁহাদের অনেক আছে তাঁহারা যাহাদের নাই তাহাদের কিছু দিয়া সহায়তা করুক—ইহাই মনুষ্যত্বের দিক হইতে করণীয় কর্তব্য। সকলেরই প্রকৃতির এই অকৃপণ দানকে সমভাবে ভোগ করার সুবিধা পাওয়া উচিত—বিনোবাজী মনে করেন। সেইজন্যই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণাও করেন "যেহেতু জমির স্বত্বাধিকারী সকলেই, তাই জমি আমরা ভিক্ষা করিয়া চাহিব না, উহা আমরা ন্যায়সংগত-ভাবেই দরিদ্রদিগের জন্য দাবী করিব।" তবে এই দাবী তাঁহার অহিংসনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভূমিহীনকে ভূমিদান করিয়া সমাজের জনগণের মধ্যে একটা সুসাম্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার যে উদ্দেশ্য আচার্য বিনোবাভাবের আছে তাহা সফল হইলে ধীরে ধীরে বৈষম্য দূরীভূত হইয়া সামগ্রিক সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরা একটা নূতন ভারত জগতকে দেখাইতে সমক্ষ হইবে। সম্পূর্ণ অহিংস-নীতির উপর নির্ভর করিয়া জমি সংগ্রহ করার এই যে উদ্দেশ্য তাহা সফল করিয়া তুলিবার জন্য আজ অগণিত নরনারী বিনোবাজীর সহায়তায় অগ্রসর হইতেছেন। বিনোবাজীর সংকল্প হইল এই যে পাঁচ কোটি একর জমি তিনি সংগ্রহ করিতে পারিলে সমগ্র ভারতের প্রতিটি গ্রামের ভূমিহীন চাষী-পরিবারকে ৫ একর করিয়া জমি দান করা সম্ভবপর হইবে। জনসাধারণের দুর্দশা ও দুঃখের তাহাতে অনেক পরিমাণ অংশ যে লাঘব হইবে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। ভূমি সম্বন্ধে বহু আইন ও বহুপ্রকার বিধিনিষেধ সরকার জনগণের উপর চাপাইয়াছেন, কিন্তু জনগণের সম্মতিভরা যে বিধি তাহার মূল্য উক্ত লিপিবদ্ধ আইন হইতে অনেক বেশী। এই সত্য সম্যক অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই বিনোবাজী জনগণের অন্তরে আঘাত করিয়া তাহাদের দৃষ্টিভংগী ও নৈতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। সামগ্রিক কল্যাণবুদ্ধি প্রণোদিত যে সংকল্প তাঁহার আছে আইনের অনুশাসন অপেক্ষাও তাহার মূল্য জনগণ অধিক দিয়াছেন, এবং লক্ষ লক্ষ একর জমি বিনোবাজীর হাতে ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকেরা বিনা সর্তে তুলিয়া দিয়াছেন এবং দিতেছেনও। এই কার্যের পশ্চাতে শুভবুদ্ধি পরিচালিত যেনিঃস্বার্থ পরোপ-কারের মহান্ সংস্কারের প্রেরণা রহিয়াছে সেকথা জনসাধারণ সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারাও আচার্যের আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। জমি

হইতে এই আন্দোলনকে বিস্তৃত করিয়া তিনি জনগণের অন্তর পরিবর্তনের কাজ পর্যন্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। সমগ্র জনগণ গ্রামকে একটি পরিবার হিসাবে এবং নিজেকে সেই পরিবারেরই একটি অংশরূপে ভাবিবে—এইভাবে ভূদান গ্রামদানেও পর্যবসতি হয়। বস্তুতঃ এই গ্রামদান প্রথাটি সমবায় চাষব্যবস্থার একটি অন্যতম অনুকূল অবস্থা।

আচার্য বিনোবাজীর ভূদান-আন্দোলন আজ আর কেবলমাত্র হায়দ্রাবাদে সীমাবদ্ধ নাই। তাহা আজ বহুদূর ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে। ইহা যথেষ্ট জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, এবং বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি আজ এই কার্যের মাধ্যমে জনগণ তথা দেশের সেবার আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই আন্দোলনের কার্য বিন্ধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবংগ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতেও বর্তমানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যিনি যাহা দান করেন তাহাই সাগ্রহে গ্রহণ করা হয় ও সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এই আন্দোলনের সফলতার জন্য আজ বহু ব্যক্তি যেমন অগ্রসর হইয়াছেন তেমনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারও নানাভাবে ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। অনেকেই মনে করেন যে একটা বিরাট বিপ্লব অতি ধীরে জাঁকজমকহীনভাবে ভারতে সংসাধিত হইতেছে।

তবে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমালোচনাও কেহ কেহ করেন। তাঁহাদের মতে যেভাবে বিনোবাজী জমি সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে অধিক জমি পাইবার আশা নাই। ভূমিসম্বন্ধীয় সমস্যা সরকারী আইন ব্যতীত সমাধান হওয়া সম্ভব নয়, কারণ বাধ্যতামূলক ব্যতীত নৈতিক কোন আবেদন কখনই সার্থকতা মণ্ডিত হয় না। ইহা ছাড়াও, আচার্যজী কর্তৃক সংগৃহীত জমি, তাহাদের মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিকৃষ্ট ধরণেরও উৎপাদিকা শক্তিবিহীন। জমিবণ্টনব্যবস্থাকেও কেহ কেহ সমালোচনা করেন এইভাবে যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে জমি বণ্টন করার ফলে সমবায় প্রথায় জমি চাষের সুফলগুলি পাওয়া সম্ভব হইবে না; এবং খণ্ড খণ্ড জমির উৎপাদনও তেমন বৃদ্ধি পাইবে না। তবে এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে আচার্যজীর ভূমি-আন্দোলন এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। প্রাথমিক পর্যায়ে নিরাশ হইবার মত বিশেষ ক্ষতি এই আন্দোলন দেশে করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং যদি আচার্যজীর সিদ্ধান্ত ও সংকল্প অনুযায়ী বহু ভূমিহীন

কৃষককে তিনি জমি দান করাইতে পারেন তো আমাদের ক্ষতি কি? ধৈর্যসহকারে এই আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করাই এখন সকলের কর্তব্য। বরং বিনোবাজীর পরিকল্পনাকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজন হইলে অগ্রসর হওয়াই উচিত।

ভূদান আন্দোলন যে আমাদের দৃষ্টিভংগীকে যথেষ্ট পরিবর্তন করিয়াছে সেকথা অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষের দীনদরিদ্রদের জন্য এরূপ একটি পরিকল্পনা সত্যই মৌলিক, ইহা অধিক সংখ্যক লোকের কল্যাণার্থে সত্যই এক অভাবনীয় ফল জগতকে দেখাইবে সেই বিশ্বাস লইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করাই কর্তব্য।

—ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা—

[C. U. B. Com. 1956 Eng. Comp]
[C. U. B. Com. Beng. Comp 1960]

(দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে বিজ্ঞাপনের অবদান অশেষ। কোন দ্রব্যের চাহিদার বিপুল বৃদ্ধি সেই দ্রব্যের যোগান তথা উৎপাদন বৃদ্ধিতে অনেকক্ষেত্রে সহায়তা করে।) চাহিদার বৃদ্ধি অর্থনৈতিক অনেক কারণেই হইয়া থাকে। তবে অনেক সময় ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহারকারী কোন বিশেষ দ্রব্যের গুণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত না থাকায় সেই দ্রব্যের চাহিদা প্রয়োজনানুরূপ নাও হইতে পারে। (উৎপাদক এবং ব্যবহারকারীগণকে এই দিক দিয়া প্রভূত পরিমাণ সহায়তা করিতে পারে—বিজ্ঞাপন।) সুতরাং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্র অপেক্ষাই অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ব্যক্তি বিজ্ঞাপনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করেন। (বস্তুতঃ ব্যবসাক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য করে বলিয়াই বিজ্ঞাপনের প্রসার বিশেষ ব্যাপকভাবেই দেশের সর্বত্র হইতেছে। ইহা আজকাল তাই ব্যবসাক্ষেত্র পরিক্রম পূর্ণ করিয়া অন্যান্য বহুক্ষেত্রেও প্রবেশ করিয়াছে, এবং সেইজন্যই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কলাকৌশল, চমৎকার মনোমুগ্ধকর উচ্চশ্রেণীর শিল্পের সুন্দর প্রকাশ বর্তমানে দেখা যাইতেছে।)

বিজ্ঞাপন এমন এক পদ্ধতি যাহা যে কোন জিনিসকে অত্যন্ত সুন্দর অথবা

অত্যন্ত ভাল প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে এবং পারেও। রাস্তায়, ঘাটে, ট্রামে, বাসে, সিনেমা হলে, দোকানে এবং এমন কি শ্মশানক্ষেত্রেও এইরূপ প্রয়াসের কি বিশাল সমারোহ-ই না দেখা যায়। অসংখ্য অর্থের অনাবশ্যক অপচয় বলিয়া অনেকেই অভিহিত করেন—ব্যবসাক্ষেত্রের এই অতি প্রয়োজনীয় মাধ্যমটিকে। কিন্তু একথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে এই সুপরিকল্পিত উপায়ে করা ব্যয়িত অর্থ অনেক বেশী আয়ের সংস্থান করে ব্যবসায়ীর। অনেক সময় সত্যই বিজ্ঞাপনের জোরে অনেক নিকৃষ্ট ধরনের দ্রব্য উৎকৃষ্ট ধরনের দ্রব্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণ চাহিদা সৃষ্টি হয়। যদি ভালভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, তাহা হইলে একটা দ্রব্যের চাহিদা যত সহজে বৃদ্ধি করা যায়, সেই জিনিসের গুণ বৃদ্ধি করিয়া তাহা অনেক সময়েই হয় না। সেইজন্যই গুণের সাথে সেই গুণকে আধুনিক রুচি অনুযায়ী লোকের সমক্ষে উন্নত ধরনের বিজ্ঞাপন মারফত প্রকাশ করার উপযোগিতাও অনেক। যে সমস্ত লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীও সুনামের সহিত পরিচালিত প্রচলিত ব্যবসা সমূহ দেখা যায় তাহারা হয়ত আজিকার এই প্রতিষ্ঠাও সুনাম অত সত্বর অর্জন করিতে পারিত না যদি না বিজ্ঞাপনের ব্যাপক বিস্তার খুব দ্রুত তালে বিভিন্ন দেশে সম্ভবপর হইত। সুতরাং, বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা ব্যবসাক্ষেত্রে সত্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক কালে বিজ্ঞানের উন্নতিতে বিজ্ঞাপনকেও অনেক উন্নত আকারেই প্রকাশিত দেখা যায়। বিভিন্ন সচিত্র ছোট ছোট কাহিনী মারফত দ্রব্যাদির গুণাবলী প্রচারের এক অভিনব পন্থা বর্তমানকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চলচ্চিত্রে এইভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়ারই রেওয়াজ অধিক। ইহার আকর্ষণও যথেষ্ট। তাহা ছাড়া, বই, কাগজ, মাসিকপত্র, রাস্তার দোকানের গায়ে প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানেও সচিত্র অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী সম্বলিত বিজ্ঞাপনের প্রভূত প্রকাশও দেখা যায়। সুন্দর একটি তরুণীর মনোমুগ্ধকর লাবণ্য মূর্তি, অথবা অতি সুস্থ সবলকায় একটি শিশুর কমনীয় কান্তি হইতে কোন গায়ের সাবান, স্নো, পাউডার অথবা শিশুর কোন খাদ্যের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস বিজ্ঞাপনে সচরাচরই দেখা যায়। অত্যন্ত ক্লান্তির মাঝে বিশেষ বিব্রত লেখককে এক কাপ লিপটনের চা অথবা একটা নামাজা সিগারেট যে কিরূপ সতেজ ও প্রাণবান করে তাহার সচিত্র বিজ্ঞাপনও অপ্রতুল নয়। মুমূর্ষু-ব্যক্তিকে জীবন দান করে যে মৃতসঞ্জীবনী সুধা এবং

দেখা যায় তাহার প্রভাব পূর্ব পাঞ্জাব এবং দিল্লীতেও ছড়াইয়া পড়ে ব্যাপক ভাবে। দুই অঞ্চলের বিপর্যস্ত লোকেরই তখন হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে স্বীয় সরকারের নিকট যাইয়া আত্মরক্ষার জন্য তীব্র আগ্রহ দেখা গেল। নিরূপায় ভারত ও পাকিস্তান সরকারও ঐ অঞ্চলের অধিবাসী বিনিময়ের জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল। পাকিস্তান হইতে আগত বিভিন্ন হিন্দু উদ্বাস্তুকে অল্পদিনেই ভারত সরকার রাজস্থান, দিল্লী, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে সুপরিকল্পিত উপায়ে পুনর্বাসন দান করিলেন। ঐ অঞ্চলে পরিত্যক্ত ঘর বাড়ীরও অভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয় নাই। তাহাছাড়া, ভারতে যেরূপ ৪৭ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তুর সমাগম হইয়াছিল, সেইরূপ ভারত হইতেও অন্যূন ৫০ লক্ষ মুসলমান পাকিস্তানে শরণার্থী হইয়া গিয়াছিল। তাই ওখানকার সমস্যা সমাধানে ভারতকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ঠিক পাঞ্জাবের ন্যায় বাংলা বিভাগও অনুরূপ সমস্যার সৃষ্টি করে বাংলায়। এই সমস্যাই বর্তমানে অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়া দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জীবন রক্ষাকার্যে পাকিস্তানের ব্যর্থতা এবং অন্যান্য আরও বহু প্রকার অসাম্য বাঙ্গালী হিন্দুকে পূর্ববঙ্গের আপন বাস্তুত্যাগ করিয়া পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছে। অথচ পশ্চিম বাংলা হইতে পূর্ব বাংলায় আশ্রয়প্রার্থী হইয়া যাওয়া মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তাই পাকিস্তানকে এই বাস্তুহারা সমস্যা লইয়া ততটা বিব্রত দেখা যায় না যতটা ভারতকে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদের এই পুনর্বাসন সমস্যা লইয়া দেখা যায়। শরণার্থীর পুনর্বাসন সমস্যা এইভাবে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বিভাগের একটি প্রত্যক্ষ ফল।

যেরূপ অব্যবস্থা ও যেরূপ দুর্বিষহ অত্যাচারের ফলে পূর্ব পাকিস্তান হইতে হিন্দুগণ বাধ্য হইয়া নিজেদের বহুকালের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে সেই নৃশংস ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়ার কল্পনাও পাপ। আপন জন মনে করিয়া আপন মাতৃভূমিসম বাংলার আবহাওয়ার মাঝে ক্লেশপূর্ণ জীবনযাপনও করিতে আগ্রহশীল এসব ছিন্নমূল বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তু আজ চায় শুধু একটু আশ্রয়, জীবনধারণোপযোগী একটু কর্মসংস্থান এবং ভারতের নাগরিক অধিকার। সুদীর্ঘ দশ বৎসরেরও অধিক এই সমস্যায় জর্জরিত ভারতের জনসাধারণ আজ ধৈর্যহীন হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সুপরিকল্পিত নীতি অনুসারে এই সমস্ত বিপুলসংখ্যক

উদ্বাস্তু জনসাধারণের পুনর্বাসন সম্ভবপর না হইলে তাহারা বিপ্লবের মাধ্যমে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি রাষ্ট্রে সৃষ্টি করিতে পারে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যে সমস্যায় এইরূপভাবে জড়িত তাহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দান করা ও সেইভাবে তাহার সমাধানে অগ্রসর হওয়াই বিধেয়।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীর সমস্যা তাই আজ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে ব্রতী ভারত এক বিষম বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় জনসাধারণের পশ্চিম বাংলায় আগমনকে ঠিক শরণার্থীর আগমণ হিসাবে প্রতীয়মান হয় নাই। কারণ পূর্ববঙ্গে হয়ত তাহারা পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন এই আশায় সরকারও সুপরিকল্পিত কোন নীতি গ্রহণ করেন নাই। সাময়িককালীন অবস্থান হিসাবে ঐ ব্যক্তিদের আগমণ ধরা হইয়াছিল। তাহাছাড়া, কলিকাতা অথবা শহরতলী অঞ্চলে জনসাধারণের ভীড় প্রথম হইতেই এরূপ বেশী যে ঐসব স্থানে ইহাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ বা কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। বাঙ্গালী বাংলা দেশের নিকট বসবাস করিতে অত্যধিক আগ্রহশীল বলিয়াই তাহাদিগকে বাংলার বাহিরে বাসস্থান দেওয়ার প্রস্তাবও বিশেষ সমাদর বাংলায় হয় নাই। এই সব কারণ ছাড়াও যে কারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল এই যে পশ্চিম বাংলার কর্মকর্তাগণ প্রথমাবস্থায় এই সমস্যার গুরুত্ব ও প্রকৃতিকে অনুধাবন করিতে পারেন নাই। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দেয় টাকার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার তো হয়ই নাই উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঐ টাকা কেন্দ্রে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধানের পথে আরও একটি বাধা এই যে পাকিস্তান সরকার জীবন ও বাসভূমি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেও এই সমস্ত নির্যাতিত জনগণ আর পূর্ববঙ্গে নিজেদের বাস্তুভিটাতেও ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক নহেন।

নানাভাবে সরকার পূর্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদের পুনর্বাসন সমস্যা সমাধান করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত এই সব উদ্বাস্তুদের জন্য আশ্রয় শিবির কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হইয়াছে। এই সমস্ত শরণার্থীগণের ভরণপোষণের জন্য তাহাদের অর্থকরী সাহায্যপ্রভৃতিও দেওয়া হইয়াছে। তাহাছাড়া উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীগণের লেখাপড়ার জন্য বিনাবেতনে স্কুল কলেজে পড়িবার অনুমতি দান, বিভিন্ন যোগ্যতানুযায়ী জনগণকে কর্মে প্রবৃত্ত [illegible]রা, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতিতে

উদ্বাস্তুগণকেও সহায়তা করা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে সরকার উদ্বাস্তুগণের পুনর্বাসনও কর্মসংস্থান কার্যে প্রবৃত্ত হয়। পশ্চিম-বাংলায় সকলকে স্থায়ী বসবাসের জায়গা দিতে অসমর্থ হওয়ায়ই বর্তমানে সুদূর আন্দামান অঞ্চলেও দলে দলে উদ্বাস্তু পরিবারকে ভারত সরকার প্রেরণ করিতেছেন। কিছুকাল পূর্ব হইতে মধ্যপ্রদেশে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সরকার কতিপয় পরিবারকে সেইস্থানে স্থায়ী বাসস্থানের জন্য পাঠাইতেছেন। চাষোপযোগী জমিও অন্যান্য নানা সাহায্যও সেই প্রসঙ্গে করা হইতেছে। যাহাতে এই সমস্ত হতভাগ্য পরিবার চিরকালের মত সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে পারে তাহার জন্যই এই প্রয়াস। সরকারী নীতির সমালোচকগণ অবশ্য মনে করেন বাংলা দেশেই যে সমস্ত পতিত জমিও অব্যবহৃত ব্যবহারোপযোগী স্থান আছে সেইগুলির দ্বারাই এই উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান এখানে করা যাইত। বহু লোকই প্রথমাবস্থায় বাংলার বাহিরে গিয়া পুনর্বাসিত হইতে চায় নাই। অত্যন্ত অসুবিধা ও অসহায়তা-ই যে তাহাদের বাহির হইতে ফিরিতে বাধ্য করিয়াছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না। যে সমস্ত স্থানে তাহাদের প্রেরণ করা হয় সেস্থান তাহাদেব নিকট প্রিয় ও বাসোপযোগী করিয়া তুলিবার প্রয়াসের ব্যর্থতাই ঐরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্তমানে বিহার প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক পরিবারই বসবাস করিতেছে। এই উদ্বাস্তু সম্প্রদায়কে চিরকাল বসাইয়া খাওয়ান হউক, ইহা প্রার্থনা করা হয় নাই। অন্যান্য কর্মরত ব্যক্তির মত ইহারাও কর্মই চাহিয়াছে। কিন্তু সরকার যথেষ্ট কর্মসংস্থান যে·করিতে পারেন নাই সেকথা বর্তমানে ভারতে বেকারের সংখ্যা হইতেই অনুধাবন করা যায়। অবশ্য উক্ত বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ যে উদ্বাস্তু সমস্যা সেকথা অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ, বহু ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করিয়াছেন এই জাতীয় সমস্যাকে সমাধান করিতে, কিন্তু আরও দ্রুত ও আরও সুষ্ঠু সমাধান প্রয়োজন এই সমস্যার। যে বিপুল জনসাধারণ আজ ভারত-সরকারের হাতে, এবং সেই জনসাধারণের যে প্রচণ্ড কর্মক্ষমতা রহিয়াছে তাহা নিযুক্ত করিয়া সরকার শুধু কোন বিশেষ রাজ্যই নয় সমগ্র দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সক্ষম হইতে পারে এবং সম্পদ, শ্রী আর ঐশ্বর্য মণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারে এই ভারতকে। অকর্ষিত জমির কর্ষণ-ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিয়া, সমবায় পদ্ধতিতে চাষ ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া এবং বিপুল জনশক্তিকে কর্মে নিয়োজিত করিয়া দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ভারত করিতে পারে। পশ্চিম

বাংলার নিকটস্থ অঞ্চল সমূহে সম্ভবপর হইলে বাস্তুহারাগণকে বাসস্থান দান করা গেলে তাহাদের মানসিক শান্তিবৃদ্ধি তাহাদের কর্মশক্তি বৃদ্ধিতে যে যথেষ্ট সহায়ক হইবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাই অনিচ্ছুক বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর জন্য এইরূপ উপায়োদ্ভাবনও প্রয়োজন।

একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে আজিকার এই সমস্যা এই সমস্ত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ও শরণার্থীর কোনরূপ অবিবেচনার ফলে উদ্ভব হয় নাই। বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষয় করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে আত্মদানপরায়ণ এই সমস্ত সার্থক স্বাধীনতার উপাসকবৃন্দ আজ কোন অপরাধে গৃহহারা, সর্বহারা হইয়া পথে পথে ভিক্ষুকের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছে তাহাদের মনে উপজাত এই প্রশ্নের সরল উত্তর হয়ত আজ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অনেকেই দিতে পারিবেন না। কিন্তু একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে এই সমস্যা ভারত বিভাগেরই এবং সেই বিভাগ যাহারা মানিয়াছেন তাহাদেরই সুবিবেচনার অভাবের প্রত্যক্ষ ফল। যাহাহোক্, যাহারই অবিবেচনা বা ভ্রান্তনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণামই হউক না কেন—স্বাধীনতা আজ এই সম্প্রদায়ের নিকট অভিশাপের আকারে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহাদের মনের ক্ষোভ, ইহাদের অন্তরের গ্লানি অপনোদন করিয়া স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মানুষের মর্যাদা লইয়া নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে ও বাঁচিতে সর্বশক্তি নিয়োজন দ্বারা সহায়তা করিতে পারিলেই ভারত সরকার এই সম্প্রদায়ের অভিশাপ মুক্ত থাকিবেন। সময় সাপেক্ষ হইলেও ইচ্ছা থাকিলে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত সরকারী নীতি অবশ্যই এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর করিবে।

বাঙ্গালীর অর্থ নৈতিক জীবনে উৎসবের প্রভাব
[C. U. B. Com. 1955]

কথায় আছে—বাংলায় 'বারো মাসে তেরো পাবন'। উৎসব নানা কারণে এদেশে লাগিয়াই আছে। মানুষের প্রত্যহকার গ্লানি, দুঃখ, নিরাশা

করার বহু প্রকার মাধ্যম। বাঙ্গালী একাকী সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হইয়া সুখ উপভোগ করিতে কখনও সচেষ্ট থাকে নাই বলিয়াই তাহার এই উদার মনোভাবের সুপরিস্ফুট পরিচয় বহু লোক সমন্বিত হইয়া বিভিন্ন উৎসবের প্রকাশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই উৎসব সত্যই শ্রী ও কল্যাণমণ্ডিত।

দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, উপনয়ন শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই বাঙ্গালী একটা বিরাট উৎসবের আয়োজন করে ও সেই অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিজ আলয়ে আহ্বান করিয়া সকলের সহিত আনন্দ লাভের চেষ্টা করে। ইহাতে এই আনন্দানুষ্ঠানের হোতাকে যে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহা বলাই বাহুল্য। তবে অর্থ সংগ্রহ অর্থ ব্যয়ের জন্যই করা হয় বলিয়া অনেকে এইরূপ অর্থব্যয়ের অনুকূল অভিমতই পোষণ করেন। অন্যান্য বিভিন্ন দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা কবিলেও আমাদের বাংলায় উৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়কে সমর্থন না কবিয়া উপায় থাকে না। কেননা, সমস্ত দেশেই দেখা যায় উৎসবের জন্য একটা বড রকমের অংশ ব্যয়িত হয়। বাংলায়ও দেখা যায় বহু লোককে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসা কোন বিশেষ উৎসবকে বাঁচাইয়া বাখিবাব জন্য সর্বস্ব ব্যয় কবিবার এক ব্যর্থ প্রয়াস। নিজেদের পিত' প্রপিতামহের কৌলীন্য বজায় রাখিতে যাইয়া নিজেদের যে চরম অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে টানিয়া লইয়া যান একদল লোক, সেই সমস্ত উৎসবের প্রয়োজনীয়তা কতখানি এবং সমাজ জীবনে ও অর্থ নৈতিক জীবনের উপর উহার প্রভাব কি পবিমাণ তাহাব আলোচনা প্রয়োজন।

সমস্যা হইল, একজন লোক তাহাব সাধ্যের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করিয়া উৎসবেব আযোজন কবিবে কি না। বহু বাঙ্গালীই দেখা যায় ধার করিয়া, গৃহ বন্ধক রাখিয়া অথবা অন্যান্য অনেক হীনতা স্বীকার কবিয়াও অর্থের যোগাড কবে ও উৎসবকে ঔজ্জ্বল্যময় করিয়া লজ্জার হাত হইতে রক্ষা পায়। আমাদের দেশেব কৃষকগণ এই সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া ঋণভারে জর্জরিত হইযা চিরকালই সোনা ফলাইয়া ও ভিক্ষুকের মর্যাদা লইয়াও বাঁচিতে পারিল না। মেয়েব বিবাহে সামর্থ্য না থাকিলেও হাজার হাজার টাকা খরচ করিতে না পারিলে অনেকেই শান্তি পান না। টাকা খরচ করিতে সক্ষম হইলে কাহারও কিছু বলার থাকিবার নয়। বরং খরচই

উৎপাদনে বাড়াইতে একটি দেশকে প্রেরণা দেয়। খরচের উপযুক্ত অর্থ নাই বলিয়াই আজ ভারতের উন্নয়ন সম্ভবপর হইতেছে না এবং ভারতের অর্থ নাই অর্থে জনসাধারণের অর্থাভাব, দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানাভাব প্রভৃতি সূচিত করে। সুতরাং সামাজিক অথবা কোন উৎসবে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন। কিন্তু পিতৃপিতামহেব আমলের মর্যাদা রক্ষা করিতে যাইযা অসমর্থ ব্যক্তিগণ যখন অত্যধিক হীনতা স্বীকার করিয়াও উৎসবাদি সম্পন্ন কবেন তখন যে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে তাহারা সহায়তা করেন না তাহা তাহাবা বুঝিতে পাবেন না। তাহার অর্থ নৈতিক অস্বাচ্ছল্য দেখা যায অনেক ক্ষেত্রে মর্যাদা বক্ষাব এই ব্যর্থ প্রযাসে। এইভাবে সমাজের বহু লোকের মধ্যে যখন এইরূপ প্রযাস দেখা যায তখন সমগ্র সমাজেব অর্থ নৈতিক জীবনেব উপব তাহাব গভীব প্রভাব বাড়িবেই। ইহা হইতে সঞ্জাত মানসিক অশান্তি, অর্থ নৈতিক দুরাবস্থা প্রভৃতি সমস্তই দেশকে সমগ্রভাবে প্রভাবিত কবিযা অর্থনীতিব মূল পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিতে উদ্যত হয। তবে যাহাব সামর্থ্য আছে সে যে সাধ্য অনুযাযী খরচ কবিবে না সেকথাও বলা ঠিক না, কেননা ঐরূপ পবিস্থিতিতে একটি লোককে কৃপণ ছাডা কিছু বলা চলে না। আব কোন দেশেব অর্থ নৈতিক জীবনে কৃপণের অবস্থিতি বিপজ্জনক মনে হয। সেইজন্যই মাথাব ঘাম পাযে ফেলিযা রোজগাব কবা টাকা সেই পযন্তই উৎসবে ব্যয কবিযা অর্থ নৈতিক ক্রিযাকলাপকে সক্রিয কবা যায ও চিন্তাশীল ব্যক্তিব সমর্থন পাওযা যায, যতক্ষণ পর্যন্ত অবশ্য প্রযোজনীয বস্তুব উপব খবচেব পব উদ্বৃত্ত অংশ একজন লোকেব হাতে থাকে।

উৎসবকে একেবাবেই অপ্রয়োজনীয বলিযা উডাইয়া দেওযা চলে না। বাঙ্গালীব প্রাণশক্তিব কেন্দ্রে বহিযাছে এই উৎসব। পবিশ্রম কবিবাব শক্তির উৎসই তো উৎসব। সমাজেব কল্যাণে মানুষ নিজেব কল্যাণ দেখে, সমাজেব আনন্দে মানুষ নিজেব আনন্দ খুঁজিযা পায যে উৎসবে তাহাব প্রয়োজনীয়তা যে কিরূপ বিপুল তাহা সহজেই অনুমান করা যায। তাহা ছাডা অর্থ ব্যয হইলে সেই অর্থ দেশেব অর্থ নৈতিক পবিস্থিতিকে প্রভাবিত কবিবেই। একজনের হাত হইতে অন্যেব এবং এইভাবে সমস্ত সমাজেব মধ্যে অর্থ ছডাইয়া দিযা উৎসব অর্থ নৈতিক অবস্থার উপব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তাব করে। কেননা যে অর্থ উৎসবে ব্যয়িত হয় সেই অর্থই উৎপাদন ব্যাপারে

বিনিয়োগ হইয়া আরও অর্থের সংস্থানে সহায়তা করে। সুতরাং উৎসবের প্রয়োজন অর্থনীতির দিক দিয়া খুবই বেশী।

বাঙ্গালীর উৎসবের মধ্যে শুধু যে আনন্দেরই সন্ধান বাঙ্গালী পায় তাহাই নহে ইহার মধ্যে লোক শিক্ষারও যথেষ্ট আয়োজন এবং উপকরণ আছে। মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা আজ যেহেতু এই সমস্ত উৎসবগুলি জনসমক্ষে বিত্ত প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পায় অধিক তাই তাহার প্রয়োজনীয়তাও অনেকাংশে কমিয়া আসিতেছে। মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা বাঙ্গালীর উৎসবে আজ দেখা যায়, অথচ একদিন মানুষকে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই এইরূপ উৎসবের মাধ্যমে সমবেত হইতে প্রেরণা পাইতে দেখা গিয়াছিল। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক জীবনে উৎসবের যতটুকু প্রয়োজনীয়তা আছে আজ বিত্ত দেখাইতে যাইয়া বাঙ্গালী চিত্তের সংকীর্ণতার মধ্যে সেই সুমহান নীতির কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। অসমর্থ লোক বহু অনাবশ্যক খরচ করিয়া অপচয়ের মাঝে আপনার অন্তরের ঔদার্য দেখাইতে যাইয়া সামগ্রিক কল্যাণকে ব্যাহতই করেন।

ভারতের জাতীয় ভাষা সমস্যা

[C. U. B. Com. 1954]

ভাবের আদান-প্রদান করিবার জন্য মানুষ যে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে, জাতীয় জীবনে তাহার প্রভাব প্রবল। জাতির সুখদুঃখ, শিক্ষাসংস্কৃতি, আশা-কামনা প্রভৃতি সব কিছুরই প্রকাশের বাহন তাহার ভাষা। তাই সভ্য জাতি সর্বপ্রথম ভাষার সমৃদ্ধিতে হয় সচেষ্ট। ভারতবর্ষও সুদীর্ঘ দুইশত বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি মুক্ত হওয়ার পর এই ভাষা সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধানে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে।

ভারতে বহু ভাষা বর্তমান। বাংলা, পাঞ্জাবী, তেলেগু, তামিল, উড়িয়া, গুজরাটী, কানাড়ি, আসামী, মালয়ালম, মারাঠী, হিন্দী প্রভৃতি ১৪টি বিভিন্ন ভাষা ভারতে বর্তমানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পর শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সবকিছুর বাহন ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে একটি জাতীয় ভাষার প্রয়োজন অন্যান্য স্বাধীন জাতির ন্যায় ভারতও বিশেষভাবে অনুভব

করে। সুদীর্ঘ ২০০ শত বৎসরের ইংরাজ প্রাধান্যের ফলে ইংরাজের ঐশ্বর্যময় বিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানবিদ্যার বহু উপকরনের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী ইংরাজী ভাষাও ভারত ব্যাপকভাবেই অনুশীলন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাই বিদেশীরা এদেশ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সময় পর্যন্ত কোন বিশেষ একটি ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠিবার যথাযথ অবকাশ এদেশে পায় নাই। ফলে ইংরাজ এদেশ ত্যাগ করিবার মুহূর্তে ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার মত মনোভাব বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দেখা দেয় নাই। সেইজন্যই তখন ইংরাজী ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে সাময়িকভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া প্রধান ১৪টি ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু জাতীয় ভাষা হিসাবে যেভাবে হিন্দী ধীরে ধীরে রূপলাভ করিতে থাকে তাহাতে অন্য প্রদেশের লোকেরা অত্যন্ত ক্ষুন্ন হয়। ফলে হিন্দীকে কেন্দ্র করিয়াই এক ভাষাসম্বন্ধেই অভাবনীয় বিক্ষোভ সমস্ত দেশে দেখা দেয়। নিজেদের মধ্যে যে অখণ্ড ঐক্য ভারতবাসী বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বর্তমানের পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে, ভাষা সমস্যা আজ সেই ঐক্যের মূলেই কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত; এবং ইহাতে সন্দেহ নাই যে অতি সত্বর ইহার সুষ্ঠু সমাধান না হইলে ইহাই দেশকে একটি অতি সংকটময় পরিস্থিতির পথে টানিয়া লইয়া যাইবে।

ভাষা সমস্যার সমাধানকল্পে অনেকে ইংরাজী ভাষাকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার কথা চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সমগ্র বিশ্বের সহিত ভারতের পরিচয়ের মাধ্যম ইংরাজী ভাষা। এই ভাষা শুধু জ্ঞান সম্পদে ঐশ্বর্যশালী নয়, ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হইতে ও রাজনৈতিক জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করিতে ইহার অবদান অপরিসীম। ইহাছাড়া, বৈদেশিক বিভিন্ন জাতির সহিত সম্পর্ক রাখার মাধ্যম হিসাবেও এই ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা এখনও ভারতে পরিপুষ্ট হয় নাই। একদল ব্যক্তি ইংরাজীকে ভারতে মাতৃভাষা করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাহারা নিজেদের অভারতীয় মনে করেন না। অথচ ইংরাজীকে উচ্ছেদ করিবার সিদ্ধান্ত লওয়ার সময় এই সম্প্রদায়ের অসুবিধার কথা স্মরণ করা হয় নাই। অপর পক্ষে, ইংরাজী ভাষার সংরক্ষণের বিরুদ্ধবাদী-গণ মনে করেন যে ইংরাজী ভাষা জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হইলে জাতির উন্নত ভাষাগুলি কখনই উন্নততর হইবার সুযোগ পাইবে না। অথচ এই দেশের ভাষাগুলি জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিলে

ইংরাজী অথবা অন্য দেশের কোন ভাষারই শরণাপন্ন ভারতকে হইতে হইবে না। কিন্তু ইংরাজীকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হইলে কোন ভাষাই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে না। ইহা ছাড়াও এই দল মনে করেন যে ইংরাজী ভাষা অধিকাংশ ভারতবাসীই জানেন না। সুতরাং ভারতের ন্যায় এইরূপ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে ভারতের ভাষার সহিত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির একটি ভাষাকে (ইংরাজীকে) কখনই চিরকালের জন্য গ্রহণ করা যায় না, তবে অধিকাংশ লোকই ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে সরকারী কাজকর্ম এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপার আরও কিছুকাল চালাইয়া যাওয়ার বিশেষ পক্ষপাতী। অবশ্য ইহা সত্য যে শুধুমাত্র ইংরাজী অথবা ইংরাজী এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির চিরস্থায়ী সমাধান নাই। ইহাকে চিরকালের মত সকলের উপযোগী করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত সরকারীভাষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী হিন্দীকে জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব দেশে যেরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে ঐ ভাষার গুণ ও দোষগুলি বিচার করা বিশেষ প্রয়োজন। হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করার পশ্চাতে প্রধান যুক্তি এই যে হিন্দীভাষার সংখ্যা ভারতে খুবই বেশী। অন্যান্য ভাষার তুলনায় সর্বভারতীয় যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে হিন্দীর দাবিকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া যায়। তবে একথা স্মরণ রাখা উচিত, যে ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া লওয়া হইবে তাহা যেন যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু হিন্দী সম্বন্ধে বলা যায় ইহাও একটি আঞ্চলিক ভাষা, এবং বাংলা বা আরও অন্যান্য বিভিন্ন ভাষা অপেক্ষাও ইহার সাংস্কৃতিক মর্যাদা অত্যন্ত কম। শুধু অপরিণতই নহে এই ভাষার ব্যাকরণের জটিলতাও খুবই! তাই এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে এই মুহূর্তে গ্রহণ করা হইলে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে না বলিয়াই অনেকে ধারণা করেন। অথচ যাহারা অহিন্দীভাষী তাহারা পরীক্ষা, চাকুরী প্রভৃতি সর্বব্যাপারেই হিন্দীভাষায় পারদর্শীদের সহিত প্রতিযোগিতায় নিজেদের বিশেষ বিপদাপন্ন মনে করিবে। হিন্দীভাষার সমৃদ্ধির জন্য স্বভাবতঃ অর্থও অধিক ব্যয়িত হইবে, ফলে অহিন্দীভাষার উন্নতি সুদূরপরাহত হইবে, এবং অহিন্দী-ভাষীদিগকে অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিশেষভাবে এই কারণেই চিন্তাশীল জনগণ একথা অনুভব

করেন যে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপাইতে চেষ্টা করা বর্তমানের পরিস্থিতিতে মোটেই যুক্তিযুক্ত হইবে না। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ভারতের জনগণ আজ ধৈর্যের সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এই অবস্থায় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই ভাষা সমস্যাকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে সমাধান করিতে উদ্যত হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই সমস্যাকে সমাধান করার জন্য সম্যক চিন্তা ও যথেষ্ট ধৈর্যের প্রয়োজন।

বিভিন্ন ব্যক্তি এই ভাষা সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব করিয়াছেন। হিন্দীভাষার প্রবল দাবী দেখিয়া অনেকে ইংরাজী ভাষারই পক্ষে মতামত পেশ করিয়াছেন। অনেকে অনেকগুলি ভাষার ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন ভাষা অঞ্চল স্থাপনের পক্ষপাতী। সেই সব অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা উন্নত ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হইবে। দুই, তিনটি ও ততোধিক ভাষার প্রচলন কোন কোন দেশে দেখা যায়। ভারতেও এই ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন অনেক ব্যক্তি। অনেকে আবার ইংরাজীর সহিত প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে একই সাথে কেন্দ্রে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে অনুমোদন করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে এই ব্যবস্থায় জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে ও ফলে তাহারা প্রাদেশিকতা বিস্মৃত হইয়া ভাষাগত সমস্যাটিকে ধীরে ধীরে সমাধান করিতে সক্ষম হইবে। আবার কেহ কেহ সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করিতে বিশেষ আগ্রহশীল। আধুনিক অধিকাংশ ভারতীয় ভাষারই মূল উৎস সংস্কৃত। ইহার মধ্যে রহিয়াছে এক ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য। এই ভাষার প্রাধান্য প্রাগইসলাম যুগ ও মুসলমান যুগেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া এই ভাষার ব্যাকরণকে সামান্য সহজ করিলে এখনও ইহা খুবই দ্রুত শিক্ষা করা যাইবে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধবাদীগণ এই ভাষাকে জগতের সমস্ত প্রকার প্রয়োজন মিটাইবার অনুপযুক্ত মৃত ভাষা বলিয়া অভিহিত করিয়া ইহাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাহোক, এই অবস্থায়, কোন বিশেষ ভাষার প্রতি মোহাচ্ছন্ন না হইয়া ইংরাজী ও আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যের যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপার চলাই বিধেয়। সর্বভারতীয় পরীক্ষা ইংরাজীর মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অবশ্য আঞ্চলিক বা মাতৃভাষার বিকল্প ব্যবস্থাও চলিতে পারে। বিশ্বের গবাক্ষ হিসাবে ইংরাজীকে রাখাই যুক্তিযুক্ত। এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়ে জানিবার আমাদের অনেক কিছুই রহিয়াছে।

স্বীয়ভাষাকে পুষ্ট করিবার জন্ত ইংরাজীর অপরিহার্য প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইংরাজীকে শিক্ষা করিতে হইবে, এবং ভারতীয় কোন্ ভাষা বিশেষ পুষ্টি লাভ করে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে ও তাহাকেই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় ভূষিত করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। অত্যন্ত দ্রুত কোন ভাষাকে সকলের উপর চাপানোর মধ্যে যে বিপদ রহিয়াছে তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে কোন বিশেষ শক্তির বলে বলীয়ান হইয়া কোন বিশেষ ভাষাকে বলপূর্বক গণতান্ত্রিকতার মুখোস পরিয়া অগণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের উপর চাপাইয়া জাতির সামগ্রিক কল্যাণ ব্যাহত কবিবার কোন অধিকার কাহারও নাই। তাহাতে সমস্যার সমাধান হয় না, হয় বহু নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব। সুখের বিষয় ইংবাজীকে সহকারী ভাষা হিসাবে চালানো হইবে, এবং যতকাল পর্যন্ত না অহিন্দীভাষীগণ চাহেন হিন্দীভাষাকে জোর করিয়া চাপানো হইবে না—এই মর্মে সম্প্রতি ভাবত সবকার এক আশ্বাস দিয়াছেন।

বিজ্ঞানের উন্নতি ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ
[C. U. B. Com. 1959]

পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আয়ু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসিযা পৌঁছিযাছেন। তাঁহাদেব মতে বর্তমান পৃথিবীব আয়ু ন্যূনাধিক ২০০ কোটি বৎসব। কিন্তু পৃথিবীব বুকে মানুষ প্রথম কবে এবং কিরূপে আবির্ভূত হইয়াছে এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আজ পর্যন্ত মানুষ পৌঁছিতে পারে নাই। ভারতীয বেদ পুরানাদি মতে ইহার মধ্যে অন্ততঃ ৪৬ বাব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগ সৃষ্টিস্থিতিলযক্রমে পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিযাছে। ইতিহাসের ধাবাবাহিকতা খ্রীষ্ট জন্মের দুই তিন হাজার বৎসরেব উর্ধে টানিযা নেওয়া কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নহে। সুতরাং ভারতের তথা বিভিন্ন দেশেব পুবাণাদিতে প্রসঙ্গক্রমে মানুষেব অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে তাহা কবির নিরঙ্কুশ কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বা অগ্রাহ্য করা ছাড়া কোন উপায় নাই। কারণ এই সম্বন্ধে হাতে কলমে প্রমাণ করিয়া দেখাইবার লোকের যেরূপ অভাব তদনুকূল প্রাচীন নথিপত্রেরও অভাব। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত এবং বর্তমানযুগে প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত। মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই মানবজাতির অতীতের ইতিহাসের কাহিনী ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা শ্রেয়। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে

[illegible]
বাঁচিয়া থাকার জন্য মানুষকে করিতে হইয়াছিল প্রকৃতি এবং [illegible]
প্রাণীদের সহিত জীবনমরণ সংগ্রাম। এই সংগ্রামে বহু প্রাণীই নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পাইয়াছে এবং মানুষজাতি ছাড়া অন্য কোন জাতীয় প্রাণীই নিজেদের সেই অতীতকালের স্থিতাবস্থা হইতে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। পক্ষাদি-উপায়ন, নখদন্তাদি-প্রহরণ, চর্মাদি আবরণ এবং শারীরিক শক্তির বিচারে মানুষ জাতি ছিল পশুপক্ষী সরীসৃপাদি অপরাপর অধিকাংশ প্রাণী হইতেই অসহায়। কিন্তু সহজাত বিচারবুদ্ধির পরিচালনায় ও ক্রমোৎকর্ষতা সাধনায় মানুষ আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলা যায়। শীততাপক্লিষ্ট, ঝটিকা বন্যাদি বিধ্বস্ত গুহানিবাসী অতীত মানব জাতির বংশধরগণ আজ সুরম্য হর্ম্যে বাস করিতেছে, হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি অতিকায় হিংস্র প্রাণীসমূহ আজ তাহাদের বশীভূত। আকাশ, বাতাস আগুন, জল ও স্থল এই পঞ্চ-ভৌতিক প্রকৃতির উপাদানও আজ আংশিকভাবে মানুষের বশীভূত। মানুষের এই দিগ্বিজয় অভিযানে প্রধান সহায় হইল তাহার বুদ্ধিবৃত্তি। এই বুদ্ধির সাহায্যেই নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া মানুষ তাহার এই জয় যাত্রার অভিযান চালাইতেছে, এবং তাহার অবিরাম গতি অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। অতীতের তুলনায় বর্তমানের মানুষ যে সকল অঘটন ঘটন সম্ভব করিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। নিরীক্ষা ও সমীক্ষা মূলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব আজ তাহার বিশেষ কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে না। অপার অতল সমুদ্রের জলরাশি আর তাহার পথরোধ করিতে পারে না। বিদ্যুৎ আজ পরিচারকের ন্যায় তাহার সেবা করিতেছে। আকাশের বুকে সে পাখীর মত অনায়াসে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যেই যে এই সব সম্ভব হইয়াছে সে কথা আজ বলাই বাহুল্য।

আজকাল বিজ্ঞান যেরূপ দ্রুত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে দূর ভবিষ্যতে মানুষ যে কোথায় গিয়া পৌঁছাইবে তাহা বলা সুকঠিন। বর্তমানে বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ আবিষ্কার হইল পরমাণু বিভাজন এবং মহাশূন্যে অভিযান বা পঞ্চম মহাসাগরে অভিযান। এতকাল মানুষের বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসা সীমাবদ্ধ ছিল পৃথিবীর আবহাওয়ার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার মধ্যে। এবার বিজ্ঞানের অভিযান হইল পঞ্চম মহাসাগরের অকূল পাথারে কূলের সন্ধানে। এই

অভিযানের অভিযাত্রীগণ অতীতের কলম্বসের অনিশ্চিত অভিযানের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বিজ্ঞান আজ বহুসহস্রগুণে উন্নত। প্রত্যেক ব্যাপারেই বিজ্ঞান মানুষকে নির্ভুলভাবে সাহায্য করিতেছে। সুতরাং বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের কলম্বসের ন্যায় অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে চলিতে হইতেছে না। তবে তাহাদের এই অভিযানের সমস্যা অধিকতর জটিল। পঞ্চম মহাসাগরের সৈকতে অন্ততঃ ১০ কোটি সৌরমণ্ডল আছে। আমরা যে সূর্যমণ্ডলে বাস করি তাহাতে ১০টি গ্রহ এবং ৩০টি উপগ্রহের সন্ধান আমরা আজ পর্যন্ত পাইয়াছি। ইহাছাড়া প্রায় ৬ হাজার পুঞ্জগ্রহের (astroids) সন্ধানও বিজ্ঞান আমাদিগকে দিয়াছে। এই সকল গ্রহ উপগ্রহই হইল মহাশূন্য সমুদ্রের একটি একটি স্টেশন। পৃথিবীর মধ্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে আমরা জানি যে আমাদের গন্তব্যস্থান নির্দিষ্ট জায়গাই থাকিবে। কিন্তু মহাসমুদ্রে যাত্রার গন্তব্যস্থানগুলি নিত্য ঘূর্ণয়মান। প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহই তাহার নির্দিষ্ট কক্ষে নিত্য ভ্রমণশীল। এই সকল ভ্রাম্যমান গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হইলে বহু হিসাব করিয়া দিগনির্ণয় ও জাহাজের গতিপথ স্থির করিতে হইবে। স্বয়ংক্রিয় পরিগণন যন্ত্র ছাড়া এই হিসাব করা সম্ভব নহে। মহাকাশের যাত্রীকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে মহাশূন্যের বিভিন্ন বিন্দুতে মহাকর্ষের পরিমাণ বিভিন্ন এবং সমুদ্রের গতির সঙ্গে একই বিন্দুতে মহাকর্ষের তারতম্য ঘটে। মহাকর্ষের হিসাবের সমস্যা একটু গরমিল হইলেই তাহাদের যান গন্তব্যস্থলের বহু লক্ষ মাইল দূরে চলিয়া যাইবে।

এই সকল সমস্যার প্রাথমিক পর্ব সমাধান করিয়া সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ মহাশূন্যে একটি কৃত্রিম গ্রহ সৃষ্টি করিয়া চন্দ্রলোকে পৌঁছিবার একটি স্টেশন স্থাপন করিয়াছেন এবং চন্দ্রগ্রহ পর্যন্ত তাহাদের "রকেট" পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছেন। মহাজগৎ বিজয়ের প্রথম ধাপ চন্দ্রলোকে "রকেট" পাঠাইয়া রুশ বৈজ্ঞানিকগণ যে অভিযান শুরু করিয়াছেন তাহাতে মহাজগৎ বিজয়ের আশাকে আর অসার কল্পনা বলা যায় না। এখন বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করেন যে তাঁহারা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, নেপচুন ও প্লুটো প্রভৃতি সৌরমণ্ডলস্থিত যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহে যাতায়াত করিয়া সৌরমণ্ডল বিজয়কাহিনী সম্পূর্ণ করিবে ও অপরাপর সৌরমণ্ডলেও গ্রহ-উপগ্রহে অভিযান চালাইবার চিন্তা করিবে।

পরমাণবিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের মনে ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি

করিয়াছে। হিরোসিমা নাগাসিকার ধ্বংসলীলা স্মরণ করিয়া আতঙ্কিত হয় না এমন জাতি নাই। হিরোসিমা ধ্বংসের পরেও পারমাণিক বিজ্ঞান আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন পারমাণিক বিজ্ঞান গবেষণার সাহায্যে যে সকল মারণাস্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে তাহার কয়েকটি প্রয়োগ করিলেই এই পৃথিবী মহাশূন্যে মিলাইয়া যাইবার পক্ষে যথেষ্ট। পৃথিবী আজ পরস্পর দুইটি রাজনৈতিক ব্লকে বিভক্ত। একদলের নেতা সোভিয়েট রুশ আর একদলের নেতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। উভয় পক্ষের আয়ত্তেই এই ভীষণ মারণাস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে আছে। শত্রুপক্ষ ধ্বংসের সংগে সংগে আত্মবিলুপ্তি ঘটিবে এই ভয়েই কোন পক্ষ এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছে না, কিন্তু কোন মানুষের সাময়িক উত্তেজনার ও অসংযমের ফলে যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীর এই দুর্দিন আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে এরূপ আশংকা অনেকেরই মনে উদয় হয়।

জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে যে প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষ সম্বন্ধ ইহার মূলে রহিয়াছে অর্থনৈতিক সমস্যা। মানুষের আশা-আকাংখার তুলনায় পৃথিবী হইয়া পড়িয়াছে অতিশয় ক্ষুদ্র। কতটা জায়গা অধিকার করিতে পারিলে এবং কি পরিমাণ সম্পদ উৎপন্ন করিতে পারিলে তাহাদের এই আশা আকাংখার তৃপ্তি হইবে কোন জাতিই তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারে না এবং জানেও না। বিজ্ঞানের চরম উন্নতির মাধ্যমে সকলের উপর প্রভুত্বের এক মহা-সমারোহের বিস্ময়কর প্রচেষ্টা সমস্ত জাতি ও দেশের মধ্যেই আজ পরিলক্ষিত। মহাশূন্য বিজয় ত্বরান্বিত করিবার জন্য সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ ফোটন রকেট আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই সমস্ত আবিষ্কার সফল হইলে সময় এবং দূরত্বের বাধা মানুষের কোন ব্যাপারে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারিবে না। অনন্ত মহাশূন্যে অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র কাহারও কোন বাধা সৃষ্টি না করিয়া যেরূপভাবে অনন্ত কাল ধরিয়া আপন কক্ষের গতিপথে চলিতেছে বিজ্ঞানের চরম উন্নতিতে মানুষের পক্ষেও সেইরূপ সম্ভাবনা বর্তমান। অর্থনৈতিক সমস্যা হইতে উদ্ভূত মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষ হয়ত দূরীভূত হইতে পারে যদি বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মহাজগৎ বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া মানুষ অনন্ত জগৎকে তাহার ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারে।

কিন্তু এই অসম্ভব কি মানুষের জীবনে সম্ভব হইবে? পূর্বাপর বিবেচনা করিলে এইরূপ ভবিষ্যৎ মানুষ জাতির পক্ষে কল্পনা করা যায় না। জ্ঞানবৃক্ষের

ফল খাইয়া সে তাহার প্রাপ্ত স্বর্গ হারাইয়াছে। সুতরাং তাহার পক্ষে নূতন করিয়া স্বর্গ রচনা করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। জ্ঞানবৃক্ষের ফল গ্রহণের সংগে সংগে তাহার ভিতর বাসা বাঁধিয়াছে লোভ, অসংযম, কপটতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি পশুবৃত্তি। যে নির্মল সহজ সরল জ্ঞানে মানুষ আত্মতৃপ্ত ও আনন্দময় থাকিতে পারে সেই সহজ সরল জ্ঞানের স্থান গ্রহণ করিয়াছে পশুভাব মিশ্রিত কূটবুদ্ধি ও অযৌক্তিক বিচার। সর্পবেশী শয়তানের প্রেরণায় যে পশুভাব মানুষের হৃদয়ে-আশ্রয় নিয়াছে তাহা হইতে মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত মানুষের পক্ষে স্বর্গসুখ অনুভব করা সম্ভব নহে।

সুতরাং চিন্তাশীল মানুষমাত্রেই ভাবিতেছে কবে এই দুই ব্লকের ব্যক্তি বিশেষ অথবা একাধিক ব্যক্তির অসংযমের ফলে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি ও আশীর্বাদ নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া যাইবে এবং মানুষ আবার তাহার আদিম পূর্ব পশুভাবে ফিরিয়া যাইবে।

মানুষ বনাম কল

(C. U. B. Com. 1958)

সৃষ্টির আদিতে মানুষকে আপাতদৃষ্টিতে প্রায় অসহায় অবস্থায় প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগ ও অতিকায় মহাশক্তিধর হিংস্র প্রাণীদের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হইয়াছিল। জীবন সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে ব্যাহত করিয়া মানুষ আজ সর্বত্রই তাহার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে অন্ততঃ আংশিকভাবে সমর্থ হইয়াছে একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। যে শক্তি মানুষকে এই অসাধ্য সাধনে সমর্থ করিয়াছে তাহাকে এক কথায় বলা যায় বিচার-বুদ্ধি। কোন অবস্থায় কি উপায়ে প্রতিকূল শক্তিকে অভিভূত করা যায় তাহা বিচার করিবার শক্তি ও প্রতিকারের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করার ক্ষমতা মানুষ এই বিচার বুদ্ধি হইতেই পাইয়াছে। এই বিচার বুদ্ধির সাহায্যে বিবিধ মারণ অস্ত্রের আবিষ্কার করিয়া সে অধিকতর শক্তিশালী প্রাণীদের সংহার ও বশীভূত করিয়াছে। গৃহ-দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া সে একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে আপনাকে বাঁচাইয়াছে অপরদিকে প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছে।

প্রকৃতির মূল উপাদান আকাশ, বাতাস, আগুন, জল ও মাটির উপরে মানুষ আজ আংশিকভাবে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। এই বিচার-বুদ্ধির নির্দেশে মানুষ যে সকল উপায় আবিষ্কার করিয়া আজ পৃথিবীতে তথা মহাবিশ্বে আপনার স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত করিতে চলিয়াছে সামগ্রিকভাবে তাহারই নাম কল। এই কলের নামান্তর কৌশল, ইহা পণ্ডিত সম্মত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জন্যই গীতায় বলিয়াছেন—"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। এই যোগ শব্দের অর্থ উর্ধপদ হেটমুণ্ড তপস্যা নহে। এই যোগের অর্থ হইল অপ্রাপ্ত সংযোগ এবং শ্লোকটির অর্থ হইল যে বস্তু লাভ হয় নাই তাহা লাভের জন্য চাই কর্মের কৌশল। মানুষ এই কল বা কৌশলের সাহায্যে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের জন্য প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিল গিরিগুহা, প্রস্তরাস্ত্র, বল্কল বসন, চর্ম বসন, অগ্নি প্রভৃতি, ও পরবর্তীকালে আবিষ্কার করিয়াছে সুরম্য হর্ম্য, লৌহাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, সূক্ষ্ম বসন, বয়ন যন্ত্র, পশুযান, বাষ্পীয় যান, বিদ্যুৎ যান, রেডিও, গ্রামোফোন, টেলিফোন, টেলিভিসন বিভিন্ন কৃষিযন্ত্র, অন্যান্য বহু মহাযন্ত্র এবং আরও কত কি। এই কলের সাহায্যেই মানুষ আজ রকেট চালিত যানে মহাজগৎ বিজয়াভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কল মানুষের কত উপকারী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক কথায় বলা যায় যে কলের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচুর্য দ্বারাই আজ বিভিন্ন মানবজাতির শক্তির ও সভ্যতার মান নির্ধারিত হয়। মূলকথা কলকেই আজ মানব আপনার পরম উপকারক বান্ধব মনে করে। যে সকল দেশ কলের উন্নতিতে এখনও পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তাহাদের অভাব পূরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

কিন্তু পরম উপকারক এই কল আজ মানবজাতির এক প্রবল এবং মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রথমতঃ একটি কল বা মহাযন্ত্রের সাহায্যে মাত্র কয়েকটি লোক নিয়াই সহস্রাধিক লোকের কাজ করা যায়। যে সকল দেশের জনসংখ্যা কম এবং কর্মক্ষেত্র বিশাল তাহারা এই সকল মহাযন্ত্রকে পরম বান্ধব এখনও মনে করে, কিন্তু যে সকল দেশে জনসংখ্যা প্রচুর, কর্মক্ষেত্রের প্রসার বেশী নাই সেই সকল দেশে এই কলের জন্য বহুলোক বৃত্তিহারা বেকার হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কলের সাহায্যে কলের মালিকগণ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে এবং কলের কর্মীগণ উপযুক্ত মজুরীর অভাবে দিন দিন দৈন্যদশায় পতিত হইতেছে।

এই কলের প্রাদুর্ভাবে পৃথিবীতে এখন চার শ্রেণীর জাতি বিভাগ হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণী হইল কলের মালিক যাহাদের বলা হয় ধনিক সম্প্রদায়। দ্বিতীয় শ্রেণী হইল কলের কর্মী যাহারা মজুরীর বিনিময়ে এই সকল কল চালু রাখিবার কাজে নিযুক্ত থাকে। ইহাদের সংজ্ঞা হইল মজদুর। তৃতীয় শ্রেণী হইল বৃত্তিহীন দুঃস্থের দল—ইহাদের সংজ্ঞা হইল বেকার। চতুর্থ শ্রেণী হইল শাসক সম্প্রদায়—ইহারা বণিকদের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা কম হইলেও শক্তিতে ধনিক সম্প্রদায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ মালিক ও শাসক হিসাবে দেশের সম্পদ তাহাদেরই হাতে। ধনিকদের অত্যাচার বা জুলুমের প্রতিকারকল্পে মজদুরগণ ইউনিয়নের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রয়াস পায়। ধর্মঘট ইত্যাদি সহযোগে উপযুক্ত মজুরী আদায়ের প্রচেষ্টা তাহাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার প্রথম কারণ—তাহাদের আয় এত কম যে কিছুদিন ধর্মঘট করিয়া বসিয়া থাকিলেই তাহাদিগকে সপরিবারে অনাহারে থাকিতে হয়। দ্বিতীয় কারণ হইল—বেকারের সংখ্যা এত বেশী যে কলের মালিক যে কোন মজুরীতেই নূতন মজদুর সংগ্রহ করিতে পারে। তৃতীয় কারণ হইল ধনিক সম্প্রদায় বা কলের মালিক কিছুকাল কল বন্ধ রাখিয়া কিছু ক্ষতি স্বীকার করিলেও তাহাতে তাহাদের সঞ্চিত অর্থের উপর বিশেষ হাত পড়ে না; ফলে ২।১ মাস চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহাদের ক্ষতি হয় না মোটেই, অথচ প্রাণের দায়ে কাজে প্রত্যাগত পরাজিত মজদুর-গণকে মালিকদের সর্তানুসারে পুনর্নিয়োগ করা সম্ভবপর হয়। নানারূপ লাঞ্ছনা-দ্বারা পুনর্নিযুক্ত মজদুরগণের সাহায্যে ক্ষতিকে পুনরুদ্ধার করাও ফলে খুব অসম্ভব হয় না। ধর্মঘট এবং মজদুর বিভ্রাটের ব্যাপক প্রকাশকে রোধ করিবার জন্য মালিক সম্প্রদায় 'ওয়েলফেয়ার' বিভাগ প্রবর্তন করিয়াছেন, মজদুরদের ইউনিয়নকে স্বীকৃতিদান করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের এই কূটচালেও মজদুরদের বিশেষ সুবিধা হইতেছে না। তাহাদের অসন্তোষ প্রশমিত না হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়ের মজদুর ও বেকারদের উপর এইরূপ অত্যাচার ও প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হইয়াছে যাহাদের সহায়তায় কল তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং কল যে মানুষের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইহাছাড়া, এই সকল কলের সাহায্যে এটম্ বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি যে সকল মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে কল যে এখন সমগ্র মানবজাতিরই এক প্রবল ও মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পরিণত হইয়াছে তাহাতে কোন সংশয়ই নাই। পৃথিবীর সকল শ্রেণীর নরনারীই এই মারণাস্ত্রের

ভয়াবহতা ও ধ্বংসলীলা জানিবার সুযোগ পাইয়াছে। একটিমাত্র বোমায় জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসিকার বুকে যে ধ্বংসলীলা প্রকটিত হইয়াছিল, ঐ জাতীয় এবং উহা হইতেও ভীষণ প্রচুর মারণাস্ত্র কলের সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া সোভিয়েট ও আমেরিকা এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির রণ-সম্ভার বৃদ্ধি করিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে গত মহাযুদ্ধের পর হইতে এক ঠাণ্ডা লড়াই চলিতেছে। উভয় দলই পাল্লা দিয়া কলের সাহায্যে এই মারণাস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট, এবং উভয়ের অধিকারে এত বেশী অস্ত্র সঞ্চিত হইয়াছে যে তাহার একটা সামান্য অংশই নাকি সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করিবার পক্ষে যথেষ্ট। পৃথিবীর সকল জাতির শাসক, ধনিক, শ্রমিক, বেকার ও অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ই আজ এই মারণাস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং ঐ সমস্ত মারাত্মক মারণাস্ত্র তৈয়ারীর মূল যে কল, উহা যে মানবজাতির কি ভীষণ আততায়ী হইয়া উঠিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। কলের তৈয়ারী উপকারী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাই আজ মানুষকে উহার উপকারিতা সম্বন্ধে ততটা আগ্রহান্বিত করে না যতটা নিরুৎসাহ ও চিন্তান্বিত করে মানুষের সহিত তাহার এই ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী রূপ।

কলের ভয়ে সকল জাতি U. N. O. তে মিলিত হইয়া এই সম্ভাব্য বিপদের প্রতিকারের কথা চিন্তা করিতেছে। বিবদমান দুই ব্লকের রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত একত্রে মিলিত হইয়া এই সম্ভাব্য বিপদের প্রতিকার পন্থা আবিষ্কার করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং মানুষের নিজের গড়া কল মানুষের এখন কত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রবর্তনে মানুষের জীবনটাও বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রচালিত হইয়া যাইতেছে। কারখানায় যন্ত্রপাতির প্রসার শ্রমিকদের নৈতিক চরিত্রকেও প্রভাবিত করিতে পারে। ইহা শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নহে, ইহা সমগ্র মানব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু, অর্থনৈতিক দিক হইতে চিন্তা করিলে, বিশেষতঃ অনগ্রসর দেশগুলির দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে চিন্তা করিলে কলের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে আমাদের সামগ্রিক স্বার্থে কিভাবে কলের সদ্ব্যবহার করা যায়। একদিকে যেমন ইহা ধ্বংসের ইংগিত দেয়, অপরদিকে ইহা যেন আমাদের নিরাপত্তার পথ সুগম রাখে, সেইদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ভারতের সমবায় কৃষিব্যবস্থা

সমবায় কৃষিব্যবস্থা বলিতে বুঝায় "যৌথ ব্যবস্থাপনায় জমির একত্রীকরণ" ("Pooling of lands under joint management")। যে পদ্ধতিতে জমির একত্রীকরণ করা হয় তাহা অনমনীয় নহে। সাধারণতঃ নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতি অনুযায়ী জমিগুলি যৌথ ব্যবস্থাপনার অধীনে একত্রিত হয়:—(১) জমির মালিকগণ নিজেদের জমির উপর মালিকানা রাখিতে পারেন; কিন্তু, জমিগুলির ব্যবস্থাপন একটি কেন্দ্র হইতে হয় এবং জমির মালিকগণ তাহাদের মালিকানার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ-সূচক অর্থ অথবা আয়ের অংশ পাইতে পারেন; (২) জমির মালিকগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমবায় সমিতির নিকট নিজেদের জমি ইজারা দিতে পারেন এবং ইহার পরিবর্তে চুক্তি অনুযায়ী খাজনা পাইতে পারেন; (৩) জমির মালিকানা সমবায় সমিতিকে অর্পণ করা যাইতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট-ব্যক্তিগণ জমির মূল্য অনুপাতে শেয়ার পাইতে পারেন।

সমবায় কৃষিব্যবস্থাকে যদি গণতন্ত্র সম্মত হইতে হয়, তবে ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকে।

(১) জমির মালিকানা ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের হাতেই থাকে; (২) বিভিন্ন জমিখণ্ডকে একটি মাত্র কেন্দ্রের অধীনে সংগঠিত করা হয়; (৩) সদস্যগণ তাঁহাদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন; (৪) সংগঠনের কাজ যৌথব্যবস্থায় করা হয়; এবং (৫) লাভের কিছু অংশ রিজার্ভ তহবিলের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। জাতিসংঘ "Rural Progress through Co-operation" এই মর্মে যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যদি কোন অনগ্রসর দেশ কোন গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তবে সমবায় কৃষিব্যবস্থা তাহার সহিত খুব ভাল ভাবে খাপ খাইবে। ("Co-operative farming ideally fits into the system of re-oriented land tenures in an underdeveloped country determined to achieve economic development by means of democratic principles of planning.")

বর্তমানে ভারতে কৃষির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন করা খুবই যুক্তিসংগত।

ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখিয়া সমবায় প্রথায় কাজ করিলে ব্যক্তিগত মালিকানার যে অনুপ্রেরণা (incentive) আছে তাহার ফলে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। ইহা ছাড়াও, সমবায় প্রথায় কৃষিকাজের অন্যান্য অনেক সুবিধা আছে যথা, বড় বড় খামার গঠন করিতে পারিলে বৃহৎ শিল্পের সুবিধাগুলি (economies of large scale production) অর্জন করা সম্ভব। ইহার সাহায্যে আর্থিক অনটন দূর করাও সম্ভব। কেননা এক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী উভয় প্রকার ঋণসংগ্রহ করা সুবিধাজনক। তাহা ছাড়া, ইহার সাহায্যে ট্রাক্টর প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা সম্ভব হয় এবং সরকারী কৃষি দপ্তরের সহিত যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। সরকারের পক্ষেও ছোট ছোট খামারের সাহায্য করিবার পরিবর্তে বড় বড় সমবায়ী খামারগুলিকে নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়। সুতরাং সমবায় প্রথায় কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠন করিতে পারিলে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক চরিত্রই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

ভারতের কৃষিক্ষেত্রে আমরা জমির যে উপবিভাজন ও বিখণ্ডন দেখিতে পাই তাহাও সমবায় খামারের মারফৎ বন্ধ করা যাইতে পারে। ভারতে ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য দুইটি; (১) অনগ্রসর কৃষি কাঠামোয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার পথে যে সকল অসুবিধা আছে সেগুলি দূর করা, এবং (২) এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যেখানে যত দ্রুত সম্ভবপর উৎপাদনশীল কৃষি-অর্থনীতি (agrarian economy) গঠন করা যায়। সমবায় কৃষির মধ্যে আমরা এই দুইটি উদ্দেশ্য কার্যকরী হইতে দেখিতে পাই। গ্রামীণ অঞ্চলের বেকার সমস্যার সমাধানেও সমবায় কৃষি কিছু পরিমাণে উপকারী।

কৃষকগণ যাহাতে স্বেচ্ছায় সমবায় প্রথায় চাষ-আবাদ করে সেইজন্য প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কতিপয় সুপারিশ প্রদান করা হইয়াছিল। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে আমাদের দেশ হইতে এক প্রতিনিধিমণ্ডলী চীনদেশের সমবায় খামারগুলি পরিদর্শন করিতে যান। তাঁহারা সেখানে ১৯টি সমবায় খামার পরিদর্শন করেন। রাশিয়ার মত চীনে বাধ্যতামূলকভাবে যৌথ খামার গঠন করা হয় নাই। তাঁহাদের মতে চীনের সমবায় খামারগুলি আধা-সমাজতান্ত্রিক (semi-socialist)। আমাদের দেশের কৃষি সমবায়ের

ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি উক্ত প্রতিনিধিমণ্ডলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহাদের মতে আগামী চার বৎসরের জন্য প্রতি ৮০টি গ্রামের সমষ্টির মধ্যে অন্ততঃ ১টি সমবায় কৃষি সমিতি থাকা উচিত; তাহাতে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমগ্রদেশে দশহাজার সমবায় কৃষি সমিতি গঠিত হইবে। এই প্রতিনিধিমণ্ডলী খুব বড় আকারের সমবায় খামার গঠনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। কারণ তাহাতে আমলাতন্ত্রের প্রসার লাভ করার সম্ভাবনা থাকিবে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যৌথ সমবায় কৃষি ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনেই সমবায় কৃষিব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাহা ছাড়া সম্প্রতি গ্রামবাসীগণ যাহাতে স্বেচ্ছায় সেবা-সমবায় (service co-operatives) গঠন করে, সেজন্য তাহাদের উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে। সেবা-সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ সমবায়ের ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইবে। যদি কাহারও নিজের হাতে জমি রাখিবার ব্যাপারে উর্ধতম সীমা (ceiling) নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তবে সমবায় কৃষি ব্যবস্থা চালু করা সহজতর হইবে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমবায় কৃষি ব্যবস্থার যে কর্মসূচী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার প্রধান ত্রুটি এই যে জমির একত্রীকরণ এবং সমবায়ের ভিত্তিতে আবাদ এই দুইটি আলাদা জিনিষকে একই জিনিষ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। ইহাতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হয়। সর্বপ্রথম কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া তাহাদের অবস্থা উন্নত করিতে হইবে। ডক্টর স্িলারের (Dr. Schillar) মতে ছোট ছোট জোতে ব্যক্তিগত আবাদ করিয়া বিনিয়োগের কর্মসূচী, জিনিষ সরবরাহ এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা সব কিছুই সমবায় সমিতির মারফৎ করা উচিত।

ভারতে সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার পথে কতিপয় অসুবিধা দেখা যায়। প্রথমতঃ ভারতীয় কৃষকদের তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণাগুলি সমবায় গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্রে প্রচণ্ডতম বাধার সৃষ্টি করিবে বলিয়া আশংকা করা হয়। কিন্তু যথোপযুক্ত শিক্ষা ও প্রচার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিলে এই বাধা দূর করা সম্ভবপর হইবে। কোন সংস্কার পরিকল্পনাই সাফল্যমণ্ডিত হয় না যদি তাহার পশ্চাতে প্রবল জনমত গড়িয়া তোলা না যায়। সচেতন জনমত গড়িয়া তুলিতে হইলে কৃষকদিগকে সমবায় খামারের গুণাগুণ বুঝাইবার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, সমবায় খামারগুলিতে প্রচুর অর্থনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে, নচেৎ বৃহৎ শিল্পের যে সকল সুযোগ সুবিধা (economies) সেগুলি গ্রহণ করা হইবে না। সেইজন্য সরকারকে আর্থিক প্রয়োজনীয়তার বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করা সম্ভব হইবে। ইহার ফলে যথেষ্ট কম শ্রমে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। ইহা একদিকে যেমন আর্থিক পুনর্গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়; অন্যদিকে তেমনি ইহাতে বেকার সমস্যা বাড়িয়া যাইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। সেইজন্য গ্রাম্য ও কুটিরশিল্প প্রসারের দিকে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে হইবে। তাহা হইলে কৃষিতে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার আংশিক সুরাহা হইবে।

চতুর্থতঃ, এই ধরনের কৃষি ব্যবস্থার যে কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে তাহার একান্ত অভাব। সেইজন্য সমবায় কৃষির অন্যতম প্রধান প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষার প্রসার। সরকারকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, নতুবা সমবায় কৃষি গঠনের পরিকল্পনা সার্থক হইবে না।

সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে উপরোক্ত অসুবিধাগুলি থাকিলেও ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সেজন্য ভারত সরকার সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্রতী হইয়াছেন। যাঁহারা দেশে স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে যৌথ সমবায় সমিতি (Joint co-operative farming society) প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে কিভাবে আর্থিক এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, কারিগরি জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে সেই সম্পর্কে একটি কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য ১৯৫৯ সালের জুন মাসে ভারত সরকার একটি কার্যকারী দল (Working Team) গঠন করিয়াছিলেন। সেই দলের সভাপতি ছিলেন শ্রীনিজলিংগাপ্পা। এই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় দেশে প্রতিটি জেলায় "উন্নয়ন-ব্লক"গুলির পর্যায়ে সমবায় কৃষিব্যবস্থা চালু করিতে হইবে; তবে এই ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ কি হইবে সে সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত কর্মসূচী পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

সমবায় কৃষিব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু করিবার পথে অনেক অসুবিধা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু, দেশের গ্রামীণ জীবনের মান যদি আরও উন্নত করিতে হয়, জমির উপবিভাজন এবং বিখণ্ডন যদি দূর করিতে হয়, দেশের

(১৯৪০) দেখা যায়, মাথাপিছু উৎপাদকগণ গড়ে কদাচিৎ ২০ মণের বেশী পাট বিক্রয় করে।

ফড়িয়া এবং ব্যাপারীগণ হাটে অথবা প্রাথমিক বাজারে পাট আনিয়া তাহা বড় বড় ব্যবসায়ীগণের নিকট (আড়তদার) বিক্রয় করেন। আড়তদার-গণ তাহা বস্তানির্মাণকারকদের (kutcha balers) নিকট বিক্রয় করেন। এই সকল কেনাবেচা হয় মাধ্যমিক বাজারগুলিতে, যেগুলিতে যানবাহনের এবং মাল মজুত রাখিবার সুবন্দোবস্ত থাকে। প্রধান এবং সর্বশেষ বাজার হইল কলিকাতা।

প্রাথমিক বাজারে মূল্য নির্ধারণে যানবাহন ব্যবস্থার বিশেষ প্রভাব থাকে। সেখানে জিনিষের গুণের অথবা প্রকার ভেদের জন্য মূল্যের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যদি জিনিষের গুণের অবনতি হয় তবে ক্রেতাগণ কিছু বাট্টা দাবী করেন। প্রাথমিক বাজারে এবং গ্রামে বিক্রেতাগণকে অনেক খেসারত দিতে হয়,—যেমন ওজনে কম হইবার জন্য, আড়তদারী, দালালী, যাচনদারী প্রভৃতির জন্য। বস্তা নির্মাণের জন্যও কিছু খেসারত প্রদান করিতে হয়।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিচালনায়ও পাট শিল্পের কিছু উন্নতি হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে আমাদের দেশে পাটের উৎপাদন ছিল ৩'৩ মিলিয়ন বেইল; ১৯৬০-৬১ সালে, অর্থাৎ, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে পাটের উৎপাদন হইয়াছে ৫'৫ মিলিয়ন বেইল। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায়, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় আমাদের দেশ নিজেদের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মিটাইয়াও বিদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট রপ্তানী করিতে পারিবে। পাটের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য প্রয়োজন হইতেছে উন্নততর বীজ বণ্টন করা, পাট পচাইবার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা, পরে মূল্য পরিশোধ করা হইবে এই ভিত্তিতে সার সরবরাহ করা এবং উন্নততর কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার করা।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই পর্যায়ে কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও এই প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বৈদেশিক বাজারগুলিতে পাটের বিকল্প সামগ্রীর

উৎপাদন এবং ব্যবহার বাড়িতে আরম্ভ করিলেও মাল বাঁধার সস্তা সামগ্রী হিসাবে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যজনক নহে। কম খরচায় অধিক উৎপাদনের প্রচেষ্টায় চটকলগুলির বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। পাটের বাজারকে আরও উন্নত করিতে হইলে নিয়ন্ত্রিত বাজার (Regulated Market) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং মাল মজুত রাখিবার আরও সুবন্দোবস্ত (Storage facilities) করিতে হইবে। তাহা ছাড়া ক্রমে ক্রমে পাটশিল্পকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সংস্কার করিবার জন্য রাষ্ট্রকে চেষ্টা করিতে হইবে।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা

আজকাল অনেক দেশেই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বা (Mixed Economy) দেখা যায়। আমাদের দেশে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ভারতে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা গৃহীত হইবার প্রধান কারণ হইতেছে এই যে ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র কোনটিই সম্পূর্ণভাবে এদেশে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই দোষ গুণ আছে। ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বেসরকারী প্রয়াস থাকার দরুন উৎপাদন বেশী হইবার সম্ভাবনা থাকে। যাহারা ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাহাদের কাছে এই ধরণের অর্থ-ব্যবস্থার একটি বিশেষ আবেদন আছে। কিন্তু, ধনতন্ত্রে আয় এবং ধনের বৈষম্য থাকার দরুন শ্রেণী-সংগ্রামের সম্ভাবনা থাকে; সেজন্য অনেক দেশেই আজ ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অপরদিকে সমাজতন্ত্রে শ্রেণী-বৈষম্য এবং ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হয় বলিয়া এবং আয় ও ধনের ন্যায়সংগত সম বণ্টন হয় বলিয়া অনেকেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পছন্দ করেন। কিন্তু, সমাজতন্ত্রও দোষমুক্ত নয়। সমাজতন্ত্রে ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণার অভাব থাকে, প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি অথবা সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না এবং সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকে। এজন্য অনেক দেশ সম্পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র গ্রহণ করিতে চায় না।

ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র উভয়ই এককভাবে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় কোন কোন দেশ মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার (Mixed Economy) প্রবর্তন করিয়াছে।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় একটি সরকারী ক্ষেত্র (Public Sector) এবং একটি বেসরকারী ক্ষেত্র (Private Sector) থাকে। সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়ের সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন শিল্প রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের অধীনে উন্নত হয়। সমাজতন্ত্রের যাহা কিছু ভাল তাহা সরকারী ক্ষেত্রে দেখা যায়। যদিও এই ব্যবস্থায় আয় এবং ধনের বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে দূর হয় না, তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি হইবার সময় শ্রমিক শোষণ (যেমনটি ধনতন্ত্রে দেখা যায়) দেখা যায় না। তাহা ছাড়া, অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ খুবই প্রয়োজনীয়। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ক্ষেত্রে কতিপয় শিল্প উন্নত হইলেও এই ব্যবস্থায় বেসরকারী প্রযাস এবং কর্মোত্তমকে উপেক্ষা করা হয় না। বেসরকারী ক্ষেত্রে সমুদয় শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানায় উন্নত হয়। সুতরাং মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় আমরা একদিকে দেখিতে পাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু উপাদান এবং অপরদিকে দেখিতে পাই অর্থ নৈতিক গণতন্ত্রের (Economic Democracy) উপাদান। এই ব্যবস্থায় একদিকে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দোষগুলি দূর করার চেষ্টা করা হয় এবং অপরদিকে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের গুণগুলি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। একদিকে শিল্পমালিকদের স্বাধীনভাবে শ্রমিক নিয়োগ করার অধিকার দেওয়া হয়; অপরদিকে শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তার (Social security) ব্যবস্থা করে এবং সর্বনিম্ন মজুরীর হার (minimum wage rate) নির্ধারিত করে। আবার বেসরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত থাকে। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে একটি কল্যাণ-রাষ্ট্র (welfare State) প্রতিষ্ঠা করা এবং এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করা যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা সামাজিক স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা হইলেও ব্যক্তিগত স্বার্থকেও উপেক্ষা করা হয় না। আধুনিককালে যে সকল রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক হইতে চাহে না এবং দেশে একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী সরকার গঠিত হোক্ তাহা চাহে না অথচ সম্পূর্ণভাবে ধনতন্ত্রের সমর্থক হয় না এবং ব্যক্তিগত শিল্পপ্রয়াস টিকাইয়া রাখিতে চায়, সেই সকল রাষ্ট্রই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বাছিয়া লয়। ভারতবর্ষও ইহার শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৪৮ সালে

ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত-শিল্পনীতিতে এই দেশে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করার নীতি অবলম্বিত হয়।

১৯৫৬ সালে ঘোষিত শিল্পনীতিতে ভারতবর্ষের শিল্পকাঠামোয় বেসরকারী ক্ষেত্র অপেক্ষা সরকারী ক্ষেত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা ধনতন্ত্র অপেক্ষা সমাজতন্ত্রের দিকে বেশীভাবে ঝুঁকিয়াছে। কারণ মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার মধ্যেই ভারত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে একটি সমাজ গঠন করিতে চায়। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে যে সমাজ গঠিত হইবে তাহাও সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক হইবে না; অথচ সেখানে সরকারী ক্ষেত্রের প্রাধান্য থাকিবে। ভারতের শিল্পনীতি অনুযায়ী ভারতের শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে 'ক' শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলির উপর সম্পূর্ণভাবে সরকারী কর্তৃত্ব থাকিবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বুনিয়াদ হইতেছে এই শিল্পগুলি। সুতরাং এই শিল্পগুলি যদি সরকারী তত্ত্বাবধানে উন্নত হয় তবে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় হইবে।

শুধু ভারতেই নহে, পোলাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশেও মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। তবে এই দেশগুলি কমিউনিষ্ট বা সাম্যবাদী সমাজ-দর্শনের প্রতি অনেকাংশে অনুরক্ত। কিন্তু, ভারত মূলতঃ গণতন্ত্রের সমর্থক। স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার, এই তত্ত্বে ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে। মানুষের স্বাধীনতার মধ্যেই নিহিত থাকে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, এই বিশ্বাস ভারতবর্ষের আছে। সেজন্যই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে গণতান্ত্রিক করিতে হইলে সম্পূর্ণভাবে সরকারী অর্থ-ব্যবস্থা (Public Economy) গ্রহণ না করিয়া মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ভারতবর্ষ এই মধ্য পন্থাই গ্রহণ করিয়াছে।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার একটি সমস্যা হইতেছে এই যে সরকারী ক্ষেত্রে এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের সীমারেখা কি হইবে তাহা নিরূপণ করা। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারী বিনিয়োগ বাড়ান অথবা কমান হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্র অপেক্ষা বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্র অপেক্ষা সরকারী ক্ষেত্রের উপর অধিকতর গুরুত্ব

আরোপ করা হয়। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও ইহা করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে সরকারী ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করিতেই হইবে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে। অনগ্রসর দেশগুলিতে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন করিতে হইলে রাষ্ট্রকে অগ্রণী হইতে হয়। সেজন্য অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে মিশ্র-অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করাই প্রকৃষ্ট পথ।

ঘাটতি অর্থসংস্থান

আধুনিককালে যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে ঘাটতি অর্থসংস্থানের (Deficit Financing) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কিন্তু, আগেকার দিনের অর্থবিজ্ঞানীগণ ঘাটতি অর্থসংস্থানের নীতি সমর্থন করিতেন না। যখন বাজেটে আয় হইতে খরচের পরিমাণ বেশী হয়, তখন ইহাকে ঘাটতি বাজেট (Deficit budget) বলা হয়। এই ঘাটতি দূর করার জন্য যে অর্থসংস্থান করা হয়, তাহাকেই বলা হয় ঘাটতি অর্থসংস্থান (Deficit Financing)। এই ঘাটতি দূর করার জন্য সরকার সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যমূলক ব্যাংক অথবা জনসাধারণ এবং বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। যখন সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে টাকা ধার করে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ধারের বিপক্ষে নূতন টাকা ছাপায়। সুতরাং ঘাটতি অর্থসংস্থানের জন্য যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে সরকার ঋণ গ্রহণ করে তবে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু, নূতন টাকা ছাপা হইলেই যে মুদ্রাস্ফীতি হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। নূতন টাকা ছাপা হইলে লোকের ক্রয়শক্তি এবং সক্রিয় চাহিদা (effective demand) বাড়িয়া যায়। যে পরিমাণে চাহিদা বাড়িবে সেই পরিমাণে যদি জিনিষপত্রের যোগান বাড়ে, তবে মুদ্রাস্ফীতি হয় না। অপর পক্ষে যদি লোকের ক্রয়শক্তি ও চাহিদা বাড়িবার সংগে সংগে জিনিষপত্রের যোগান না বাড়ে, তবে দেশে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যায় ও মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং যদি দেশে মূলধনের স্বল্পতা, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার অভাব, অর্থনৈতিক উন্নতির এই জাতীয় প্রতিবন্ধক (bottlenecks) থাকে, তবে প্রয়োজনমত যোগান বাড়ান

যায় না এবং ঘাটতি অর্থসংস্থানে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। যদি সরকার বাণিজ্য মূলক ব্যাংকগুলির নিকট হইতে টাকা ধার করেন, তবেও কিছু পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইবে। কিন্তু যদি সরকার জনসাধারণের কাছ হইতে টাকা ধার করে তবে তাহা বিশেষ মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে না।

কিন্তু, উন্নত দেশগুলিতে ঘাটতি অর্থসংস্থানের পক্ষে অন্য একটি যুক্তির অবতারণা করা হয়। ঘাটতি অর্থসংস্থানের ফলে উন্নত দেশে যে নূতন সক্রিয় চাহিদার সৃষ্টি হয় তাহা দেশের উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়। দেশের উৎপাদন এবং আয় বাড়িলে কর্মসংস্থানেরও সম্প্রসারণ হয়। মূলধনের স্বল্পতা, শ্রমিকদের কর্মক্ষমতার অভাব, প্রভৃতি প্রতিবন্ধক উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায় না। সুতরাং ঘাটতি অর্থসংস্থানের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতেছে মূল্যস্তর বৃদ্ধি, এই যুক্তি উন্নত দেশগুলির পক্ষে সর্বদা খাটে না।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রথমে ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি অর্থসংস্থান সংস্থান করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল ; পরে ইহা প্রকৃতপক্ষে করা হয় ৯৪৮ কোটি টাকার পরিমাণ। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারতে ঘাটতি অর্থ-সংস্থানের দরুণ যে নূতন টাকার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়াছে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ আমদানী করিবার জন্য। যে পরিমাণ নূতন টাকা দেশের গুরুভার শিল্পগুলির উপর খরচ করা হইয়াছিল সেগুলি জিনিষপত্রের দাম বাড়াইবার সহায়ক হইয়াছে। সুবিপুল ঘাটতি অর্থ সংস্থান যে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিতে পারে সে বিষয়ে অধ্যাপক সিনয় (Prof. Shenoy) পূর্বেই পরিকল্পনা কমিশনকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য অধ্যাপক ক্যালডরও (Prof. Kaldor) বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ কোন অবস্থায় ৭৫০ কোটি হইতে ৮০০ কোটি টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। সীমাহীন ঘাটতি ব্যয়কে কখনই সমর্থন করা উচিত নয়। ঘাটতি ব্যয় হেতু যে অতিরিক্ত টাকার সৃষ্টি হয়, অনগ্রসর দেশে তাহার অধিকাংশই শ্রম-প্রধান উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে (Labour-intensive method of production) খরচ করা উচিত। গ্রামীন ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পগুলির দ্রুত উন্নতি করিতে পারিলেও মুদ্রাস্ফীতি কিছু পরিমাণে নিবারণ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, যে অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা হইবে, তাহা এক সংগে ব্যয় না করিয়া ক্রমে ক্রমে ব্যয় করা উচিত। ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিণতি স্বরূপ যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে তাহার

হাত হইতে দেশকে বাঁচাইতে হইলে একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যনীতি (Price policy) সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া, বিনিয়োগ করা এবং বিনিয়োগের ফল পাইবার মধ্যে যাহাতে সময়ের স্বল্প ব্যবধান (Short fruition lags) থাকে, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই দ্রুত বিনিয়োগ প্রণালী গৃহীত হইলে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা হইতে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি তাহার ভিত্তিতেই তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ খুবই কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা ৫৫০ কোটি টাকায় সীমিত করা হইয়াছে। তবে আমাদের এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় আরও একটু বাড়ান যাইত ; অন্তত, ইহা ৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ান যাইত। তাহা হইলে দেশবাসীর উপর করের বোঝা আরও কম হইত। ভারতে ঘাটতি অর্থসংস্থানের নীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সরকারী কর্মচারীদের এই নীতি সম্যকভাবে পরিচালন করিবার মত যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করা উচিত। উন্নতির পথে দেশকে লইয়া যাইতে হইলে কিছু না কিছু ঘাটতি ব্যয় সব দেশকেই করিতে হয়। তবে দেখিতে হইবে, ইহা যেন মাত্রা ছাড়াইয়া না যায় এবং তীব্র মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি না করে।

বাংলার পল্লী উন্নয়ন সমস্যা

যে পল্লীকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা তথা ভারতের জীবনপ্রবাহ এককালে আবর্তিত হইয়াছে সেই পল্লী অনাদর ও অবহেলায় হতশ্রী হইয়া দেশের বহুবিধ সমস্যার ন্যায়ই আজ একটি অন্যতম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যের বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাবে সাময়িক আনন্দ ও উৎসবাদির বিভিন্ন উপকরণের প্রাচুর্য আজ শহরে পরিলক্ষিত হয়। আর সমস্ত দুঃখ, দৈন্য, অভাব এবং নিরানন্দ লইয়া পল্লীগুলি অনাদরে ও অবহেলায় পড়িয়া থাকে আবর্জনার

ন্যায়। পল্লীর উন্নতি ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নতি কখনই সম্ভবপর নয়। তাই পল্লীর উন্নয়ন সমস্যা সমাধানে সর্বাগ্রে অগ্রসর হওয়া উচিত।

শিক্ষার অভাবে, কুসংস্কারে, দারিদ্র্যে জর্জরিত পল্লীবাসী। তাহারা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক হইতে বর্জিত। এখানে জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা ও শিল্পের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ, কল ও শিল্পের আকর্ষণে এবং অর্থনৈতিক চাপে জনসাধারণ যতই পল্লী হইতে শহরাভিমুখে চলিয়াছে ততই পল্লীর অবস্থা দুর্দশাপূর্ণ হইতেছে। পল্লীজীবনে একটা স্থিতাবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে।

বলিষ্ঠ পরিকল্পনা সহযোগে কৃষি, শিল্প, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন করিতে হইবে। পল্লীর আকর্ষণ আরও বাড়াইতে হইবে। সুন্দর শান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সহিত মিশাইতে হইবে শহরাঞ্চলের সমৃদ্ধিভরা জীবনের কর্মচাঞ্চল্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন মাধ্যমে শিক্ষিত জনগণকে পল্লী অঞ্চলে লইয়া যাইতে হইবে। একথা মনে রাখিতে হইবে যে শতকরা ৮০ জন ভারতের লোক এখনও পল্লীতেই বসবাস করে। তাই পল্লী হইতে না সরাইয়া লইয়া সেই জনগণকে শহরের সমস্ত সুখ সুবিধা দান করিয়া পল্লীর ভিতরেই শহরের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতে হইবে। নিরক্ষরতা দূর করিতে হইবে, লোককে গ্রামে ফিরাইবার জন্য আন্দোলন করিতে হইবে, পল্লীর কুটির শিল্পের পুনঃ সংস্কার করিতে হইবে—বড় বড় কারখানা পল্লীঅঞ্চলে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। গ্রামীণ শিল্পগুলিকে বাঁচাইবার জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যে ব্যবস্থা করিতে হইবে—তাহা না হইলে শহরের আকর্ষণ হইতে পল্লীবাসীকে মুক্ত করা যাইবে না এবং গ্রামগুলিকেও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে না। গ্রামের ধ্বংস ভারতের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত করিবে।

গ্রাম ও শহরের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুর সংমিশ্রণে গঠন করিতে হইবে আমাদের দেশ। শস্যশ্যামলা বাংলার যে মনোহর প্রাকৃতিক রূপ, তাহার আকর্ষণও যেমন রাখিতে হইবে জনগণের উপর তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানের দান, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি, শিক্ষার সংস্কার প্রভৃতিরও সংস্পর্শ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা চলিবে না। একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে পল্লীর উন্নয়ন ছাড়া জাতির সামগ্রিক উন্নতি কখনই সম্ভবপর নয়, এবং পল্লীর উন্নয়ন সমস্যা সমাধান করিতে পারিলে হাজার সমস্যা হইতে দেশকে মুক্ত করা আমাদের পক্ষে

সম্ভবপর হইবে। তাই গ্রামগুলিকে আধুনিকীকরণ করার চেষ্টায় সরকারকে সর্বশক্তি নিয়োগ দ্বারা অগ্রসর হইতে হইবে। গ্রামের অত্যধিক আলস্য ও সংকীর্ণতা এবং শহরের প্রয়োজনাতিরিক্ত কর্মচাঞ্চল্য বর্জন করিয়া দুইয়ের মাঝামাঝির একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে দেশকে উন্নত করার কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য কবি Longfellowর অনুসরণে ভারতকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে গ্রামের অনুভূতি এবং শহরের Passion-এর সংমিশ্রণে গ্রামের সংকীর্ণতা ও শহরের অতিপ্রগলভতা দূর হয়। Longfellowকে অনুসরণ করিয়া আমরা উপসংহারে বলিতে পারি :

"The country is a lyric, the town is dramatic. When mingled, they make most perfect musical drama."

আদমসুমারী

(লোক গণনা—Census)

আদমসুমারী অর্থে সাধারণভাবে "মাথাগুণতি" বোঝায়। তবে আধুনিক আদমসুমারী বলিতে আমরা বুঝি জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংখ্যার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। এক একটা অঞ্চলে কত লোক বাস করেন, তাঁহাদের কাহার কত বয়স, তাঁদের বৃত্তি, জীবিকা, প্রয়োজন ইত্যাদি সংগ্রহ করাকেই এক কথায় লোকগণনা বলা যায়। আদমসুমারী বা Census কথাটি প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে। দেশের জনসংখ্যা গণনা প্রচলন তখনই হয়। ভারতে লোকসংখ্যা গণনার উল্লেখ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে করধার্য ও সামরিক বাহিনীর কাজে নাগরিকদের দায়িত্ব নিরূপণ করাই ছিল আদমসুমারীর লক্ষ্য। সেই-জন্যই আদমসুমারী পদ্ধতি প্রাচীনকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে নাই। কিন্তু আদমসুমারীর প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করা যায় সামরিক রাষ্ট্র হইতে জন-কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। কানাডার নোভাস্কোশিয়াতে প্রথম জনগণনা আধুনিক পদ্ধতিতে করা হয়। আমেরিকায় ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের পর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে এবং ভারতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে

আদমসুমারী স্বীকৃত প্রথারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক আদমসুমারী পদ্ধতিতে সংগৃহীত সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির তথ্যাদি কেবলমাত্র পরি-সংখ্যানতত্ত্বের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইবে নির্ধারিত হয়, এবং স্থির হয়, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে যে আধুনিক লোকগণনার তথাদিকে করনিরূপণ অথবা সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

আধুনিক আদমসুমারী বা লোকগণনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সামাজিক সামগ্রিক কল্যাণের সহিত যে ইহা জড়িত তাহাই সর্বাগ্রে মনে আসে। উপযুক্ত খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা, অর্থনৈতিক শক্তি প্রভৃতির উন্নতির মাধ্যমে জাতির সমৃদ্ধির জন্য সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে তখনই সম্ভবপর হয় যখন ইহার সম্মুখে জাতির প্রয়োজন, সমস্যার বিরাটত্ব, জনসংখ্যার পরিমাণ ও তাহার প্রবণতা এবং জনশক্তির সম্ভাব্যতার পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র থাকে। সেই চিত্র সরবরাহের একমাত্র এবং নির্ভরযোগ্য উপায় সামগ্রিক আদমসুমারী বা লোকগণনা। আদমসুমারী মারফৎ দেশের সরকার বুঝিতে পারেন দেশের উন্নতি কতখানি হইয়াছে, জাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সরকার কতখানি সক্ষম হইয়াছেন, এবং আরও কি পরিমাণ সম্পদ দ্বারা জনগণের কল্যাণার্থে গৃহীত অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হয়। লোক গণনা এইভাবে সরকারের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অনুক্ষণ তাঁহাকে সজাগ রাখিবার প্রয়াস পায়। বর্তমানকালে সেইজন্যই লোক গণনা পদ্ধতি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

১৯৬১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারতে দশম আদমসুমারী কার্য সমাধা হইবে। প্রতি দশ বৎসর অন্তর ভারতে এইভাবে লোক গণনা করা হয়। এই কার্য যে কিরূপ বিরাট আকার ধারণ করে তাহা অনুধাবন করা যায় তখনই যখন উপলব্ধি করা যায় যে সমগ্র মানবজাতির এক ষষ্ঠমাংশ লোক ও তাহাদের খুঁটিনাটি তথ্যাদি গণনা ও সংগ্রহ করিতে হইবে আদমসুমারীর মাধ্যমে। যে বিরাট আকারে পরিকল্পনার কর্মসূচী ভারত গ্রহণ করিয়াছে তাহার জন্য নির্ভরযোগ্য আদমসুমারীর তথ্যাদি যে বিশেষ প্রয়োজন সেকথা অনস্বীকার্য। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর জন্য যুগোপযোগী যে উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন। আদম-সুমারীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলেই এই সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে।

প্রথমতঃ, পারিবারিক তথ্যাদি, চাষাবাদ ও পারিবারিক শিল্পাদির খুঁটিনাটি তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে লোকগণনার একটি প্রধান অঙ্গ। দ্বিতীয়তঃ, পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্বলিত তথ্য সংগ্রহ ও লোকগণনাকার্যেরই অংগীভূত। শিক্ষা, চাষাবাদে নিযুক্ত কিনা, ক্ষেতমজুর, শ্রমিক কিনা প্রভৃতি ব্যক্তিগত বিভিন্ন সংবাদাদি সংগ্রহের কাজও এই পর্যায়ে পড়ে। আসন্ন আদমসুমারীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল দেশের প্রায় ৫০০টি গ্রামে ব্যাপকভাবে সামাজিক-অর্থনীতিক পর্যবেক্ষণ কাজ চালানো। অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে লোকগণনার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় গৃহ নির্মাণ সংস্থার জন্য কিছু কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যও সংগ্রহ করা হইবে।

১০ ফেব্রুয়ারী হইতে ৩রা মার্চের সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই পর্যায়ে গণনাকারীগণ ভারতের সমস্ত স্থানে যাইয়া প্রত্যেকটি লোককে গণনা করিয়াছেন। আদমসুমারীকে ফলপ্রদ ও কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য সমগ্র দেশে একই সময়ে তাহা অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে একই যোগে লোকগণনা কার্য চালাইবার ব্যবস্থা সেইজন্যই হইয়াছে। ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম লোক গণনা করা হয়, এবং আসন্ন লোকগণনা স্বাধীনভারতের দ্বিতীয় আদমসুমারী। এই আদমসুমারীর প্রয়োজনীয়তা নানাভাবে উপলব্ধি করা যায়। স্বীয় অনুন্নত অর্থনীতিকে স্বয়ং চালিত অর্থনীতিতে পর্যবসিত করার মৌলিক উদ্দেশ্য লইয়া ভারত প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈয়ারী করিয়াছে, এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে অগ্রগতিও করিয়াছে যথেষ্ট। অতীতের কর্মকৃতিত্বের হিসাব লইয়া ভবিষ্যৎ কোন্ দিকে যাইবে সে তথ্য নির্ধারণ করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। সেই জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যে বিপুল প্রচেষ্টা করিতে ভারত উদ্যত, তাহাতে ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর গুরুত্ব পূর্বেকার গণনাগুলি অপেক্ষা যে অনেক বেশী সেকথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রারম্ভে সমগ্র দেশের সঠিক ও উপযুক্ত লোকগণনার এত বেশী প্রয়োজন পূর্বেকার গণনার প্রাক্কালে এইভাবে অনুভূত হয় নাই। প্রতিটি ব্যক্তিকে জনশক্তির একক এবং জাতীয় সম্পদের অন্যতম অংশীদার হিসাবে না ধরিয়া সঠিক কোন পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়।

সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সহযোগে সরকারের পরিসংখ্যানতত্ত্ব গ্রহণ করার প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করা বা না করা বহুলাংশে নির্ভর করে জনসাধারণের ইচ্ছার উপর। তথ্যাদি যথাযথ না হইলে দেশের উন্নতির

একটি সঠিক চিত্র জনসাধারণ পায় না অথবা সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারও সমর্থ হয় না। সেইজন্য নিজেদের স্বার্থেই এই তথ্যাদি নির্ভুল করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া জনসাধারণের কর্তব্য, কেননা একথা তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে যথাযথভাবে জনগণের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের অবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহের প্রয়াস—আদমসুমারীর মাধ্যমে সরকার করেন। যতই বৈধ ভিত্তি আদম-সুমারীর জন্য গ্রহণ করা হউক না কেন তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রয়োজন জনগণের একান্ত ইচ্ছা। দেশের সামগ্রিক উন্নতিও অনুরূপভাবে নির্ভর করে সংগৃহীত তথ্যাদি সহযোগে সরকারের সুপরিকল্পিত নীতিগ্রহণে এবং সেই নীতি অনুযায়ী দেশের সম্পদকে সুসংহত করিয়া জনগণের প্রকৃত মংগলে তাহাদিগকে নিয়োজিত করায়।

পরিভ্রমণ ও ইহার অর্থনৈতিক দিক

(Tourism and its economic side)

পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের জনগণের আচার, ব্যবহার শিক্ষাদীক্ষা একরূপ নহে—ইহাতে কেহ কেহ খুবই উন্নত আবার কেহ কেহ ততটা উন্নত নহে। যাহারা উন্নত তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া, তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সেইভাবে নিজেদের উন্নতি করার জন্য এক দেশের লোক আর এক দেশে গমন করে। ইহা ছাড়া, এক দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষও অনেক সময় অন্য রাষ্ট্রের জনগণকে উক্ত দেশ পরিভ্রমণে আকৃষ্ট করে। এইভাবে এক দেশের লোকের অন্যদেশে ও অন্যদেশের লোকের সেইদেশে অথবা বিভিন্ন দেশে গমনাগমনকে পরিভ্রমণের অন্তর্গত বলা যায়।

পরিভ্রমণ বৈদেশিক মুদ্রালাভের একটি বড় সহায়ক। এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে পরিভ্রমণ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা তাই খুবই। ভারত আজ স্ব-নির্ভরশীল উন্নয়নমূলক অর্থনীতিগ্রহণে বদ্ধপরিকর। এই অবস্থায় যে শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায় অধিক, সেই শিল্পের প্রয়োজনীয়তাই সর্বাপেক্ষা বেশী। যদিও খুবই নূতন, বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে পরিভ্রমণ শিল্পের

সম্ভাবনা আছে প্রচুর। তাই এই শিল্পের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার সময় আজ আসিয়াছে।

পরিভ্রমণ সভ্যতার অংগ হইলেও, ইহা আধুনিক অংগ নহে। প্রাচীনকালেও এই প্রথা বলবৎ ছিল। ইতিহাসে আমরা অনেক বিখ্যাত ভ্রমণকারীর উল্লেখ দেখিতে পাই; কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি নগণ্য, কারণ তৎকালে পরিভ্রমণ ছিল সংস্কৃতি ও বৈদেশিক মৈত্রীর সেতুস্বরূপ। কিন্তু বর্তমান কালে পরিভ্রমণ একটি অর্থনৈতিক শিল্পের মর্যাদা লাভ করিয়াছে, এবং স্বয়ং সম্পূর্ণতার পথে ধাবমান ভারতের পক্ষে এই শিল্পের সম্প্রসারণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

ভারতে ভ্রমণকারী বিদেশীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৫ সালে ৪৩ হাজারের ও কিছু বেশী ভ্রমণকারী ভারতে আসিয়াছেন। ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে ভারতে বিদেশী ভ্রমণকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ১০৯৪৬৪ এবং ১২৩০৪৫ ছিল। ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে এই শিল্প মারফৎ ভারত যথাক্রমে অর্জন করিয়াছে ১৯·০১ কোটি টাকা এবং ২১ কোটি টাকা। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে পরিভ্রমণ শিল্পের উপর যথাযথ দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে ভারত এই শিল্প হইতে আশানুরূপ বৈদেশিক মুদ্রালাভ করিতে সক্ষম হইতেছে না। আমাদের কর্তৃপক্ষগণ ভ্রমণকারীরা যে বৃদ্ধি আশা করেন, ভ্রমণকারী বিদেশী-গণের সংখ্যা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সেরূপ বর্দ্ধিতহারে বিদেশীগণ এদেশে আসিতেছেন না। তাই আপাত দৃষ্টিতে ভ্রমণকারীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও বৃদ্ধির হার মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

ভারতে পরিভ্রমণ শিল্পের উন্নতির কতগুলি অন্তরায় আছে। যথাযথ প্রচার ও সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং যাতায়াতের উপর অনাবশ্যক বাধা-নিষেধ পরিভ্রমণকারী বিদেশীগণের এদেশ ভ্রমণের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক। সত্যিই ইহা দুঃখের বিষয় যে পরিভ্রমণে আগ্রহশীল অনেক দেশ যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধার অভাবে ভারত অতিক্রম করিয়া যাওয়া সত্বেও এখানে আসিতে সক্ষম হয় না।

প্রচার যে আলোচ্য শিল্পের প্রসারের এক বড় সহায়ক সেকথা অনস্বীকার্য। বিদেশীগণের মধ্যে আমেরিকা সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ এই পরিভ্রমণের ব্যাপারে খরচ করে, অথচ তাহার খুব কম অংশই ভারত লাভ করে। আমরা যদি আন্তরিক চেষ্টা করি তো আমেরিকার মত একটা ধনী দেশের মাধ্যমে এই শিল্পের দৌলতে যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে পারি। হাজার হাজার

আমেরিকার অধিবাসী সিঙ্গাপুর, জাপান, ব্যাংকক প্রভৃতি দেশগুলিতে ভ্রমণের জন্য যায় ; কিন্তু যথেষ্ট প্রচার না থাকায় ভারতে এই সমস্ত ভ্রমণকারীগণের পদার্পণ কমই ঘটে। অত্যন্ত পরিতাপের কথা, সমগ্র আমেরিকায় এখনও দশটি পরিভ্রমণ কার্যালয়ও আমরা স্থাপন করিতে পারি নাই।

সাধারণতঃ পরিভ্রমণকারীগণ আকাশপথেই চলাচল করার পক্ষপাতী বেশী। কিন্তু ভারতে আগমনকারী বিদেশীগণ এখানকার এরোড্রামের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত পোষণ করেন না। কাষ্টমস হইতে ছাড়পত্র যোগাড় করিতে যাইয়া অনেক সময় তাঁহাদের প্রাণান্তকর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং পরিভ্রমণকাবীগণের উৎসাহ বর্ধনে ইহারা মোটেই সহায়ক হয় না। এ ব্যাপাবে কর্তৃপক্ষ মহল হইতে বিদেশীগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দেব দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইলেও তাহাতে উন্নতি করার এখনও অবকাশ আছে যথেষ্ট। আধুনিক উপকরণে সজ্জিত হোটেলের অপ্রতুলতাও ভারতে ভ্রমণেচ্ছু বিদেশীগণেব আগমন উৎসাহিত কবে না। বর্তমানে মাত্র ১৩৬টি অনুমোদিত (Director of Tourism কর্তৃক) হোটেল আছে। তাহাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই আধুনিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দান করে। ভ্রমণকারীগণেব সংখ্যা অনুযাযী অবস্থানের সুবিধা না থাকায বেশ কিছু আগ্রহশীল বিদেশী ভাবতে আসিতে পাবেন না।

এখানে ভ্রমণক.বী বিদেশীগণেব সংখ্যা কম হওযাব আব একটি কাবণ হইল ভাবতেব দর্শনীয সমস্ত স্থান আকাশ-যান দ্বাবা সংযোজিত না হওযাব অনেক সময সমযেব অভাবে বিদেশী ভ্রমণকাবীগণ কেবলমাত্র সেই সমস্ত স্থানই দর্শন কবেন যে সব স্থানে দ্রুতগামী যানসহযোগে অতি দ্রুত যাওয়া যায। কিন্তু ভাবতেব সমস্ত দর্শনীয ও মনোবম স্থানেই দ্রুতগামী বাযুযানে যাওয়াব সুবাহাব ব্যবস্থা এখনও চালু হয নাই , ফলে কিছু সংখ্যক উৎসাহী বিদেশী ভ্রমণকাবীগণেব এখানে আসাব আশা ভাবতকে ত্যাগ কবিতেই হয।

পরিভ্রমণ শিল্পেব উন্নতি আজ সত্যই অত্যন্ত প্রযোজন। তাহার প্রসাবেব জন্য ব্যাপক প্রচাবেব প্রযোজন খুবই। প্রচার কার্যে ব্যযের সংখ্যা বৃদ্ধি কবিযাও বিদেশীগণকে আকৃষ্ট করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ইউবোপ ও আমেরিকার অনেক স্থানেই পারস্পরিক চুক্তিব ফলে ভিসা ইত্যাদির আর প্রয়োজন হয় না। আমাদের এখানেও এইরূপ পদ্ধতির প্রচলন করা একান্তই কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ, পরিভ্রমণকারীগণের ক্ষেত্রে 'এড়োড্রামে' 'কাষ্টমস' সংক্রান্ত কাজ যতদূর সম্ভব সহজভাবে সমাপ্ত করা দরকার। বিদেশীগণের সময় ও উৎসাহের অধিকাংশই যাহাতে সেখানে অক্ষত থাকে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্তই প্রয়োজন। বিদেশীগণের আগমন সংক্রান্ত কাজ যতটা সম্ভব এরোপ্লেনেই কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট কর্মচারীদ্বারা হওয়া বিধেয়। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে এখানে ভ্রমণের ফলে যদি বিদেশীগণ আনন্দ লাভ করেন তো তাঁহারাই আমাদের প্রচারের অর্দ্ধেক কাজ তাঁহাদের দেশে করিবেন।

চতুর্থতঃ, হোটেল ও থাকিবার বাসস্থানের উন্নতির জন্যও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য প্রয়োজন হইলে সরকারের তরফ হইতে হোটেলের মালিকগণকে অর্থসাহায্য দেওয়ার বন্দোবস্তও করিতে হইবে। আরও অধিক সংখ্যক হোটেল স্থাপন করাও আবশ্যক।

পঞ্চমতঃ, যান-বাহনের আরও সুবিধা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে ভারতের সমস্ত দর্শনীয় ও সুন্দর স্থানগুলিতে আকাশ-পথে যাতায়াতের সুযোগ করিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ, বাধা-নিষেধ সম্পর্কিত আইন প্রকৃত বিদেশী পরিভ্রমণকারীগণের পক্ষে শিথিলভাবে প্রয়োগ করা উচিত। 'এলকোহোল' ইত্যাদি উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিবার সুযোগ তাঁহাদিগকে দেওয়া উচিত।

সর্বশেষে, ভারতের জনগণকে বিদেশ পরিভ্রমণে যাইতে দেওয়া উচিত, কেননা তাহা হইলে ভারতের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের নিকট হইতে সম্যক অবগত হইয়া অনেক সময় বিদেশীগণ এদেশে আসিবার বাসনা প্রকাশও করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা অনেক সময় প্রচারের একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন।

অত্যন্ত আনন্দের কথা ভারত সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৮ কোটি টাকার মত সংস্থান করিয়াছেন পরিভ্রমণ শিল্পের উন্নতির জন্য। সুখের বিষয়, রেল, হোটেল প্রভৃতিও পরিভ্রমণকারীগণের জন্য একটি বিশেষ 'কমিশনে'র ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার বিদেশী পরিভ্রমণকারীগণের এখানে অবস্থান ও যাতায়াতের সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। সরকার নূতন হোটেল স্থাপন করার এবং পুরাতন হোটেলগুলির সংস্কার করার জন্য অর্থ-সংস্থানের কথাও চিন্তা করিতেছেন। এইভাবে সরকারের সহযোগিতায় এই শিল্পের উন্নতি হইবে আশা করা যায়।

ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের যে সমস্যা আজ ভারতকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহার অনেকটা দূর হইবে মনে হয়।

পরিভ্রমণের এই অর্থনৈতিক দিকের সাথে সাথে ইহার সামাজিক ও রাজনৈতিক উপকারিতাও আমাদের বিবেচনা করা উচিত। দেশে বিদেশে জাতিতে জাতিতে আজ যে বিদ্বেষ ও কলহ দেখা যায়, মতবাদকে আশ্রয় করিয়া আজ যে ধ্বংসমূলক কার্যকলাপের আড়ম্বরহীন প্রস্তুতি চতুর্দিকে পরিলক্ষিত হয় সেই সব সর্বনাশা কাজকে প্রতিহত করিতে হইলে প্রয়োজন জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর সম্বন্ধ দৃঢ় করা—পৃথিবীর লোকের পরস্পরের পরস্পরকে বোঝা। এই ব্যাপারে তাই সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিতে পারে—পরিভ্রমণ।

জাতীয় সংহতি
(National Integration)

সংহতি সমাজ বন্ধনের মূল প্রাণ শক্তি। পৃথিবীতে এমন মনুষ্য সমাজ নাই যাহাকে এই প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত করে নাই। প্রাণধর্মের প্রেরণায় মানুষ সংঘশক্তির এই অমূল্য গুণটি অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু সমাজের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের বুদ্ধির আলোকে এই সংহতি বা সংঘ শক্তির বিচিত্র রূপান্তর ঘটাইয়াছে। জাতীয় জীবনে এই সংহতির গুরুত্ব সমধিক। কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কি সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, কি সামাজিক প্রগতি যে কোন ক্ষেত্রেই এই সংহতি বা ঐক্যের দান অনস্বীকার্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ প্রমানেব অভাব নাই যে জাতীয় জীবনে সংহতির অভাব সর্বোচ্চ সামরিক শক্তিকেও ব্যর্থ করিয়াছে। আবার সংঘ শক্তির অমোঘ অস্ত্র দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তিকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে জাতীয় সংহতির সোপান মজবুত ও দৃঢ় না হইলে কোন জাতির পক্ষে সর্বাংগীন উন্নতি তো অসম্ভব, এমন কি নিজের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

ভারতের জাতীয় জীবনে প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে সংহতি যে ছিল না একথা বলা যায় না; বরং উহা সুদৃঢ় ছিল এবং একমাত্র সেই সংহতির অস্ত্র দ্বারাই ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়

যে সেই সংহতির মূল উপাদান ছিল পরাধীনতার বেদনা এবং অপমানের দুঃসহ জ্বালা। সেই সংহতির অন্তরালে যে বিরোধ, যে ভেদবুদ্ধি যে অসন্তোষ চাপা ছিল তাহা স্বাধীনতা লাভের অনতিকাল পরেই ফনা বিস্তার করিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাত্যাভিমান, অশিক্ষিতের প্রতি উপেক্ষা প্রভৃতি যে সকল বিষ বিদেশী শাসকবর্গ আপনাদের স্বার্থে ভারতের সামাজদেহে সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহা আজ ভীষণ মূর্তিতে দেশের দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই আত্মপ্রকাশের উগ্র মূর্তি দেখিয়া সন্দেহ হয় ভারতবর্ষে কোনদিন সত্যিকারের জাতীয় সংহতি আদৌ ছিল কি না।

ভারতের সংহতির মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করে দেশ বিভাগের পরিবর্তে স্বাধীনতা-প্রাপ্তি। স্বাধীন ভারত সরকার চরিত্রগতভাবে এককেন্দ্রীক হইলেও খণ্ডিত ভারতভূমিকে একতার মৈত্রীপাশে আজিও বন্ধন করিতে পারে নাই। তাই ভাষাগত প্রশ্নে অন্ধ্রপ্রদেশের সৃষ্টি হইয়াছে, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সৃষ্টি হইয়াছে, আসামে পাশবিক দাংগা-হাংগামা ঘটিয়াছে এবং পাঞ্জাবী-সুবা আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। নবজাত রাষ্ট্রের পক্ষে বিরোধ এবং বিদ্বেষের এই ছিদ্রপথ সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নিরাপত্তার দিক হইতেও ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে দেশময় এই যে জটিল চক্রান্তজাল সৃষ্ট হইয়াছে তাহার জন্য সরকারী অনভিজ্ঞতা, অদূরদৃষ্টি এবং পরোক্ষ প্রশ্রয় বহুলাংশে দায়ী।

সুখের বিষয় এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যার প্রতি ভারতীয় কংগ্রেস তথা ভারতসরকার মনোযোগী হইয়াছেন। বিগত ১৫ বৎসরে জাতীয় সংহতি সম্পর্কে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার কোন সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা হয় নাই বলিয়াই আজ সমস্যাটি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নূতন দিল্লীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহযোগে যে জাতীয় সংহতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে সমস্যাটি আলোচনার পর কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একটি জাতীয় সংহতি পরিষদ ও গঠন করা হইয়াছে এবং তাহার সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে বিশিষ্ট সরকারী এবং বেসরকারী ব্যক্তিও আছেন। উক্ত সম্মেলনে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করিবার জন্য যে আচরণ-বিধি অনুসরণ করা স্থির হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিকে মুখ্য বলা যাইতে পারে।

(১) কোন রাজনৈতিক দলই শ্রেণী ধর্ম, বর্ণ, এবং ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া কোন উত্তেজনা বা আন্দোলন সৃষ্টি করিবেন না।

(২) ভাষা, জাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতি বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহার সমাধান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে করিবার প্রয়াস পাইতে হইবে।

(৩) কোন রাজনৈতিক দলই অপর দলের অহিংস রাজনৈতিক কার্যকলাপে বাধা দিবেন না।

(৪) ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে কেহই বা কোন দলই রাজনৈতিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিবেন না।

জাতীয় সংহতি পরিষদ সমস্যাটির শুধু বর্তমান রূপের দিকেই দৃষ্টি দেন নাই, ভবিষ্যতের বিষয়ও অবহিত হইয়াছেন। বয়স্ক ব্যক্তির জাতীয় সংহতিবোধকে নির্মল, শুদ্ধ ও কল্যাণমুখী করিয়া তোলা সময় সাপেক্ষ, কিন্তু আজ যাহারা শিশু তাহাদের মনে প্রথম হইতেই সত্যিকারের জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিতে না পারিলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারেই থাকিয়া যাইবে। এই কারণেই সংহতি পরিষদ জাতীয় শিক্ষাকে নূতন ছাঁচে ঢালিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনায়, পাঠ্যসূচী নির্বাচনে, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে এবং শিক্ষকদের প্রতি আচার-ব্যবহারে এইরূপ আচরণ-বিধি নির্দেশ করা হইয়াছে যাহাতে ভারতের ভাবী নাগরিকের জীবনে সংহতি-শিক্ষার পরিপূর্ণ সুযোগ ঘটে।

জাতীয় সংহতি সমস্যা সমাধানের জন্য পরিষদ যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আপাত মধুর হইলেও, উহার প্রকৃত মূল্যায়ন সময় সাপেক্ষ। আমাদের বিশ্বাস যে কতগুলি বৈঠকী সুপারিশ বা মৌখিক প্রতিশ্রুতি দ্বারা এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জাতীয় সংহতি একটি সর্বাত্মক সমস্যা। ইহার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে যে সকল মতবাদ বা চক্রান্ত বাধাসৃষ্টি করিতেছে তাহাকে কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। দেশের সরকারকে জাতীয় দৃষ্টিভংগী লইয়া প্রতিটি অর্থনৈতিক সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যাকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে দলীয় স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী তরফ হইতে জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষকে সংরক্ষিত অধিকার বা সুবিধা প্রদান বন্ধ করিতে হইবে, কোন বিশেষ ভাষাকে প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার না দিয়া আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকার করিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মনোযোগী হইতে হইবে। সর্বোপরি, বর্তমান

শিক্ষাধারাকে লালফিতার মোহমুক্ত করিয়া জাতীয়তার অভিমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। সরকারের শাসন-ব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কার্যকরীভাবে সপ্রমাণ করিতে হইবে যে দেশের সরকার জাতীয়তা-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সরকারী আচরণের এইরূপ মৌলিক পরিবর্তন ঘটিলেই দেশবাসী বিশ্বাস করিবে এবং ভাবিতে শিখিবে যে তাহারা স্বাধীন ভারতের নাগরিকরূপে জাতীয় জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশীদার। তবে সংহতি গঠনের এই প্রয়াস শুধু সরকারী কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেই চলিবে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইঁহাদেরও এই ব্রত উদযাপনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে তাঁহাদের তরফ হইতে যেমন উৎসাহের প্রয়োজন তেমনি সরকারী তরফ হইতেও আন্তরিক আগ্রহ আবশ্যক। সরকারী এবং বেসরকারী এই দুই তরফের মধ্যে দ্বৈরথ সমরের পরিবর্তে যৌগিক সমন্বয় ঘটিলেই দেশে জাতীয় সংহতির অনুকূলে প্রবল জনমত সৃষ্টি হইবে, এবং ভারত যে অমূল্য সংহতি ও ঐতিহ্যের অধিকারী তাহা পুনরায় বিশ্বের দরবারে প্রকট হইবে।

ভারতের কৃষি মেলা

কৃষিকে বাদ দিয়া শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে কোন অগ্রগতির প্রচেষ্টা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে মোটেই কার্যকরী হইবে না বলিয়াই কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন কি ভাবে সম্ভবপর হয় ও খাদ্যশস্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা যায় তাহারই জন্য ভারত নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। সরকারী পরিকল্পনায় শিল্পের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া ইহা উপলব্ধি করা গিয়াছে, যে অনগ্রসর কৃষি ব্যবস্থা শিল্পায়নের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। এইজন্য প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। কৃষির উন্নতির জন্য ভারত তৃতীয় পরিকল্পনায়ও এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ উন্নততর কৃষি ব্যবস্থা প্রভৃতির সহিত ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের বাস্তব যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে সর্বপ্রথম কৃষিমেলা।

নূতন দিল্লীতে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসের বিশ্ব কৃষি মেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয় এবং ১৯৬১ সালের প্রথমে কলিকাতায় আর একটি অনুরূপ কৃষিমেলার প্রবর্তন হয়। আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড, জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিশ্বের সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ দেশগুলি তাহাদের উন্নক্ষতর কৃষি-পদ্ধতি লইয়া ওই দুই মেলাতেই উপস্থিত হয়। তাহাদের নিজ নিজ পদ্ধতি এবং অগ্রগতির চিত্র জনসাধারণ কৃষি মেলায় প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ-কৌশল অবগত হইয়া সকলেই ইহাতে যথেষ্ট লাভবান হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদর্শনী মারফৎ উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি, চাষপদ্ধতি, কৃত্রিম সাব উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গবেষণার বিভিন্ন দিক জনসাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত করার প্রচেষ্টাই কৃষি মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া বিভিন্ন আলোচনা মাধ্যমে নানা সমস্যার সমাধানের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোচনা সভারও আয়োজন কৃষি মেলারই অন্তর্গত। একই জমিতে চাষাবাদ করিয়া জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ আমাদের অপেক্ষা বহু গুণ বেশী শস্য কি ভাবে উৎপাদন করে কৃষি মেলা ছোটখাটো প্রদর্শনী মারফৎ আমাদের সে সম্বন্ধেও সম্যক অবহিত করায়। 'এই সব রাষ্ট্রগুলির মণ্ডপ পরিদর্শন করিয়া আমাদের চাষাবাদ পদ্ধতির বহু ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করি এবং উহাদের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া উক্ত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হই। কৃষি মেলার এই শিক্ষা সত্যই অপূর্ব।

১৯৬১ সাল হইতে ভারতবর্ষ তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ একটি পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের পূর্বে বিভিন্ন উন্নত দেশের উন্নততর কৃষি ব্যবস্থার সহিত ভারতকে পরিচিত করিবার যে ব্যবস্থা কৃষিমেলার মাধ্যমে হইয়াছে তাহা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়—তাহার প্রভাব সুদূর-প্রসারীও বটে। বিভিন্ন পরিকল্পনায় কৃষিখাতে কোটি কোটি টাকার সংস্থান এবং উহার ব্যয় সামগ্রিক ভাবে দেশের কৃষি উন্নতির চূড়ান্ত সহায়ক হয় নাই। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিভিন্ন পরীক্ষা—নিরীক্ষাই কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করে না—উন্নত ধরণের চাষের যে গবেষণা বৈজ্ঞানিকগণের ঘরে হয় তাহার সহিত চাষীর পরিচয় ঘটান একান্ত প্রয়োজন। এই পরিচয় ঘটানর ব্যাপারে কৃষিমেলার দান অনস্বীকার্য। জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের চাষ পদ্ধতি প্রদর্শনী মারফৎ প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা এই ব্যাপারে প্রভূত শিক্ষালাভ করিয়াছি। আমাদের দেশের কুটির শিল্পের প্রদর্শনীও যে যথেষ্ট

শিক্ষাপ্রদ সে কথাও কৃষিমেলায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। কৃষির উন্নতিতে কুটির শিল্পের দান যে অপরিমিত কৃষিমেলা সে কথাও সমস্ত দেশকে বুঝাইয়াছে।

এইরূপ একটি কৃষিমেলা প্রবর্তনের গুরুত্ব যে খুবই বেশী—বিশেষত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে—তাহা অস্বীকার করা যায় না। এইরূপ মেলার অনুষ্ঠান সেইজন্য আরও বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়—যাহাতে বিজ্ঞানের গবেষণার ফল যাহারা বাস্তবে রূপায়িত করিবে সেই চাষীদের সহিত বৈজ্ঞানিকদের এক স্বতস্ফূর্ত যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভবপর হয়—যাহাতে এক দলের কষ্টোপার্জিত বিদ্যার সহিত পরিবেশের আনুকূল্যের সংমিশ্রণের ফলে শুকনা মাটির রূপের এক অভাবনীয় রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়—ভারতেও। শুধুমাত্র আলোকোজ্জ্বল চোখ ঝলসান প্রদর্শনী কখনই কৃষির উন্নতি সম্ভবপর করে না। কৃষকের সহিত কৃষিবিদ্যার আধুনিকতম জ্ঞান ও উন্নততর কৃষিপদ্ধতির পরিচয় ঘটান একান্ত কর্তব্য। কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের মধ্যে প্রশ্নহীন, ক্লেশহীন ও সক্রিয় সহযোগিতাও খুবই প্রয়োজন।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গে আগত পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনেরই পরিকল্পনা দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার অন্তর্গত। লক্ষ লক্ষ নরনারী আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজন সহ পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। অথচ পশ্চিম বাংলার পক্ষে এইরূপ বিপুল সংখ্যক লোকের বাসস্থান ও খাদ্য সংস্থান করা সম্ভবপর ছিল না। তাই বাংলার বাহিরে তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়া তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবিকার একটা সংস্থান করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন—ভারত সরকার। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশের সংলগ্ন আশীহাজার বর্গমাইল পরিবাপ্ত বিস্তৃত দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে পূর্ববংগের উদ্বাস্তুগণকে বসতিদান করিবার জন্য সরকার উক্ত অঞ্চলে একটি উপনিবেশ গঠন করিতে প্রয়াসী হন। শুধু মাত্র তাহাদিগকে বসতি দান করার সংকল্পই নয়, উদ্বাস্তুগণকে কর্মের সংস্থান করিয়া দিয়া নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে সহায়তা করাও দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রের যে বিরাট অরণ্য বহুল ভূমি পড়িয়া আছে সেই স্থানের সুসংবদ্ধ সংস্কার করিয়া সেখানকার বর্তমান অধিবাসীবৃন্দের এবং যে সমস্ত অধিবাসীকে সেখানে ভবিষ্যতে প্রেরণ করা হইবে তাহাদের প্রয়োজন মত সেই অঞ্চলের উন্নয়ন সাধন করাই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উন্নয়নমূলক কার্যে উপস্থিত অধিবাসীগণকে নিয়োজিত করিয়া তাহাদের উপযুক্ত মজুরীও প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনার কাজের মধ্যে প্রাথমিক ছিল ম্যালেরিয়া দূর করা, উপযুক্ত রাস্তাঘাট তৈয়ারী করা, রেললাইন স্থাপন করা, বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া একটি কলোনী গঠন করা, সেচের ব্যবস্থা করা, শস্যচাষের ব্যবস্থা করা, মৎস্য চাষ করা, বন ও খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়া স্থানটিকে বাসোপযোগী করিয়া তোলা। ইহা ছাড়া পণ্য পরিবহন ও ক্রয় বিক্রয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করাও পরিকল্পনার অন্যতম কাজ ছিল। যে সমস্ত বালক বালিকা দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে প্রেরিত পরিবারভুক্ত থাকিবে তাহাদের লেখাপড়া, কারিগরি বৃত্তি প্রভৃতির জন্য বিবিধ সুযোগ সুবিধা দানও দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ, দণ্ডকারণ্য অঞ্চলের ন্যায় পতিত জমি খুব কম স্থানেই আছে। সুতরাং উক্ত জমি উদ্ধার করিয়া উহাতে চাষাবাদ করাও একই যোগে পূর্ববংগের একটি বৃহৎ কৃষক সম্প্রদায়ের বসতি ও আহার্যের সংস্থান যে সম্ভবপর তাহা চিন্তা করিয়াই পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত খনিজ সম্পদকেও উদ্ধার করিয়া বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। দণ্ডকারণ্যের ছোট খাটো পথকে National Highwayর সহিত যুক্ত করিয়া যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি করাও অসম্ভব নয়। এই ভাবে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়াই সরকার দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়া উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

দণ্ডকারণ্যের উন্নয়ন কার্য প্রথম পর্যায়ে মধ্যপ্রদেশের বাস্তার এবং উড়িষ্যার কোরাপুট ও কালাহান্দি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। কোরাপুটে মুচকুন্দ জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনায় ৫০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ এখনই উৎপন্ন হয়,—পরিকল্পনা শেষে ইহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে আশা করা হয়। দক্ষিণে বিশাখাপত্তম ও উত্তরে ভিলাই অবধি রেললাইন স্থাপনেরও একটি প্রস্তাব পরিকল্পনায় রহিয়াছে। ভিলাই হইতে ধাল্লী, রাজহরি পর্যন্ত একটি লাইন নির্মাণের কাজ চলিতেছে। বিশাখাপত্তম-এর সহিত বাইলাডিলার সংযোগের প্রস্তাব সম্বলিত

বহুলোকের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনাটি যে শিল্পোন্নয়নের পথ যথেষ্ট সুগম করিবে সেকথা বলাই বাহুল্য।

ওমরকোটে প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেন। এখানে একটি শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রও থাকিবে স্থির হয়। মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা সরকার দেড় লক্ষ একরেরও বেশী জমি ছাড়িয়া দিয়া আগামী পরিকল্পনাটি রূপায়নে ভারত সরকারকে সহায়তা করিয়াছেন। ইহা স্থির হয় যে পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পসমূহ হইতে দণ্ডকারণ্য যাত্রী পরিবারের সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, এই এলাকার উন্নয়নকার্য অব্যাহত থাকিবে। প্রায় ১২০০০-এর মত উদ্বাস্তু পরিবার দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার আওতায় আসিতে রাজী হয় নাই, কিন্তু সরকারী সাহায্য (doles) বন্ধ হওয়ার পর প্রায় ১৭০০-এর মত পরিবার পুনরায় দণ্ডকারণ্যে গিয়া বসবাস করিতে রাজী হইয়াছেন। আরও কিছু পরিবারও দণ্ডকারণ্যে না যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিয়া পুনরায় সেখানে যাইয়া পুনর্বাসিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে ১৯৬২ সালের ৩০শে জুলাই পর্যন্ত ৫৬৩২টি উদ্বাস্তু পরিবারকে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন অংশে পুনর্বাসিত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত বিভিন্ন উদ্বাস্তু সাঁওতাল পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে বাসস্থান দেওয়া হইতেছে। এই সব সাঁওতাল উদ্বাস্তু পরিবার বর্তমানে মালদহে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের কিছু ইতিমধ্যেই দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছেন।

উন্নয়নমূলক বহু ব্যবস্থা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার ক্যাম্পে আশ্রয়বাসী উদ্বাস্তুগণ কেন দণ্ডকারণ্যে যাইতে চাহেন না সে কথাও সরকারের চিন্তা করা উচিত। দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আশাহত হওয়ার মত যথেষ্ট তথ্য অবগত না হইলেও ঐ স্থানের সম্বন্ধে এক বিশেষ ভীতি যে উদাস্তুগণের মনে রহিয়াছে সে কথা অনস্বীকার্য। যে সমস্ত সমালোচক এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন তাঁহাদের মতে পশ্চিমবাংলার মধ্যেই এত বিশাল জায়গা পড়িয়া রহিয়াছে যাহা অনায়াসে উদ্বাস্তুগণের বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকাজ সমাধা করিতে পারে। অনেকের মতে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণও বহু সমস্যায় জর্জরিত। কেবলমাত্র উদ্বাস্তুগণকে সেখান হইতে সরাইয়া লইলেই পশ্চিমবাংলার অবস্থিত জনগণের বহুবিধ সমস্যার সমাধান হইবে না। তাই তাঁহাদের মতে এমন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত যাহা সর্বসাধারণের পক্ষে অনুকূল হয়। হয়ত

সুপরিকল্পিত উপায়ে চেষ্টা করিয়া শুধু পশ্চিমবাংলার জনসাধারণকেই নয় পূর্ববংগ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণকেও পশ্চিমবাংলার ভিতরেই বাসস্থান দেওয়া সম্ভবপর হইতে পারে।

ভারত সরকার বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার মাধ্যমে সত্যই যে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন একথা অস্বীকার করিবার মত যথেষ্ট তথ্য সাধারণ জনসাধারণের নাই। তবে সাধারণ লোকদের দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার প্রতি যে ঔদাসীন্য ও অনিচ্ছা দেখা যাইতেছে, এবং জোর করিয়া জনগণকে লইয়া যাওয়ার ব্যাপার যেইরূপ সরবে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে পরিকল্পনাটি সাফল্য সম্বন্ধে খুব একটা আশার সঞ্চার হয় না। কেন না জোর করিয়া এইরূপ একটি পরিকল্পনাকে সাফল্য লাভ করান যায় না। যে জনগণের সুখের জন্য সরকার এইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে জোর করিয়া ঐ অঞ্চলে লইয়া যাওয়ার ঘটনা যথেষ্ট মনোরম তো নয়ই বাঞ্ছিতও না। দণ্ডকারণ্যের কিছুটা উন্নতি সাধন করিয়া উহাকে জন সাধারণের আকর্ষণ যোগ্য স্থান করিয়া তোলা উচিত ছিল সর্বাগ্রে। তাহা হইলে হয়ত এতটা জোর করার প্রয়োজন দেখা দিত না। যাহা হউক, বাংগালীর যে ঐতিহ্য, যে কৃষ্টি ও স্বতন্ত্র মনোভাব রহিয়াছে বাংগালীর তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। তাহার আন্তর্জাতিক উদার মনোভাব তাহাকে শুধু তাহার নিজ দেশেই নয় জগতের সর্বত্র একটি বিশেষ আসন দান করিয়াছে। আজ নিজের দেশেই তাহার পিছাইয়া গেলে চলিবে কেন? নিজের সেই কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—ভারতের ভাগ্যাকাশে যে ঘোর ঘনঘটা দেখা যাইতেছে তাহা হইতে তাহাকে আলোকোজ্জ্বল সুন্দর পথের দিকে লইয়া যাওয়ার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ তো তাহাকেই করিতে হইবে। দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে যাওয়ার ভয়ে তাহার পিছাইয়া গেলে তো চলিবে না।

নৈতিক বোধ বনাম ব্যবসায় বুদ্ধি

[C. U. B. Com 1960]

ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহিত সমাজ ও জীবনের যোগটি অবিচ্ছেদ্য। ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্থনীতিক হইলেও তাহার উপলক্ষ্য যে সমাজশাসিত মানবজীবন তাহা অনস্বীকার্য। সেইজন্য ব্যবসায়ের সহিত নীতিবোধের, সুন্দরের ও কল্যাণের

সম্পর্কের বিচিত্র জিজ্ঞাসা আমাদের মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, নীতিবোধ মানুষের মধ্যে জাগিয়াছে সমাজ প্রবর্তনের সংগে সংগেই। এই নীতিবোধের অনুশাসনকে মানুষ সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি জানাইয়াছে সমাজ সত্তারই পরিপুষ্টির জন্য।

নৈতিকবোধ শব্দটির অর্থ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে প্রচলিত। বাল্যবিবাহ ব্যবস্থা এদেশে পূর্বে নীতিশাস্ত্র অনুমোদিত ছিল, অথচ বহু রাষ্ট্রে উহা নীতি-বিগর্হিত সমাজ-অহিতকর কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কালভেদে ও দেশভেদে নীতির আদর্শ পরিবর্তিত হয়। সেইজন্য আজ বাল্যবিবাহ আর নীতিশাস্ত্র সমর্থিত বলিয়া আমাদের দেশও উহাকে অনুমোদন করে না। অর্থাৎ সমাজের প্রয়োজনেই হইয়া থাকে নীতিবোধের জন্ম, এবং সেই প্রয়োজনের খাতিরেই হয় প্রচলিত নীতির পরিবর্তন। এইভাবে কোন একটি কাজ কোন এক দেশে নৈতিকবোধ দ্বারা আদৃত হয়, আবার সেই কাজই নীতিবিগর্হিত বলিয়া অন্যস্থানে নিন্দিত হয়। তথাপি সাধারণ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হইতেই আমাদের নৈতিকবোধের মান সম্বন্ধে একটি ধারণা করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত। সাধারণ ভাবে সমাজের মানুষের সর্বাংগীন মংগলের কথা চিন্তা করিয়া যে নীতিবোধ জাগিয়া উঠে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে নীতির ভূমিকা আলোচনা করা যায়।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে নীতির অভাব আধুনিককালেই বেশী পরিলক্ষিত হয় : খাদ্যে, ঔষধে ভেজাল মিশাইয়া ব্যবসায়ীগণের দ্রুত ধনী হওয়ার যে প্রচেষ্টা তাহার মধ্যে আর যাহাই থাক্ না কেন যুক্তি ও নীতি মোটেই থাকে না। অসাধু উপায়ে, যুক্তিতর্কের ধার না ধরিয়া স্বীয় বৈষয়িক উন্নতির পথ সুগম করার প্রয়াস বর্তমানে সত্যই অত্যন্ত বেশী। দুর্নীতির ফলে সমাজ জীবনের উপর নামিয়া আসা চরম দুর্ভাগ্য যে দুর্নীতিপরায়ণকারীকেও রেহাই দেয় না,—যাঁহারা খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল দেন, শিশুর খাদ্যে ও বাণিজ্যের উগ্রতা বজায় রাখার প্রচেষ্টায় আত্মহারা হন তাঁহারা সেই কথা হৃদয়ংগম করিতে পারেন না। একদিন ভেজাল ঔষধ যে তাহার গৃহেও আসিবে ভেজাল খাদ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি যে তাহাকেও রেহাই দিবে না একথা সম্যক বুঝিতে পারেন না বলিয়াই ব্যবসায় বাণিজ্যে তাহার অর্থলোভ প্রকাশ পায়—প্রকাশ পায় নৈতিকবোধের একান্ত অভাব। ব্যষ্টির আত্মসংকোচ না হইলে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ ও মংগলসাধন কখনই সম্ভবপর নয়। সেইজন্য স্বীয় বর্তমান বৈষয়িক উন্নতির পথ

সুগম ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করিবার জন্যই যে আপন ব্যক্তিত্ব নৈতিকবোধ বিবর্জিত হইবে এমন কোন যুক্তি সামাজিক দিক হইতে অবাঞ্ছিত। কেননা তাহাতে সাময়িক সুখ পরিলক্ষিত হইলেও চিরস্থায়ী সুফল কখনও পাওয়া যায় না। সেইজন্য ব্যবসায়-বাণিজ্য কখনই নীতিবোধ বিবর্জিত হওয়া বিধেয় নয়।

ব্যবসায়ে নৈতিক বোধের অভাব অল্প বিস্তর অনেক দেশেই দেখা যায়। তবে এইরূপ নীতি বিগর্হিত ব্যবসায়ে ব্যাপার আমাদের দেশে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে সেইরূপ অন্য কোন দেশে বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সমাজতন্ত্রের আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া ধনতন্ত্রের ক্রীড়া প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাতে ব্যক্তিগত মুনাফার পরিমাণ ক্রমবর্ধমানই হইয়া চলিয়াছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি বেশীরভাগই মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর হাতে থাকায় এই ক্রীড়া অপ্রতিহত গতিতে চালাইয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে। মিশ্র অর্থনীতি তাহাদের এই প্রচেষ্টাকে সফল করিবার পক্ষে খুবই অনুকূল। সরকারের কর্তৃত্ব কতকগুলি বিশেষ শিল্পের উপর রহিয়াছে, তবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেরও শিল্প বাণিজ্যে সরকারকে সহযোগিতা করিবার জন্য একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। বস্তুতঃ ব্যক্তিগত প্রয়াস ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে অপরিহার্য বলিয়াই স্বার্থান্বেষী কতিপয়ের দুর্নীতিপরায়ণতা প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। অনেকে মনে করেন, সরকার এই দুর্নীতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত আছেন। কিন্তু সহসা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়াই এ সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু করেন না।

এই নৈতিক অধঃপতনের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা আমাদের আশু কর্তব্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ করিলেও আমাদের জাতীয় চরিত্রই যে নৈতিক অধঃপতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই নৈতিক অধঃপতনের ছায়া আমাদের ব্যবসায়েও প্রতিভাত হয়। সুতরাং ব্যবসায়ে দুর্নীতি দূর করিতে হইলে আমাদের সমাজ ও জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্তন করা কর্তব্য। কিন্তু এইরূপ যুক্তিকে একক ভাবে এই দুর্নীতির প্রতিষেধক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। এইরূপ প্রচেষ্টায় সমাজে মানুষের বিড়ম্বনাই বাড়িবে, কিন্তু দুষ্কৃতিকারী নব নব কৌশল আবিষ্কার করিয়া আপনাদের দুর্নীতির ক্রীড়া সমভাবেই চালাইয়া যাইবে। তাই এই ব্যাপারে সরকারকে অগ্রসর হইতে হইবে। শস্য গুদামজাত করিয়া বস্তুর অভাব

বাড়াইয়া দাম বৃদ্ধি করার প্রয়াস কঠোর হস্তে সরকারকে দমন করিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যে, ঔষধ পথ্যে ভেজাল দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এই ব্যাপারকে আইনের আওতায় আনয়ন করা দরকার। আইন অমান্য-কারীগণের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া সরকার চরম দুর্নীতি বন্ধ করিতে পারিবেন। সমাজতান্ত্রিক সরকারী কাঠামোয় সরকারই ব্যবসায় বাণিজ্যের চরম মালিক, সেখানে দুর্নীতি দূর করা সরকারের পক্ষে খুব একটা অসুবিধার ব্যাপার হয় না। কেন না সেখানে এক জনের মুনাফার প্রশ্ন আসে না—সরকারী প্রচেষ্টায় সামাজিক কল্যাণের চিন্তাই করা হইয়া থাকে।

ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশগুলির দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে সেখানকার ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্র দুর্নীতি মুক্ত। রাজনীতির খেলা সেখানকার জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিলেও ঐসব দেশ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে খুব একটা অশান্তি পূর্ণ নহে। জনসাধারণের নৈতিক মান উন্নত বলিয়াই তাহাদের পক্ষে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্র দুর্নীতি মুক্ত রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতের জনগণের শিক্ষাদীক্ষার মান উন্নয়ন করিয়া সামাজিক মান উন্নত করিতে পারিলে এবং সরকারী প্রচেষ্টা দ্বারা দুর্নীতি দূর করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা গেলে এখানেও ব্যবসা বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে। যে নীতি মনুষ্য ধর্ম পরিপন্থী—যাহার বিরুদ্ধে জনগণের অন্তরে চাপা বিদ্রোহ রহিয়াছে—সেই নীতিবিরোধী উপাদান লইয়া দেশ কখনই সার্থক সৌন্দর্যের পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে না—যতই কেন পরিকল্পনার দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে সে অগ্রসর হোক। কোন কদর্য নীতিহীনতাকে ভিত্তি করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনয়ন করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য সর্বশক্তি সহযোগে জনগণের মান উন্নয়ন করিতে পারিলে আপনা হইতেই ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে ঐ কদর্যতা দূর হইবে।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার
(European Common Market)

আধুনিক যুগকে অর্থ নৈতিক দিক হইতে খুবই প্রগতিশীল বলা যায়। এই প্রগতি পৃথকভাবে এবং সংযুক্তভাবে স্বীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বজায় রাখিবার জন্য আজ প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রই সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট। ইউরোপীয় সাধারণ বাজার এইরূপই

একটি সংযুক্ত সক্রিয় প্রয়াস। ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক মিলনের এই প্রয়াস এবং সম্প্রতি ইংলণ্ডের সাধারণ বাজারে যোগদানের সিদ্ধান্ত কমন্ ওয়েল্থ্ দেশগুলির পক্ষে সাধারণভাবে এবং ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে চিন্তার কারণ ঘটাইয়াছে। ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের স্থাপনের পশ্চাতে একটি ছোট ইতিহাস আছে, ইহার জন্ম অকস্মাৎ হয় নাই। দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের দেশগুলি আপনাদের অর্থনীতির পুনঃসংস্কারের নিমিত্ত সংঘবদ্ধভাবে সচেষ্ট হয়। সেই উদ্দেশ্যে ইউরোপের ১৬টি দেশ ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করে। যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন সচিব মিঃ মার্শাল বৃহদাকারে একটি অর্থনৈতিক সাহায্যের সূচী ঘোষণা করেন। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি এই সহায়তা সাদরে গ্রহণ করে, যদিও রাশিয়া সমেত পূর্বে ইউরোপীয় দেশগুলি এই অর্থনৈতিক সহায়তার পিছনে একটি রাজনৈতিক প্রতিপত্তির সূক্ষ্ম ইংগিত প্রত্যক্ষ করে ও ইউরোপীয় শক্তির বিভাজনের আশংকায় শংকিত হইয়া উঠে। সহায়তাপ্রাপ্ত ইউরোপীয় জাতিগুলি ১৯৪৮ সালে একটি ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থির করে যে সভ্য দেশের যে কেহ নিজেদের মধ্যে যে কোনরূপ চুক্তির মাধ্যমে একত্রিত হইতে পারে। ইহারই পর বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গ একটি অর্থ-নৈতিক সংস্থা স্থাপন করে। ১৯৫২ সালে ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইটালী উক্ত তিনটি দেশের সহিত যোগদান করে এবং এই ছয়টি দেশ একত্রে একটি ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত সমিতি (European Coal and Steel Community) গঠন করে। ১৯৫৫ সালে তাহারা নিজেদের সর্বাংগীন উন্নতির মাধ্যমে ইউরোপের সংহতি সাধনের নিমিত্ত নীতিগতভাবে একত্রিত হইল। এই সমিতি অতঃপর ১৯৫৭ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে রোম শহরে নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি করে। উক্ত রোম চুক্তি অনুযায়ী (Treaty of Rome) ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের প্রতিষ্ঠা হয়। ছয়টি দেশ কর্তৃক গঠিত ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিক সমিতি (European Economic Council) পরিচালনা করে সাধারণ বাজার।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের উদ্দেশ্য হইতেছে : (ক) একযোগে অর্থ-নৈতিক উন্নতি অর্জন করা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা, (খ) সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়ে পারস্পরিক সংহতি সাধন করা। এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য ইউরোপীয় সাধারণ বাজার নিম্নলিখিত

উপায়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছে: (১) সংশ্লিষ্ট দেশগুলির ভিতর মূলধন ও শ্রমিকের অবাধ চলাচল; (২) প্রত্যেকটি দেশেই একই ধরণের কৃষি, পরিবহন ও শ্রমিক আইনের প্রবর্তন; (৩) অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি হ্রাস; এবং (৪) বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দেশের একই প্রকার গড় শুল্ক নির্ধারণ ও বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সভ্য দেশগুলি উক্ত চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের ভিতর বিভিন্ন স্তরে ১২ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত শুল্ক ও বাধানিষেধ দূর করিয়া এমন একটি সাধারণ বাজার স্থাপন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে যাহার চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক-প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়া তাহারা আপনাদের অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করিতে পারে। গত ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের কাজ সুরু হয়। তবে ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি কমান হয়।

ইংলণ্ড প্রথমে এই সাধারণ বাজারের পরিকল্পনা সমর্থন করে নাই; বরং ইংলণ্ড ইউরোপে উক্ত সাধারণ বাজারের বিরোধিতা করিয়া একটি অবাধ বাণিজ্য সংস্থা (European Free Trade Association) গঠন করিয়াছিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিরোধ ও মতানৈক্যের ফলে ঐ সংস্থা কার্যকরী না হওয়ায় ও সাধারণ বাজারের উন্নতিতে আকৃষ্ট হইয়া ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করিতে ইংলণ্ড মনস্থ করে।

গত ৩১শে জুলাই ১৯৬১ সালে গ্রেট-ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী গ্রেটব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিবে এইরূপ সিদ্ধান্ত পার্লামেণ্টে জানান। গ্রেট-ব্রিটেনের এই সংস্থায় যোগদানের কতিপয় কারণ আছে। সাধারণভাবে ঐগুলি হইতেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হইয়াছে। তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য ইউরোপীয় সাধারণ বাজার স্থাপনের পর সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইউরোপে ইংলণ্ডের একটা বড় বাজার ছিল, অথচ সেখানে তাহার কর্তৃত্ব ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া ও আমেরিকার ন্যায় সাধারণ বাজারও এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইংলণ্ডের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে। ইংলণ্ডের পক্ষে তাই সাধারণ বাজারে যোগদান করিয়া স্বীয় অর্থনীতিকে ক্রমাবনতি হইতে রক্ষার প্রয়াস পাওয়া ছাড়া উপায় নাই। তাহা ছাড়া, প্রসারশীল সাধারণ বাজারের

বাহিরে থাকিয়া উচ্চ শুল্ক-প্রাচীরের আড়ালে ইংলণ্ডের ব্যবসার উন্নতিও কখনই সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ, গ্রেট-ব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে সেখানকার বিপুল বাজারের সাহচর্যে তাহার সর্বতোমুখী বাণিজ্যিক প্রসার সম্ভবপর হইবে। অধিক উৎপাদন ও তাহার সুবিধাগুলি হইতে নিজের অর্থনীতিকে সরাইয়া রাখা নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটেনের পক্ষে এখন সম্ভব নয়। শিল্প সংস্থা প্রভৃতির চাপেও তাহাকে সাধারণ বাজারে যোগদান করিতে রাজী হইতে হইবে।

চতুর্থতঃ, রাজনৈতিক কারণেও ইংলণ্ড সাধারণ বাজারে যোগদান করিতে আগ্রহশীল। সাধারণ বাজারের সভ্যবৃন্দ প্রায় সকলেই উত্তর অতলান্তিক চুক্তির (North Atlantic Treaty Organisation) গোষ্ঠীভূত। উক্ত গোষ্ঠীকে পূর্ব ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরও দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য-ও ঐ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইতে ইংলণ্ড আগ্রহান্বিত।

গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ বাজারে যোগদানের সংকল্পে কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ভুক্ত দেশগুলি খুবই শংকিত হইয়াছে। এই শংকার আদৌ কোন কারণ আছে কিনা তাহা এখনই নির্ধারণ করা না গেলেও অনুমান করা যায় যে উহাদের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ে ইংলণ্ডের নিকট যে পক্ষপাতমূলক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিতকর নয়। এই সমস্ত দেশগুলির একটি বিরাট রপ্তানী-কেন্দ্র গ্রেট ব্রিটেন। সুতরাং কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের গম্, চিনি, মাংস ইত্যাদির ইংলণ্ডে রপ্তানী অনেক হ্রাস পাইবে। ভারতের চা, পাটজাত দ্রব্য ও সূতা বস্ত্রেরও রপ্তানী ইংলণ্ডে প্রচুর। ভারতের এই সমস্ত পণ্যই বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে গ্রেট ব্রিটেনে রপ্তানী করা হয়, ভারত পক্ষপাতমূলক সুযোগ সুবিধারও অধিকারী। সুতরাং গ্রেট ব্রিটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে ভারতবর্ষ এই সমস্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে, এবং ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্য কমিয়া যাইবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রালাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া ভারত অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সেইজন্যই গ্রেট ব্রিটেনের যোগদানের সিদ্ধান্তে ভারত এবং অন্যান্য কমন্‌ওয়েল্‌থ-ভুক্ত দেশগুলি বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়াছে। কমন্‌ওয়েল্‌থের অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রই তাই একথা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছে যে তাহাদের বাণিজ্যের উপযুক্ত

ব্যবস্থা না করিয়া ইংলণ্ড সাধারণ বাজারে প্রবেশ করিলে কমন্‌ওয়েল্‌থের অস্তিত্ব থাকিবে কিনা সন্দেহ।

ইংলণ্ডের সাধারণ বাজারে যোগদানের বিপক্ষে ইংলণ্ডবাসীও প্রবল জনমত গড়িয়া তুলিয়াছেন। অনেকেই ধারণা করেন ইংলণ্ডের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদানের পিছনে আমেরিকার উস্কানী রহিয়াছে। ইহাও কেহ কেহ ধারণা করেন যে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অপরের কর্তৃত্বকে আহ্বান করিয়া ইংলণ্ড আপনার ঐতিহ্যময় ও গৌরবান্বিত জাতীয় ইতিহাসের অবমাননা করিয়া সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করিবে। আবার অনেকের মতে সাধারণ বাজার অপেক্ষাও দৃঢ় ও উন্নত অর্থনৈতিক সংস্থা ইংলণ্ড কমন্‌ওয়েল্‌থ্ দেশগুলির সহিতই স্থাপন করিতে পারে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার ঘাঁটিরূপে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আমেরিকার তাঁবেদাররূপে সাধারণ বাজারের অংগীভূত হওয়ার এই সংকল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য ইংলণ্ডের বিভিন্ন মতের ব্যক্তিবৃন্দ একদিকে যেমন সরবে প্রচারকার্য চালাইতেছেন তেমনি তাঁহারা অপরদিকে কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকেও অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ইংলণ্ডের এই সংকল্পের বিরোধিতা করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। কেহ কেহ ইউরোপীয় সাধারণ বাজারকে পঞ্চম বাহিনী হিসাবে অভিহিত করেন—"We have now a fifth column in our midst. They are the European Common Markets."—ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলন ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ একথা বহুবারই ঘোষণা করিয়াছেন যে কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ভুক্ত দেশগুলির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তাঁহারা সাধারণ বাজারে যোগদান করিবেন। কিন্তু কার্যতঃ এই সংকল্প রূপায়িত হইবে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই; তবে গ্রেট ব্রিটেনের কার্য-কলাপ হইতে একথা ধারণা করা যায় যে প্রবল জনমতের চাপে পিষ্ট না হইলে তাহারা সাধারণ বাজারে যোগদান করিবার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখিবে। অতএব এইরূপ সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে ভারতের বাণিজ্য বিষয়ে স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কিছু কর্তব্য আছে কিনা আমাদের চিন্তা করা উচিত।

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে রূপদান করিতে আজ ভারত ব্যস্ত। এই সময়ে তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ করা কোনক্রমেই সমর্থন যোগ্য নহে। গ্রেট ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া ভারতীয় সামগ্রীর রপ্তানীর জন্য নূতন বাজারের সৃষ্টি করার প্রয়াস ভারতকে পাইতে হইবে। ইংলণ্ড ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে প্রবেশ করিবার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখিলে ভারতের পক্ষে

সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশগুলির সহিত বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করা ও ঐ সমস্ত উন্নত দেশগুলির প্রসারশীল বাজারে প্রবেশ করা একান্তই কর্তব্য। ভারতের শিল্পায়নের কর্মসূচী যাহাতে কোনক্রমে বিফল না হয় তাহা তাহাকে দেখিতে হইবে। কেননা শিল্পোন্নতি-ই তাহার অর্থনৈতিক উন্নতির প্রথম সোপান।

বর্মার অনুকরণে ভারত একটি স্বাধীন অর্থনীতিও গড়িয়া তুলিতে পারে। ভারতের ন্যায় সম্পদশালী বাজারের আকর্ষণ অনেক দেশেরই রহিয়াছে। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নতির এই সুযোগ ভারতের পরিপূর্ণভাবেই গ্রহণ করা উচিত। ইহা ছাড়া ইংলণ্ড কমন্‌ওয়েলথ্ রাষ্ট্রগুলিও ভারতের স্বার্থ রক্ষা না করিয়া যদি ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করে তবে ভারত ও অন্যান্য কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ভুক্ত দেশগুলি ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্যে কোনরূপ সুযোগ সুবিধা দিতে পারিবে না ইহাও ঘোষণা করিতে পারে।

ব্রিটেনের সাধারণ বাজারে যোগদানে নিজেদের অর্থনীতির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভারত ও কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অনুকরণে এশিয়ান সাধারণ বাজারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। এই মর্মে ইতিমধ্যেই জাপান এশিয়ার জাতিগুলি লইয়া আলোচনা চালাইতেছে। শুধু তাহাই নহে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের প্রতিষ্ঠা ও ইংলণ্ডের তাহাতে যোগদানের ফলে যে বাণিজ্যিক ক্ষতি কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ভুক্ত দেশগুলির হইবে তাহার সম্ভাব্য প্রতিকার হিসাবে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশ গুলি লইয়াও একটি সাধারণ বাজার স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। এই মর্মে যথেষ্ট আলোচনাও রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে চলিতেছে।

ভারত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির অন্যতম। আপন অর্থনীতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিয়া অন্যান্য দেশকে পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কমিউনিষ্ট প্রভাবিত পূর্ব ইউরোপ ও নন্‌-কমিউনিষ্ট প্রভাবিত পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যে বীজ বহুকাল আগে রোপিত হইয়াছে ব্রিটেনের সাধারণ বাজারে যোগদান সেই লড়াইকে উস্কানী দিবে সন্দেহ নাই। সুতরাং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির সম্মিলন যেমন স্বীয় রাষ্ট্রের অর্থনীতির দিক হইতে প্রয়োজন তেমনি রাজনৈতিক দিক হইতে বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করার জন্যও ইহার কম প্রয়োজন নয়।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক সংগতি সুসংহত করিয়া শিল্পায়ন এবং অন্যান্য দিকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য ভারত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে তৃতীয় পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইহার প্রধান লক্ষ্য হইবে :—(১) পাঁচ বৎসরের বাৎসরিক শতকরা ৫ ভাগ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা; বিনিয়োগ ব্যবস্থা এমনভাবে করা হইবে যাহাতে পরবর্তীকালে এই বৃদ্ধির হার অক্ষুণ্ণ থাকে। (২) খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হওয়া এবং কৃষির উৎপাদন শিল্প ও রপ্তানীর চাহিদা পূরণের মত বৃদ্ধি করা। (৩) ইস্পাত, জ্বালানী, বিদ্যুৎ এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণের মত মূল শিল্পের সম্প্রসারণ করা যাহাতে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে দেশের নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর করিয়াই অধিকতর শিল্পায়নের চাহিদা মিটান যাইতে পারে। (৪) দেশের লোকবল যতদূর সম্ভব কাজে নিয়োগ করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি করা। (৫) আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকতর সুসম বণ্টন করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান আদর্শ হইতেছে স্বনির্ভরশীল (self sustaining) উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া। মূলতঃ স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের অর্থ হইতেছে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এমনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া যাহাতে উচ্চ হারে আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই সমস্যার একটি প্রধান দিক হইতেছে এই যে, প্রস্তাবিত অর্থ-বিনিয়োগের হারে উপযুক্ত সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষমতা সৃষ্টি করা। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের গতিধারা নির্ধারণ কালে এই দিকটি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে। কৃষি ও শিল্পে সুসম উন্নয়নের বৃদ্ধিতেই স্বনির্ভরশীল উন্নতি সম্ভব হইতে পারে। শিল্পায়ন ভিন্ন আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। অপরপক্ষে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন ভিন্ন শিল্পায়ন সম্ভব হইতে পারে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই জন্য মূলধন বৃদ্ধির সংগে সংগে খাদ্য ও কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হইয়াছে। যে দেশে লোকবল উপযুক্তরূপে নিয়োগ করা হয় নাই, সেই দেশের পক্ষে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা অন্যতম লক্ষ্য হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে

গেলে লোকবলেরও কিছুটা ব্যবহার অপরিহার্য। এইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার আর একটি উদ্দেশ্য হইতেছে আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমাইয়া একটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৭৫০০ কোটি টাকা। বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ৪৭০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অপেক্ষা তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বিনিয়োগের হার শতকরা ২৩ ভাগ নির্দিষ্ট থাকিবে কৃষি, জলসেচ, সমাজ উন্নয়ন এবং সমবায়ের জন্য ; শতকরা ১৭ ভাগ নির্দিষ্ট থাকিবে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প, খনিজ সামগ্রী, শক্তি, পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য। সরকারী ক্ষেত্রে যে ৭৫০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা বণ্টিত হইবে নিম্নোক্ত উপায়ে :—

	(কোটি টাকায়)
কৃষি এবং সমাজ-উন্নয়ন	১০৬৮
বৃহৎ এবং মাঝারি জলসেচ	৬৫০
শক্তি	১০১২
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৬৪
শিল্প ও খনিজ সামগ্রী	১৫২০
পরিবহণ ও যোগাযোগ	১৪৮৬
সমাজ সেবা	১৩০০
পণ্য তালিকা	২০০
	মোট ব্যয়—৭৫০০ কোটি টাকা

এই টাকার সংস্থান হইবে নিম্নোক্ত উপায়ে :—বর্তমানে করব্যবস্থা হইতে ৫০ কোটি টাকা, রেলওয়ে হইতে ১৫০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে পাওয়া যাইবে ৪৫০ কোটি টাকা ; জনসাধারণ হইতে গৃহীত ঋণ এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ হইবে যথাক্রমে ৮৫০ কোটি টাকা এবং ৬৫০ কোটি টাকা ; প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, উন্নয়ন লেভি (betterment levies) ইস্পাত ইকুয়েলিজেশন ফাণ্ড (Steel Equalisation Fund) এবং অন্যান্য বিবিধ মূলধন প্রাপ্তি হইতে পাওয়া যাইবে ৫৪০ কোটি টাকা ; অতিরিক্ত কর (সরকারী

প্রতিষ্ঠান হইতে উদ্বৃত্ত বাড়াইবার প্রচেষ্টা সহ) হইতে পাওয়া যাইবে ১৭১০ কোটি টাকা; বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হইবে ২২০০ কোটি টাকা এবং ঘাটতি অর্থ সংস্থান করিয়া আরও ৫৫০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সরকারী বিনিয়োগের যে কার্যসূচী তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় গৃহীত হইয়াছে তাহার সাফল্যের জন্য আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বৎসরে ৫ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে এই সূত্র হইতেই বিনিয়োগের ও ভোগের অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের মাত্রা জাতীয় আয়ের ১১ শতাংশ করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় উহা বাড়াইয়া ১৪ শতাংশ করিতে হইবে। বর্তমান সঞ্চয়ের হার জাতীয় আয়ের প্রায় ৮ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা বাড়াইয়া ১১ শতাংশ করিতে হইবে। বাকীটা বিদেশ হইতে আসিবে।

বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের পরিমাণ যখন খুবই কম তখন তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম দুইটি পরিকল্পনার প্রারম্ভে এই অবস্থা ছিল না। এখন আর সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা হইতে অর্থ লইবার সুযোগ নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভের তুলনায় এখন মূল্যহার ২০ শতাংশেরও বেশী। এই দুই দিক বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে মুদ্রাস্ফীতিমূলক অর্থ সরবরাহের পরিমাণ যতদূর সম্ভব কম রাখিতে হইবে।

অপর দিকে, প্রথম দুইটি পরিকল্পনার তুলনায় এখন অনেক দিক দিয়াই অবস্থা অনেক অনুকূল। গত দশ বৎসরে বিনিয়োগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেচ বিদ্যুৎশক্তি ও পরিবহনের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকারী উদ্যোগের অধিকাংশ পরিকল্পনাই নির্মীয়মান ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সেইগুলি সম্পূর্ণ হইবে এবং সেইগুলি হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ পুনরায় বিনিয়োগের জন্য অবশ্যই লইতে হইবে। শিক্ষা ও শিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও চলিতে থাকিবে। আগামী বহু বৎসর ধরিয়া তাহার সুফল পাওয়া যাইবে। দক্ষ কর্মী পরিচালক এবং শিল্পোদ্যোগীদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে।

পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহের সমস্যাকে কোন নির্দিষ্ট সঞ্চয় হইতে অর্থ লইবার ব্যবস্থা হিসাবে দেখিলেই চলিবে না, অর্থনীতির উন্নয়নের সংগে সংগে

সম্পদও বাড়িতে থাকে। গত কয়েক বৎসরে নানারূপ বাধাবিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও যে অগ্রগতি লাভ করা গিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আগামী কয়েক বৎসর ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান যাইতে পারে। দারিদ্র্য এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের নিম্ন মানের যে দুষ্ট চক্র (vicious circle) রহিয়াছে তাহা ভাংগিতে হইবে। সম্ভাবনাপূর্ণ সম্পদ কার্যকরীভাবে নিয়োগ করিতে হইবে এবং উৎপাদন হইতে লব্ধ আয় বিনিয়োগ করিতে হইবে।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার কতটা পাওয়া পাওয়া যাইবে সেই সম্বন্ধে কোনরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবপর নয়। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক বেশী সন্তোষজনক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমেই এক্ষেত্রে যে জিনিষটি আমাদের চোখে পড়ে তাহা হইতেছে এই যে—পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের জন্য কর ব্যবস্থার উপরও বৈদেশিক সাহার্য্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ করা হইয়াছে এবং ঘাটতি বাজেটের উপর গুরুত্ব কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়াই বাজেটে ঘাটতি কমাইয়া দেওয়ার কারণ। তবে ঘাটতি বাজেট ৫৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত না কমাইয়া ৭৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত কমাইলেই চলিত। অধ্যাপক ক্যালডরের হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষ ৭৫০ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থানের ভার বহন করিতে সক্ষম। অপরাপর বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ আরও ২০০ কোটি টাকা কম ধরা যাইত। বর্তমানে আমাদের জাতীয় আয়ের শতকরা ৮·৫ ভাগের উপর কর ধার্য করা হইয়া থাকে; তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগের উপর কর ধার্য করা হইবে। যদিও আমাদের দেশে করের হার খুব বেশী নয়, তবুও যে হারে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, যদি তাহা সেই হারে না হয়, তবে এই বর্ধিত কর জনসাধারণের উপর একটি বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে। অপর পক্ষে যদি তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে প্রতি বৎসরে প্রকৃতই শতকরা পাঁচভাগ হিসাবে জাতীয় আয় বাড়িয়া যায়। তবে এই বর্ধিত কর জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত বোঝার সৃষ্টি করিবে না। বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্য তৃতীয় পরিকল্পনায় অত্যন্ত বেশী লওয়া হইতেছে। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ আরও কমাইয়া দেশের ক্ষুদ্র সঞ্চয় আরও বাড়ান

যায় কিনা সে চেষ্টা করা উচিত। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি (state enterprises) হইতে লব্ধ আয়ের উপর যথেষ্ট নির্ভর করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা কতটা সম্ভবপর হইবে নির্ভর করে সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতার উপর। উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, যে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অপেক্ষা অনেক বেশী সাহসিক হইয়াছে।

শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান

(Contribution of Science towards Commerce & Trade)

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের যুগ হিসাবে নিঃসংশয়ে অভিহিত করা যায়। অতীতের তুলনায় বর্তমানের মানুষ যে সকল অঘটন ঘটন সম্ভব করিয়াছে তাহার মূলে আছে নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আকাশ, বাতাস, আগুন, জল ও স্থল এই পঞ্চভৌতিক প্রকৃতির উপাদান আজ আংশিকভাবে মানুষের বশীভূত। সহজাত বিচার বুদ্ধির পরিচালনায় ও ক্রমোৎকর্ষতা সাধনায় আজ মানুষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। এই বুদ্ধির সাহায্যেই নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া মানুষ তাহার জয়যাত্রার অভিযান চালাইতেছে এবং তাহার অবিরাম গতি অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইতেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব আজ সত্যই অপরিসীম। সমস্ত দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে বিস্ময়কর পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায় তাহার মূলেও যে রহিয়াছে বিজ্ঞানের অসীম দান সেকথা অস্বীকার করা যায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শিল্প সামগ্রী সৃষ্টিতে বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভূত হয়। বাষ্পের শক্তি ও ইঞ্জিন শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে আনিয়াছে এক যুগান্তকারী বিপ্লব। লোহা, তামা, কয়লা প্রভৃতি সহযোগে মানুষ তৈয়ারী করিয়াছে বিভিন্ন যন্ত্র। অতীতে লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁত ও চরকা সহযোগে শিল্পদ্রব্য নির্মাণে প্রয়াসী ছিল। অথচ আজ বিরাট বিরাট কল ও যন্ত্রের প্রবর্তনে সেই সব শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ আজ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু তাহাই

নহে, দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে, এবং দ্রব্যের জন্য মানুষের চাহিদা আরও বাড়িয়াছে। বর্তমান যুগে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ এবং সভ্যতার ক্রম বিস্তারের সংগে সংগে নানারূপ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জটিলতার জন্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে প্রবলভাবে। এই বৃদ্ধির সহিত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার প্রশ্নও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে। বিজ্ঞানের দান যন্ত্রপাতির অভাবে মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন সামগ্রীর বৃদ্ধি কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। শুধু শিল্পের ক্ষেত্রেই নহে, কৃষিক্ষেত্রেও আছে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদান।

জমি হইতে আরম্ভ করিয়া ফসল তোলার সময় পর্যন্ত কৃষিকার্যের প্রতিটি ধাপে রহিয়াছে বিজ্ঞানের স্পর্শ। অনুর্বর জমি রসায়নিক সার দ্বারা উর্বর করা হইতেছে। কীট পতংগাদি হইতে শস্যকে রক্ষা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। যন্ত্র সহযোগে উন্নত প্রথায় চাষ আবাদ করার প্রচলনও আজ সমধিক। নদীতে বাঁধ দিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেচ ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া আজিকার কৃষক উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। যন্ত্রদ্বারা আজ শস্য কাটা হইতেছে, পরিষ্কার করা হইতেছে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজন তাহাদিগকে নিয়মিত করার ব্যবস্থা হইতেছে।

শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থার উৎপাদনের উন্নতিই শুধু বিজ্ঞান করে নাই, উহাদিগকে মানুষের প্রয়োজনে লাগাইয়া বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করার জন্য উপযুক্ত বাহকও সে প্রস্তুত করিয়াছে। রেলগাড়ি, স্টীমার, জাহাজ, উড়োজাহাজ ও অন্যান্য নানাবিধ যান বাহন আজ বিজ্ঞানেরই কল্যাণে আমরা পাইয়াছি। কৃষিজাত ও শিল্পজাত সামগ্রী এই সমস্ত যান-বাহনের মাধ্যমে অতি দ্রুত দেশ দেশান্তরে চালান করা যায়। আজ ভারতের চা ইংলণ্ড, আমেরিকায় অতি দ্রুত সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার মাখন ভারতে নিমেষের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুফল হয়ত সভ্য দেশ এতটা পাইত না যদি বিজ্ঞানের অনবদ্য দান বাষ্পীয় শক্তির উন্নততর প্রসার না হইত। ইহা ছাড়াও বিদ্যুৎ শক্তি হইতে উদ্ভুত টেলিফোন টেলিগ্রাম ইত্যাদি সহযোগেও হাজার মাইল দূরে ব্যবসায়ী-বৃন্দ মুহূর্তে খবর আদান-প্রদান করিতে সক্ষম হইতেছেন। ফলে উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে—জনসাধারণের চাহিদাও

তৃপ্ত হইতেছে সেইরূপ। ইহাতে ব্যবষায়ীগণের মুনাফা বৃদ্ধি পাইতেছে সন্দেহ নাই, তবে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের ফলে ক্রেতৃবৃন্দও উপকৃত হইতেছেন যথেষ্টই। আধুনিক মুদ্রা বিনিময় পদ্ধতিও বিজ্ঞান সম্মত। তাহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য আজ অনেক স্বাভাবিক ভাবে চলিতেছে।

আরও ব্যাপকভাবে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এখনও গবেষণার প্রয়োজন আছে। অনুন্নত দেশসমূহে বিশেষতঃ এই প্রয়োজন অধিক অনুভূত হয়। কেননা জনসাধারণের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী এখানে অনেকসময়ে প্রয়োজনমত উৎপন্ন হয় না। ফলে উৎপন্ন দ্রব্য ও চাহিদার মধ্যে একটা বৈষম্য প্রায়শঃই পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রতিকার অধিক উৎপাদনের মধ্যে নিহিত। সেইজন্য অধিক উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাও পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন প্রচুর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী শিল্প বাণিজ্যে যে উন্নতি করিয়াছিল তাহার মূলেও ছিল বিজ্ঞান। সেখানে সরকারী সহায়তায় বৈজ্ঞানিকগণ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন বিশেষ ভাবে।

ভারতও এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি বিজ্ঞানাগার এই জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে হইয়াছে। তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি করার এখনও অনেক অবকাশ আছে। ভারত যে পাঁচসালা পরিকল্পনার কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে তাহার সাফল্যের জন্য কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সমস্ত দিকের একযোগে উন্নতি আবশ্যক। ইহাতে বৈজ্ঞানিকদের জন্য আরও বহু গবেষণাগার স্থাপন করা প্রয়োজন। তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সহায়তা করা সরকারের কর্তব্য। শিল্প গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করাও একান্তই প্রয়োজন। তবে একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে গবেষণাগারে বসিয়া বৈজ্ঞানিক-গবেষণা করিলেই কাজ শেষ হইয়া যায় না, সেই গবেষণার ফল কি হইল সেই সম্বন্ধে যাহারা এই গবেষণার ফলকে কার্যকরী করিবে তাহাদিগকে সম্যক অবহিত করানও একান্তই প্রয়োজন। তাহা না হইলে যতই গবেষণা করা যাক না কেন বাস্তবে কোন সুফলই প্রত্যক্ষ করা যাইবে না। সেইজন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া সেই গবেষণার ফলাফল যাহারা কৃষি ও শিল্পে কার্য করিবে তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে। তাহা না হইলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দানের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভবপর হইবে না।

বিজ্ঞান বস্তুতঃ আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের সংগে অংগাংগীভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

ইহাতে বিজ্ঞানের অবদান প্রকৃতপক্ষে আজ এত বেশী যে মনে হয় সেই দানকে উপযুক্তভাবে জনকল্যাণে নিয়োজিত করিতে পাড়িলে হয়ত মানুষ তাহার অভাব বোধকে একদিন পরিপূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম হইবে। প্রকৃতির অনন্ত রহস্যকে ভেদ করিয়া বিজ্ঞানকে লইয়া মানুষ যেভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইয়াছে, এবং বিজ্ঞানের অপরিসীম উন্নতি তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিভাত দেখা যাইতেছে তাহাতে অভাব-বোধকে সে একদিন জয় করিতে পারিবে এইরূপ আশা করা বোধ হয় খুব ভুল হইবে না।

ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য
(State Trading in India)

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যে দেশের আমদানী ও রপ্তানী ব্যবস্থায় সমুদয় দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকে। সাধারণতঃ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যতীতও অন্যান্য দেশগুলিতে অনেক সময় কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম কয়া যাইতে পারে। তবে ধনতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনার মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অথবা সাম্যবাদী দেশগুলিতে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বণ্টন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকে বলিয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া (যেমন, কোন রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা পণ্য ক্রয় করা এবং ব্যবসায়ের ভিত্তিতে সেই পণ্য পুনর্বিক্রয় করা) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রবর্তন করা হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনার ফলে অনেক সময় রাষ্ট্র মুনাফা অর্জন করিতে পারে। কিন্তু, সব সময়েই যে মুনাফা অর্জনের নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রবর্তন করা হইয়া থাকে, তাহা নহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতেই আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রবর্তনের কথা চিন্তা করা হইতে থাকে। অনেক দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর যোগান বাড়াইবার জন্য এবং খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে খাদ্য-শস্যোৎপাদন ও খাদ্যশস্য বণ্টন ব্যাপারে রাষ্ট্র বিশেষ তৎপর

হইয়া পড়ায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করিতে থাকেন। কিন্তু, ১৯৫০ সালে পাটশিল্পে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের যৌক্তিকতা অনুসন্ধান-কল্পে নিযুক্ত কমিটি উক্ত শিল্পে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের বিপক্ষে যুক্তি প্রদান করেন।

বর্তমানে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পক্ষে আমরা অনেক যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

প্রথমতঃ, আমাদের দেশের অনেক ভোগ-সামগ্রীর বিদেশে প্রচুর চাহিদা আছে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য এই ভোগ-সামগ্রীগুলির ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হইলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য-ব্যালান্সের অবস্থা অনেক উন্নত হইবে এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমাদের দেশ দরকষাকষির (bargaining) সাহায্যে, সুবিধাজনক সর্ত আদায় করিতে পারিবে। যদি এই সকল ভোগসামগ্রীর ক্ষেত্রে অনেক বেসরকারী ব্যবসায়ী থাকে, তবে বেসরকারী ব্যবসার ক্ষেত্রে বিপুল প্রতি-যোগিতার সৃষ্টি হইবে এবং তাহাতে সমগ্র দেশের পক্ষে সুবিধাজনক লেনদেনের সর্ত আদায় করা যাইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র যদি দেশের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করিয়া বিদেশের বাজার দরে তাহা বিক্রয় করিয়া কিছু মুনাফা অর্জন করে, তবে ইহা দেশের বাণিজ্যাবস্থার উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি করিবে। সরকারী ক্ষেত্রে এই উদ্বৃত্ত লাভ দেশের জন-কল্যাণে ব্যয়িত হইতে পারে। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণ অনেক-ক্ষেত্রেই বিদেশে নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা অর্জন করিয়াছেন। সেই মুনাফা তাঁহারা হিসাবপত্রে প্রদর্শন করেন নাই এবং ধরা পড়িবার ভয়ে মূলধন গঠনের সহায়তার জন্য বিনিয়োগও করেন নাই। তাহাতে সরকারও অনেক পরিমাণ আয়করের রাজস্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তিত হইলে বেসরকারী বাণিজ্য পরিচালনার এই সকল মারাত্মক ত্রুটি দূর হইবে।

তৃতীয়তঃ, দেশের শিল্পগুলির জন্য কাঁচামাল সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য ভারত সরকার কয়েকটি রাষ্ট্রের সহিত দ্বি-পক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি (Bilateral Trade Agreements) সম্পাদন করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তিত হইলে এই সকল চুক্তির সর্ত পালন করা এবং চুক্তিগুলির সর্ত পালনের ফলস্বরূপ কাঁচামাল সরবরাহের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইবে।

চতুর্থতঃ, আমাদের দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যাবস্থার উন্নয়ন অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করিতে হইবে। শুধু আমদানী নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানী

বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করিলেই হইবে না; অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত যাহাতে পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় থাকে সেভাবে বিভিন্ন পণ্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। তাহা সম্ভবপর হইতে পারে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনার সাহায্যে।

সর্বশেষে, ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের বিশেষ দরকার। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ভারত সরকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া, আমাদের পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তিত হইলেই বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত লাভ করিবার পথ সুগম হইবে।

বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীগণ স্বভাবতঃই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যকে প্রীতির চোখে দেখেন না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তিত হইলে বেসরকারী ক্ষেত্রের শিল্প-বাণিজ্যে ভীতির সঞ্চার হইবে এবং শিল্পপতিদের বিনিয়োগ স্পৃহা এবং ব্যবসায়ে উদ্যম কমিয়া যাইবে।

ভারতের কর তদন্ত কমিশন (Taxation Enquiry Commission) মনে করেন, অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ফলে রাজস্বের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হইতেছে ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারীর। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা করিবার মত প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন পরিচালক ভারত সরকারের হাতে আছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠে। যখন দ্রব্যমূল্যের স্তর উপরের দিকে, তখনই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রবর্তনের প্রকৃষ্ট সময়। অধ্যাপক জেকব ভাইনার (Jacob Viner) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের বিরোধী। তাহার মতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং সেই প্রতিক্রিয়ার ফল অনেক সময় রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেও প্রতিভাত হয়।

১৯৫৬ সালের মে মাসের ভারতে ষ্টেট্ ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন হইতেছে এক কোটি টাকা এবং তাহা ১০০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত। ইহার আদায়ী মূলধন হইতেছে ৫ লক্ষ টাকা, এবং তাহা ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

যে সকল সামগ্রীর আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা দরকার হইবে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সেগুলির আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিবে, ভারত এবং বিদেশের সহিত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠান সোডা এ্যাস্, কষ্টিক সোডা, এ্যামোনিয়াম সালফেট, সিমেণ্ট প্রভৃতি সামগ্রীর আমদানীর ভার গ্রহণ করিবে এবং লৌহ আকরিক ও ম্যাংগানীজ আকরিক প্রভৃতি বস্তু রপ্তানি করিবে। তবে সিমেণ্টের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও রাষ্ট্রীর বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর ভাষায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে "বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা (মূলতঃ রপ্তানী বাণিজ্য এবং আনুষংগিক-ভাবে আমদানী বাণিজ্য) এবং এই উদ্দেশ্য উপলব্ধিতে ইহাকে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোর অনেক ফাঁক পূরণ করিতে হইবে।"

১৯৫৯ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসর ভারতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কর্পোরেশনের কাজকর্ম যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং মূলধন আবর্তনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫ কোটি ৯৫লক্ষ টাকা। পূর্ব বৎসর ইহার পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। ১৯৫৮-৫৯ সালে কর্পোরেশনের নীট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা; ১৯৫৭-৫৮ সালে পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। বৈদেশিক বাণিজ্যে আস্থাশীল দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনায় কর্পোরেশনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ফলাফলও সন্তোষজনক। ১৯৫৯-৬০ সালে আকরিক লৌহ ম্যাংগানীজ, তাঁতবস্ত্র প্রভৃতির রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া সরকারের পক্ষ হইতে আশা প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে যে সব পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়, তন্মধ্যে আকরিক লৌহ, পাট, তামাক, চট, পশমবস্ত্র উল্লেখযোগ্য। আমদানী পণ্যের তালিকায় লৌহ ও অন্যান্য ধাতু, কষ্টিক সোডা, পটাশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, ইনস্থলেটর ও সোডিয়ম সালফেট আমদানী তালিকায় নূতন যুক্ত হইয়াছে।

ভারতের খাদ্য সমস্যা

ভারতের বর্তমান খাদ্যসমস্যার দুইটি দিক আছে। প্রথম দিকটি হইতেছে খাদ্যশস্যের স্বল্পতা এবং অপরটি হইতেছে খাদ্যসামগ্রীর সাম্প্রতিক দাম বৃদ্ধি; খাদ্যসামগ্রীর সাম্প্রতিক দাম বৃদ্ধির ফলেও বাজারে খাদ্যশস্যের কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী নেহরুর মতে ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতের খাদ্যশস্যের রেকর্ড উৎপাদন (৭৩ মিলিয়ন টন) হইয়াছিল। অথচ আমাদের দেশে দিনের পর দিন খাদ্যসমস্যার তীব্রতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেইজন্য আমাদের খাদ্য-সমস্যার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে একটি অসামঞ্জস্য।

আমাদের খাদ্যসমস্যার মূল কারণ হইল, যে পরিমাণে দেশের জনসংখ্যা বাড়িতেছে, সেই পরিমাণে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়িতেছে না। ১৯৪১-৫১ দশকে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় শতকরা ১৩'৪ ভাগ; কিন্তু খাদ্যোৎপাদন বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ। দ্বিতীয়তঃ, দেশ-বিভাগের দরুণ আমাদের খাদ্যসমস্যা আরও প্রকট হইয়াছে। কারণ অধিকাংশ উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদনকারী অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, উদ্বাস্তু সমস্যা খাদ্যসমস্যাকে তীব্রতর করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, সাম্প্রতিক খাদ্য-সংকটের অন্যতম কারণ, খাদ্য-সামগ্রী মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক মজুত করিয়া ইহা পূর্ববংগে চোরা চালান দিয়াছে এবং বিভিন্ন আড়তদারগণ খাদ্যশস্য লইয়া ফাটকাবাজি করিয়াছে। চতুর্থতঃ, দেশের কোন কোন স্থানে অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি হওয়ায় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি সর্বত্র সমানভাবে হয় নাই। ইদানীং কয়েক বৎসর যাবৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক ক্ষেত্রেই খাদ্যসংকট সৃষ্টি করিয়াছে। পঞ্চমতঃ, আমাদের দেশে গত দশ বৎসরে মৃত্যুহার কিছু কমিয়াছে এবং জনসাধারণের গড়পড়তা আয়ু ২২ হইতে ৩২ বৎসর হইয়াছে। অথচ সেই পরিমাণে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে নাই। তাহাতে চাহিদা অনুযায়ী যোগানের কমতি হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ, দেশ শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকগণ পূর্বে যেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন করিত, এখন সেখানে শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করে। ইহাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক কমিয়া যায়।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী আমাদের দেশে উৎপাদন বাড়িতেছে, কিন্তু

তবুও খাদ্যসামগ্রীর দাম কমিতেছে না। ১৯৫৬-৫৭ সালে চাউল উৎপাদন হইয়াছিল প্রায় ২৮·১ মিলিয়ন টন। অথচ এই সময়ে খাদ্যসামগ্রীর মোট আমদানীর মূল্য হইয়াছিল ৮০ কোটি টাকা। ১৯৫৮-৫৯ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হইয়াছিল ৭৩ মিলিয়ন টন। অথচ এই বৎসর হইতে খাদ্যসামগ্রীর দাম ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। খাদ্য-সামগ্রীর দাম ক্রমেই বাড়িয়া যাইবার অন্যতম কারণ হইতেছে বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য উন্নয়নমূলক খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় ও সেইজন্য অধিক পরিমাণে মুদ্রার প্রচলন হওয়ায় জনগণের ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সেই অনুপাতে খাদ্য সামগ্রীর যোগান কম হওয়ায় মূল্যস্তর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি খাদ্যসামগ্রীর বিপক্ষে ঋণ প্রদান করিতে থাকায় বড় বড় ব্যবসায়ী এবং ফাটকা কারবারীগণ খাদ্য সামগ্রী মজুত করিয়া রাখে এবং তাহাতে খাদ্যসামগ্রীর কৃত্রিম অভাব সৃষ্ট হয়। সম্প্রতি খাদ্য সামগ্রীর দাম বাড়িয়া যাইবার ইহা একটি প্রধান কারণ। সীমান্ত অঞ্চলে কড়া পাহারার অভাব থাকায় খাদ্যসামগ্রী লইয়া চোরা কারবারের সৃষ্টি হয়। তাহাতে খাদ্যসামগ্রীর কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয় এবং দাম বাড়িয়া যায়।

খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ভারত সরকার ১৯৫৭ সালে অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য সংশোধনী আইন প্রণয়ন করিয়া খাদ্যসামগ্রী লইয়া মজুতদারী ব্যবসায় এবং চোরাকারবার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে ভারত সরকার ২৫ কোটি টাকা দিয়া Food Subsidy Fund গঠন করেন। বিভিন্ন রাজ্য সরকার খাদ্যসামগ্রী যাহাতে ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করা যায়, সেইজন্য অনেক ন্যায্যমূল্যের দোকান (Fair price shop) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৭ সালে রিজার্ভ ব্যাংক বিভিন্ন বাণিজ্যমূলক ব্যাংকে খাদ্যশস্যের বিপক্ষে আর ঋণ প্রদান না করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। খাদ্য সমস্যাকে দ্রুত আয়ত্তাধীন করিবার জন্য এবং আঞ্চলিকভাবে দেশের মোট চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকার সমগ্র দেশকে কয়েকটি অঞ্চলে (Zone) বিভক্ত করেন। আঞ্চলিক ভিত্তিতেই বিভিন্ন রাজ্যসরকার এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। ভারত সরকারকে আগামী আরও কয়েক বৎসর খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ভারত সরকার ব্রহ্মদেশে এবং আমেরিকার সহিত খাদ্য ক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। সরকার ২ মিলিয়ন টন খাদ্য কেন্দ্রীয় রিজার্ভ

রাখিয়া খাদ্যশস্য মজুত নিয়ামক ব্যবস্থা (Buffer Stock Scheme) চালু করিয়াছেন। খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার শ্রীঅশোক মেহ্‌তার সভাপতিত্বে একটি খাদ্য অনুসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) গঠন করেন। এই কমিটির অধিকাংশ সুপারিশ অনুযায়ীই ভারত সরকারের বর্তমান খাদ্যনীতি অনুসৃত হইতেছে। ভারত সরকার ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে একটি সাময়িক পরিকল্পনা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। উৎপাদক ও ক্রেতাদের পক্ষে উপযোগী মূল্যমান বজায় রাখা এবং সমস্ত বৎসর কৃষকরা যে মূল্য পায় এবং ক্রেতারা যে মূল্য দেয় তাহার মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করাই খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় (State Trading Foodgrains) করার উদ্দেশ্য। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন যাহাতে বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায় সেইজন্য কৃষি মাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করা তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

সরকার প্রণীত অত্যাবশ্যক সামগ্রী সংশোধনী আইন (১৯৫৭) খাদ্য সামগ্রীর দাম বাড়িয়া যাওয়া প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। এই আইন অনুযায়ী যাহাদের মজুতদারী বলিয়া গণ্য করা হইবে, তাহারা অধিকাংশই বড় বড় ব্যবসায়ী অথচ, চড়া-বাজারে ছোট ব্যবসায়ীগণও খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত হয় এবং তাহারাও মুনাফার আশায় অনেক পরিমাণে খাদ্যশস্য আটক রাখে। সরকার যদি এমন আইন প্রণয়ন করিতেন যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য হাতে রাখিলে তাহা মজুতদারী বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, কৃষক, সাধারণ গৃহস্থ নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতেই মজুত শস্য হস্তগত করিয়া লওয়া হইবে, তাহা হইলেই এই আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। দ্বিতীয়তঃ, রিজার্ভ ব্যাংক অত্যন্ত বিলম্বে বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলিকে খাদ্য-সামগ্রীর বিপক্ষে ঋণ প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছে। কারণ, এই নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইবার অনেক আগেই বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি বড় বড় ব্যবসায়ী এবং ফাটকা কারবারীগণকে খাদ্যসামগ্রীর বিপক্ষে প্রচুর পরিমাণে ঋণ প্রদান করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, অশোক মেহ্‌তা কমিটির একটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকার এখনও গ্রহণ করেন নাই। তাহা হইতেছে "Price Stabilization Board" এবং "Prices Intelligence Division" গঠন করা। চতুর্থতঃ, ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে কয়েকটি রাজ্যে বিশেষতঃ পশ্চিমবংগের কয়েকটি

রাজ্যে আমরা খাদ্যশস্যের দাম বাড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। এই অবস্থায় খাদ্যমূল্য বিনিয়ন্ত্রণ করিবার যে নীতি সরকার অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ফলপ্রদ হয় নাই। সর্বশেষে, সরকার খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; অথচ এই উদ্দেশ্যে আলাদা কোন কর্পোরেশন গঠন করেন নাই। খাদ্যনীতি আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহা পরিচালনা করিবার সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাপারে সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতা (administrative inefficiency) সুবিদিত।

খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, সেইগুলি যাহাতে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। খাদ্যসমস্যার সমাধানের দুইটি দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার এবং ইহার দাম কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা এখন যে পরিমাণ আছে তাহা যাহাতে আর না বাড়ে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসংখ্যার বৃদ্ধি যাহাতে আর না হয়, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। খাদ্যসামগ্রী ব্যবহারেও জনসাধারণের মধ্যে রুচির কিছু পরিবর্তন করা উচিত। সবরকম খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে যাহাতে জনসাধারণ অভ্যস্ত হয় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। মিশ্রচাষ ব্যবস্থা (Mixed farming) চালু করিয়া এবং দ্বি-শস্য উৎপাদন (Double crop area) পরিমাণ বাড়াইয়া অধিক খাদ্যোৎপাদনের চেষ্টা করা যাইতে পারে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে সামগ্রিকভাবে কৃষি এবং জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন।

খাদ্যশস্যের সাম্প্রতিক দাম বাড়িয়া যাওয়া প্রতিরোধ করিবার জন্য অশোক মেহ্‌তা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত। প্রথমতঃ, ন্যায্য মূল্যের দোকান (Fair-price shop), পরিবর্তিত রেশনের দোকান, সমবায় সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খাদ্যবণ্টন করা উচিত। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় করিবার নীতি এইরূপ হইতে হইবে যাহাতে সরকারের লাভ বা ক্ষতি না হয়। দ্বিতীয়তঃ, একটি "Price Intelligence Division" এবং একটি "Price Stabilization Board" স্থাপন করিয়া খাদ্যশস্যের দাম বাড়িয়া যাওয়া প্রতিরোধ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, খাদ্যসামগ্রী মজুত নিয়ামক ব্যবস্থাকে (Buffer Stock Scheme) আরও সক্রিয় করিতে হইবে।

আমাদের মনে হয় সরকারের উচিত এমন একটি আইন প্রণয়ন করা যে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য হাতে রাখিলেই তাহা মজুতদারী বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, কৃষক, সাধারণ গৃহস্থ নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতেই অতিরিক্ত খাদ্যশস্য হস্তগত করিয়া লওয়া উচিত। খাদ্যশস্যের ব্যাপক বণ্টন, বিক্রয় এবং গ্রামাঞ্চল হইতে শহরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য প্রেরণের ব্যাপারে সরকারকে বর্তমান অপেক্ষা অধিকতর দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন

ভারতবর্ষে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প এবং বৈদেশিক মূলধন ব্যতীত শিল্প-মূলধনের অন্যান্য উৎস হইতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ হয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পোন্নয়নের জন্য বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতবর্ষে যাহা কিছু শিল্পোন্নয়ন হইয়াছে তাহাতে বৈদেশিক মূলধনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলধন সৃষ্টির দিক দিয়া বিচার করিলেও বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৮ সালে রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী এদেশে মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৯৬ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের মূল্য হইল ৫১৯ কোটি টাকা। এই মোট বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ৩৭৬ কোটি টাকা (অর্থাৎ ৬৩%) আসিয়াছিল গ্রেট্ বৃটেন হইতে। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোট ১৮৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্য ৮০০ কোটি টাকা মূল্যের পরিমাণ গ্রহণ করা হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ১১০০ কোটি টাকার বেশী বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করা হইয়াছিল।

উন্নয়মান দেশের পক্ষে বৈদেশিক মূলধনের গুরুত্ব খুবই বেশী। ভারতবর্ষে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ অল্প এবং বিশেষতঃ শিল্প মূলধন সরবরাহের জন্য স্থাপিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংগতি অথবা ক্রিয়াকলাপ পর্যাপ্ত নহে বলিয়া ভারতকে অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পোন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। মূলধন-সৃষ্টির ব্যাপারে বৈদেশিক মূলধনের এবং বিনিয়ো-

গের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। প্রথমতঃ, আমাদের দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়ের কর্মদক্ষতার খুবই অভাব। শ্রমিকদের নৈপুণ্য-সৃষ্টি (skill-formation) না করিতে পারিলে মূলধন-সৃষ্টির (capital formation) কাজ সফল হয় না। বিদেশী মূলধনের সহিত আমাদের দেশে আসিবে বিদেশী কারিগরদের অভিজ্ঞতা লব্ধ কারিগরী জ্ঞান। শুধু অর্থ সরবরাহই নহে, বৈদেশিক মূলধনের সহিত ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কারিগরি সাহায্য এবং পরিচালনা লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য আমাদের বর্তমানে একটি আথিক সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যদি আমরা ২২০০ কোটি টাকার পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য না পাই তবে আমাদের আরও অধিক পরিমাণে কর স্থাপন অথবা ঘাটতি অর্থ-সংস্থানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তাহা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক মূলধনের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষ এখন দ্রুত শিল্পায়নের কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছে। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাগণের প্রাথমিক ঝুঁকির ভার গ্রহণ করিতে হয়। যদি বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হয়, তবে শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক ঝুঁকি অনেক পরিমাণে বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ বহন করিবেন। ভারতের নূতন ইস্পাত কারখানাগুলি বিদেশী সাহায্যের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সরকারী ক্ষেত্রে শিল্পমূলধন সরবরাহ করিবার জন্য সম্প্রতি যে শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কতিপয় বিদেশী ব্যাংক ইহার কিছু শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। চতুর্থতঃ, বর্তমানে আমাদের দেশের বেকার-সমস্যা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার সমাধান করিতে হইলে অধিক পরিমাণে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে। বিদেশী মূলধন ও বিনিয়োগের সাহায্যে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পঞ্চমতঃ, বর্তমানে বিশ্বব্যাংক, এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে ভারত আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ২২০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বৈদেশিক ঋণের অবদান ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে। সাম্প্রতিককালে সোভিয়েট ইউনিয়নও ভারতের শিল্পোন্নয়নে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করিয়াছে। বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় আমেরিকা পশ্চিম জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান

ও কানাডা সম্মিলিতভাবে "Aid India Club" প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতেছে।

১৯৪৯-৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশন ভারতের শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

শিল্পে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের ক্ষেত্রে এবং ভারতের শিল্পোন্নতির ভিত্তি স্থাপকরূপে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু অর্থ সরবরাহ নয়, বৈদেশিক ঋণের সহিত ভারতবর্ষের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি পাইয়াছে বৈদেশিক কারিগরি সাহায্য এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচালনা। তাহা ছাড়া ভারতের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের যুগে শিল্পোন্নয়নে যে পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন ছিল, তাহা সংগ্রহ করা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। পাট, চা, কফি, রবার, পশম, সাবান প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি প্রধানতঃ বৈদেশিক সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল ছিল। নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যে ঝুঁকি বহন করিতে হয়, তাহা বৈদেশিক ঋণের উপর দিয়াই হইয়া গিয়াছিল। ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক প্রচেষ্টার সমস্ত ঝুঁকিই বিদেশী শিল্পপতিগণকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সর্বশেষে, বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের সংগে সংগেই অধিকতর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হইতে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ইহার মূল্য কিন্তু খুবই বেশী।

বৈদেশিক শিল্পপতিগণের মূল লক্ষ্য ছিল শুধু নিজেদের লাভের মোটা অংক বৃদ্ধি করা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা নহে। ভারতের সুবিপুল অর্থনৈতিক সংগতি, বিদেশী শিল্পপতিগণ অপচয় করিয়াছেন। তাঁহারা যদি এই সুবিপুল অর্থ নৈতিক সংগতির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য নিজেদের মুনাফার দিকে কম তাকাইতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ শিল্পক্ষেত্রে আজ আরও অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিত। মূলধন গঠনে কার্যক্ষমতা গঠনের (skill-formation) কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, বৈদেশিক শিল্পপাতিগণ অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ভারতবাসীগণকে ব্যাপকশিল্প শিক্ষা প্রদানে অনিচ্ছা এবং উৎসাহের অভাব দেখা যাইত। বৈদেশিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক কর্ম-সংস্থানের সৃষ্টি করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ভারতবাসীগণ শুধু নিম্নস্তরের চাকুরী লাভ করিয়া কেরাণীর সংখ্যা বাড়াইয়াছে,—দায়িত্বপূর্ণ এবং পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত শূন্যপদগুলি বিদেশীদের দ্বারা পূর্ণ করা হইত।

exchange control) প্রতিবন্ধক হইবে। দেশের প্রয়োজনে বৈদেশিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা চলিবে; তবে সেক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকগণকে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে এবং সেই ক্ষতিপূরণের টাকা বিদেশে প্রেরণ করা চলিবে।

বৈদেশিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণের ভার থাকিবে ভারতীয়দের হাতে এবং ভারতীয়গণই বেশীর ভাগ অংশপত্রের (Shares) মালিক থাকিবেন। তবে জাতীয় প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিল্প-নিয়ন্ত্রণের ভার বিদেশীদের হাতে থাকিতে পারে। বৈদেশিক শিল্পপতিগণকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে বেশী করিয়া ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মদক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে তাহারা বিদেশীয়দের মতই কর্মদক্ষ হইতে পারেন।

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কিত এই নীতি সুস্পষ্ট হইয়াছে। বৈদেশিক শিল্পপতিগণ মুনাফার আশায় এই দেশে বাণিজ্য করিবেন এবং মূলধন বিনিয়োগ করিবেন। কাজেই সেই মুনাফা বিদেশে প্রেরণ করায় বাধা দেওয়া ঠিক হইত না। জাতীয় স্বার্থে বৈদেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণের অধিকার নিজের হাতে রাখিবার নীতি গ্রহণ করা ভারত সরকারের পক্ষে ঠিক হইয়াছে। আবার বৈদেশিক মূলধন এদেশে বিনিয়োগ করা হইলেও বেশীর ভাগ অংশপত্র থাকিবে ভারতীয়দের হাতে এবং ভারতীয়গণকে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাতে মূলধন বিনিয়োগে বৈদেশিক প্রাধান্য খর্ব করা হইয়াছে, ভারতীয়দের প্রাধান্য বজায় রাখা হইয়াছে এবং সর্বোপরি দেশ বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের সুফল পাওয়ায় মূলধন সৃষ্টির কাজে সুবিধা হইয়াছে। সরকারের কর্তব্য হইবে, বৈদেশিক শিল্প এবং ঋণ-প্রদানকারীগণ এই সর্তগুলি পালন করিতেছেন কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। অতীতে বিদেশী বণিক আমাদের দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতার দণ্ড করায়ত্ত করিয়াছিল। স্বাধীনতার বিজয়তোরণে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষকে অনেক দিক চিন্তা করিয়া বৈদেশিক অর্থের জন্য হাত বাড়াইতে হইবে যাহাতে বণিকের দণ্ড পুনরায় রাজদণ্ডরূপে দেখা না দেয়।

ভারতের বস্ত্রশিল্প

জাতীয় মূলধনে এবং প্রচেষ্টায় যে সমস্ত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বস্ত্রশিল্পই প্রধান। ভারতের বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস ঐতিহ্যময়। এই শিল্প ল্যাংকাশায়ারের মিলজাত বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতার মধ্যে গড়িয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছে। বিদেশী শাসকগণ এদিকে ল্যাংকাশায়ারের জন্য একচেটিয়া বাজার করিয়া এবং অপরদিকে স্বলভ মূল্যে কাঁচামাল ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে কোনঠাসা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ভারতের বস্ত্র শিল্পের স্থচনা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। ১৮১৮ সালে কলিকাতায় প্রথম কাপড়-কল স্থাপিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বস্ত্রশিল্পের উন্নতি খুব উল্লেখযোগ্য হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে বস্ত্র-সংরক্ষণ হইতে প্রবর্তিত হইবার পর এই শিল্পের কিছু উন্নতি হয়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে বস্ত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। দেশ-বিভাগের ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্পের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়। দেশ-বিভাগের ফলে অধিকাংশ কাপড়ের কল ভারতের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কার্পাস উৎপাদনের এলাকা অধিকাংশ পড়িয়া যায় পাকিস্তানের মধ্যে। প্রথম পাচসালা পরিকল্পনায় বস্ত্র উৎপাদন বাড়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় এবং ইহাতে কিছু স্থফলও লাভ হয়। ১৯৫৮ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৮৯ কোটি ৭৭ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানি করা হয়। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার শুরু হইতে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত একটি দর্শকের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই বস্ত্রের উৎপাদন ২.৯ মিলিয়ন বেইল (১৯৫০-৫১) হইতে ৫.৪ মিলিয়ন বেইল (১৯৬০-৬১) পর্যন্ত বাড়িয়াছিল।

বস্ত্র রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে একটি রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ (Export Promotion Organisation) গঠন করেন। এই পরিষদের প্রধান কর্মসূচী হইতেছে—বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা, বিদেশে ব্যবসায়ী প্রেরণ, বিদেশী ক্রেতা এবং দেশী বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাইয়া দেওয়া এবং রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে একই প্রকার উৎকর্ষতা রক্ষার ন্যায়সংগত নির্দেশ দান করা।

বর্তমানে বস্ত্রশিল্পের সমস্যা প্রধানতঃ তিনটি। যথা,—(১) শ্রমিকদের কম উৎপাদনশীলতা বস্ত্র উৎপাদনের খরচ বাড়াইয়া দিয়াছে, (২) বিভিন্ন মিলের জীর্ণ ও পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করিয়া শিল্পটি স্থসম্বদ্ধ স্থসংস্কার

(rationalisation) করা আর একটি সমস্যা। উৎপাদন খরচ কমাইতে হইলে বস্ত্রশিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করা খুবই দরকার। কিন্তু তাহাতে কিছু লোক বেকার হইয়া যাইতে পাবে। (৩) বস্ত্র রপ্তানী বাড়াইযা দেওয়া এই শিল্পের আর একটি সমস্যা। নেদারল্যাণ্ড, জাপান, পশ্চিমজার্মানী, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় টিঁকিযা থাকিতে হইলে আমাদেব দেশের মিলজাত বস্ত্র আরও উন্নতধরণের করিতে হইবে।

১৯৫২ সালের নভেম্বব মাসে ভাবত সবকার একটি বস্ত্রশিল্প অনুসন্ধান কমিটি (Cotton Textile Enquiry Committee) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার আর একটি নাম হইতেছে কানুনগো কমিটি (Kanungo Committee); ১৯৫৪ সালেব সেপ্টেম্বর মাসে এই কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন :

প্রথমতঃ, কাপডেব কলগুলিতে সাধাবণ তাতেব (ordinary looms) স্থলে স্বয়ংক্রিয তাঁত (automatic looms) ক্রমশঃ বসান উচিত,—ইহাব হার হইবে প্রতি বৎসর ৫০০০ মিলিযন গজ। তাহাতে ২০ বৎসবের মধ্যে অর্ধেক তাঁতেব পুনঃ স্থাপন হইবে। বপ্তানী বৃদ্ধিব স্বার্থে শিল্পেব সুসম্বদ্ধ সংস্কার (rationalisation) একান্ত প্রযোজনীয। কিন্তু আধুনিক সরঞ্জাম প্রবতন করিলে শ্রমিকদেব কর্মচ্যুতি হইবাব যে আশংকা আছে, সে সমস্যা বিশেষ প্রকট হইবে না যদি উপরোক্ত হার বজায় বাখা হয়।

কানুনগো কমিটিব মতে মিলগুলিব বযন বিভাগের আব সম্প্রসারণ করিতে দেওয়া উচিত্ হইবে না,—কারণ, তাহাতে ছোট বস্ত্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল হইয়া পডিবে। সেইজন্য কাপডেব কলগুলিতে বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কিত কারিগবি গবেষণার উপব গুরুত্ব আরোপ কবা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, শক্তিচালিত তাঁতশিল্পকে কমিটি দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (ক) কুটিবশিল্প এবং (খ) বৃহদায়তন শিল্প। এই কমিটির মতে হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে ক্রমশঃ শক্তিচালিত তাঁতে পরিণত করিতে হইবে। অথচ তাঁতশিল্পের মালিকানা যাহাতে সব সময়েই তাঁতীদের হাতে থাকে সে সম্পর্কে সতত সজাগ থাকিতে কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। এই কমিটির মতে তাঁতশিল্পের জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে সংরক্ষণ করা হইবে, সে সম্বন্ধে জনগণের রুচির তারতম্য সরকার সময়ে অনুসন্ধান করিবেন। তবে যতদিন না তাঁতশিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন সংরক্ষণ প্রত্যাহার

করা হইবে না। হস্তচালিত তাঁতকে শক্তিচালিত তাঁতে পরিণত করিবার কাজে সাহায্য করিবার জন্য কানুনগো কমিটি একটি বিশেষ এজেন্সি স্থাপন করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। এইজন্য বড় মিলের উৎপাদন ক্ষমতার অতিরিক্ত অংশ (excess capacity) হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উৎপাদন হইতে মিটান উচিত।

কার্ভে কমিটির মতে (Karve committee) মিলগুলির উৎপাদন ৫,০০০ মিলিয়ন গজ এবং শক্তিচালিত তাঁতের উৎপাদন ২০০ মিলিয়ন গজে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা কালে ইহার অতিরিক্ত বস্ত্রের যে চাহিদা হইবে, তাহা হস্তচালিত তাঁত হইতে উৎপাদন করা উচিত। চরকা প্রবর্তনের জন্য কার্ভে কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। ভারত সরকারও এই সুপারিশগুলি যতটা সম্ভবপর ততটা কার্যকরী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

খাদ্য সমস্যার ন্যায় বস্ত্র সমস্যাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে বস্ত্র সমস্যার সম্পূর্ণভাবে সমাধান হইয়াছে একথা আমরা বলিতে পারি না। তবে বস্ত্র সমস্যার তীব্রতা অনেক কমিয়া গিয়াছে একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। বস্ত্রের ক্ষেত্রে দেশ এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। তবে আশা করা যায়, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে আমরা বস্ত্রের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিব। আমাদের দেশে সরকার তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁতশিল্প ভারতের গৌরব, এই শিল্প উন্নত হইলে শুধু যে আমাদের বস্ত্র সমস্যারই আংশিক সমাধান হইবে তাহা নহে; এই শিল্পের সহিত জড়িত রহিয়াছে ভারতের এক কোটি লোকের জীবনযাত্রা। বস্ত্রের যে ঘাটতি আমরা বর্তমানে দেখিতে পাই, তাহা সহজেই তাঁতবস্ত্রের সাহায্যে দূর করার চেষ্টা করা যায়। বেকার সমস্যার সমাধানে এবং গ্রামীণ অর্থ-নৈতিক জীবনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার প্রয়াসে তাঁত শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের আভ্যন্তরীণ বস্ত্রের চাহিদার শতকরা তেত্রিশ ভাগেরও কিছু বেশী আমরা তাঁতবস্ত্রের সাহায্যে পূরণ করিতে পারি। বস্ত্র শিল্পের উন্নতির আর একটি দিক্ বিবেচনা করিতে হইবে,—তাহা হইতেছে বস্ত্রশিল্পের আধুনিকীকরণ করা সম্পর্কে। বস্ত্রশিল্পে সুপরিকল্পিত উপায়ে ক্রমে ক্রমে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিলে এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইবে। কিন্তু তাহা করার সময় যাহাতে বেকার সমস্যার তীব্রতা না বাড়ে এবং বস্ত্রশিল্প হইতে ছাঁটাই করা লোকদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ভারতের বেকার সমস্যা

অনেক সমস্যাই আজ ভাবতকে নাজেহাল কবিযা তুলিষাছে। খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যার কথাই ভাবতেব অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনাকালে মনে আসে। উক্ত সমস্যাগুলিব কেন্দ্রে যে সমস্যাটি রহিয়াছে, এবং যে সমস্যা আজ ভাবতেব অর্থ নৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সমস্ত উন্নয়নমান কাঁঠামোকে বিপর্যস্ত কবিতে উদ্যত হইযাছে তাহা হইল বেকাব সমস্যা।

জনসংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি, দেশ-বিভাগেব দরুণ ক্রমাগত উদ্বাস্তুব আগমন, শিল্পে অনগ্রসরতা, বিভিন্ন কাবখানায ছাঁটাই, কুটিব ও ক্ষুদ্রাযতন শিল্পেব অবনতি,—প্রভৃতি কাবণে ভাবতেব বেকাব-সমস্যা ভযাবহরূপ ধাবণ কবিযাছে। শিক্ষিত বেকার ছাড়াও অশিক্ষিতদেব মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁহাদেব কোন কর্মসংস্থানই নাই অথবা যাহাদেব বতমান কর্ম সংস্থানেব সাহায্যে ঠিকভাবে জীবিকা নির্বাহ কবা অসম্ভব। যে কোন অনগ্রসব দেশেই আমবা গ্রামীণ বেকাব সমস্যা দেখিতে পাই। ভাবতে গ্রামীণ বেকাব সমস্যা সহবাঞ্চলেব বেকাব সমস্যাব মতই নিদারুণ।

বিভিন্ন হিসাবেব সাহায্যে সঠিকভাবে বেকাবেব সংখ্যা না জানিতে পাবিলেও ভাবতে বেকাব-সমস্যাব গুরুত্ব যে কত বেশী, তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয না। দ্বিতীয় পাঁচসালা পবিকল্পনা আবম্ভ হইবাব সময ভাবত সবকাবেব হিসাব অনুযায়ী ভাবতে ২৫ লক্ষ লোক বেকাব ছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাব শেষে তাহাদেব সংখ্যা দাঁড়াইযাছিল ৪৫ লক্ষ। বর্তমানে বেকাবেব সংখ্যা যে কত ভাবতবর্ষে তাহা সঠিকভাবে পবিমাপ কবা সম্ভবপব নয। কাবণ সবকাবী হিসাব এইক্ষেত্রে খুব নির্ভবযোগ্য নয ভাবতবর্ষে আমবা বিভিন্ন ধবণেব বেকাব সমস্যা দেখিতে পাই। কৃষি-ক্ষেত্রে আমবা বেকাবসমস্যা দেখিতে পাই। একটি খামাবে কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদেব সাহায্যে যতখানি উৎপাদন হয, সেই খামাব হইতে কিছু শ্রমিক সবাইযা আনিলে অপবিবর্তিত মূলধন, কাঠামো এবং শ্রম-দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদনের পবিমাণ যদি কমিয়া না যায, তবে বুঝিতে হইবে সেখানে রহিযাছে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা। শুধু তাহাই নহে, বিবাট শ্রমশক্তির অপচয় আমবা ভাবতবর্ষে (এবং অন্যান্য অনগ্রসব দেশে) দেখিতে পাই।

শিল্পক্ষেত্রেই বেকার-সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। শিল্পের আধুনিকীকরণের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হয়। শ্রমিক ছাঁটাই করা হইলেই বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। অথচ শিল্পে আধুনিক উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিলে শিল্পপতিগণকে বাধ্য হইয়াই কিছু শ্রমিককে ছাঁটাই করিতে হয়।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেও বেকার-সমস্যার (unemployment among the educated middle class) তীব্রতা খুবই বেশী। তাহার কারণ হইল, শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবকগণ দৈহিক শ্রম-মূলক কোন কাজ করিতে চাহেন না। শিল্প-বিজ্ঞানের প্রসারতার প্রভাবেও কর্মহীনতার (technological unemployment) সৃষ্টি হইতে পারে। চাহিদার ঋতুগত পরিবর্তনের ফলে, এক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজ গ্রহণ করিবার অন্তবর্তী সময়ে শিল্প কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে, অর্থনৈতিক গঠন-প্রকৃতির সৃষ্ট কারণে এবং দুর্ঘটনাজনিত শারীরিক অক্ষমতার দরুনও কর্মহীনতার (structural and frictional unemploypment) সৃষ্টি হয়। কৃষিক্ষেত্র হইতে ফসল উঠাইবার আগে কৃষি-শ্রমিকগণের বৎসরে প্রায় তিনমাস কোন কাজ থাকে না, কারণ সেই সময়ে কৃষি-উৎপাদনের জন্য মাঠে কাজ করিতে হয় না। তাহা ছাড়া, পার্শ্ববর্তী উপজীবিকার অভাবেও অনেক সময় শ্রমিকগণকে বৃথা সময়ের অপচয় করিতে হয়। এই ধরণের কর্মহীনতাকে ঋতুগত কর্মহীনতা (seasonal unemployment) বলা হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যে মন্দা হেতুও বেকার সমস্যার (cyclical unemployment) সৃষ্টি হইতে পারে। এই ধরণের কর্মহীনতার সৃষ্টি হয় বাণিজ্য-চক্রের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে।

ভারতের বেকার-সমস্যার বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ভারতের উন্নয়ন হইতেছে সত্য, কিন্তু, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার খুব দ্রুত নহে। অর্থনৈতিক উন্নতির সংগে সংগে নূতন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু তবুও বেকার সমস্যার তীব্রতা দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার অন্যতম কারণ হইল, যে হারে দেশের জনসংখ্যা এবং শ্রমিকসংখ্যা বাড়িতেছে, সেই হারে দেশের কর্ম-সংস্থানের ব্যাপক বৃদ্ধি হইতেছে না। দেশের সুবিপুল শ্রমশক্তির উপযুক্তভাবে সদ্ব্যবহার হইতে পারে এরকম কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা এখনও সম্ভবপর হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু, যে

নয় অথচ নিজেদের উপযুক্ত কাজ করিতেছে না, তাহাদেরও যাহাতে ভাল কাজের ব্যবস্থা হয় সেইদিকে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। পরিকল্পনার কর্মসূচী অনুযায়ী দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রায় আট মিলিয়ন লোকের কাজের ব্যবস্থা করার কথা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রকৃতপক্ষে চার মিলিয়ন লোকের কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার পরেও ৪·৫ মিলিয়ন লোক বেকার রহিয়া গিয়াছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের জনশক্তির (Man-power) সদ্ব্যবহার করিয়া কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা। এইজন্য ১৪ মিলিয়ন অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যাহাতে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় করা সম্ভবপর হয় সেইজন্য সরকার চেষ্টা করিতেছেন। যতদিন পর্যন্ত ভারত সরকার বেকার সমস্যার সমাধান না করিতে পারিতেছেন, ততদিন ভারতের সর্বাংগীণ অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের আশা সুদূরপরাহত।

ভারতের পাটশিল্প

কৃষিই ভারতবাসীর প্রাণ। ভারতের শতকরা ৮৩ ভাগ লোকের সুখ-দুঃখ জড়িত রহিয়াছে কৃষির সহিত। কিন্তু, কৃষিক্ষেত্রে ভারত এখনও অনগ্রসর। কৃষির এই অনগ্রসরতার মধ্যেও পাট উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে অগ্রণী হইয়া আছে। দেশ-বিভাগ আমাদের এই শিল্পটিকে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু, এই শিল্প এইজন্য মোটেই বিপর্যস্ত হয় নাই। দুঃখ-তমিস্রা পার হইয়া ভারতের পাটশিল্প আজ স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু, তবুও এই শিল্পের সব সমস্যার সমাধান হয় নাই। দেশবিভাগের পূর্বে ভারতের রপ্তানী হইতে যে আয় হইত তাহার শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগই আসিত পাট রপ্তানী হইতে। আজ আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ না হইলেও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে পাটশিল্প হইতে।

দেশ বিভাগের পর হইতে পাটশিল্প কতিপয় সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববংগ হইতে কাঁচা পাট আমদানীর পক্ষে অনেক অসুবিধা

দেখা যায়। পাট-শিল্পের প্রধান সমস্যা হইল কাঁচা মাল সংক্রান্ত। কিন্তু পাটের উৎপাদন বাড়িবার ফলে এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান হইয়াছে। কিন্তু, আর একটি সমস্যা হইল বৈদেশিক বাজারের উপর অধিক নির্ভরশীলতা। দেশে উৎপাদিত পাটের চার-পঞ্চমাংশেরও উপর বিদেশে রপ্তানী করা হয়। অন্যান্য সমস্যাগুলির মধ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন (Modernisation)এবং পাটের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা (Jute Marketing) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিছুকাল যাবৎ পাট-শিল্পে আধুনিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করার কথা উঠিয়াছে। ভারতীয় পাটকলগুলিতে পুরাতন যন্ত্রপাতির স্থলে নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। পুরাতন ও জীর্ণ যন্ত্রপাতির স্থলে নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন করা এবং তাহার সাহায্যে কম খরচে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। শিল্পের সুসম্বদ্ধ সংস্কারের (Rationalisation) অর্থনৈতিক সুফল অনুন্নত দেশের শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে নিশ্চয়ই কাম্য। কিন্তু অপর একটি বিষয় উপেক্ষা করা চলিবে না,—তাহা হইতেছে শিল্পের সুসম্বদ্ধ সংস্কারের (Rationalisation) দরুণ দৃষ্ট বেকার সমস্যা। শ্রম-সঞ্চয়কারী যন্ত্রপাতি (Labour-saving machinery) প্রবর্তিত হইলে অনেক লোক বেকার হইয়া পড়িবে। তাহা ছাড়া, আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিবার মোট খরচও কম নহে। সেজন্য ক্রমে ক্রমে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করা উচিত। পরিকল্পনা কমিশনের মতে ধীরে ধীরে শিল্পের সুসম্বদ্ধ সংস্কার (Rationalisation) করিতে হইবে এবং যে সমস্ত শ্রমিক কর্মহীন হইয়া পড়িবে অন্যান্য শিল্পে তাহাদিগের জন্য কর্মসংস্থান করিয়া দিতে হইবে। বর্তমানে কাঁচা পাটের উৎপাদন কিছু বাড়িয়াছে। যদি সরকার কিছু আর্থিক সাহায্য করেন, তবে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিবার ব্যয় সমস্যার কিছু সমাধান হইবে। এতদিন পাট-রপ্তানী শুল্ক হইতে সরকার যথেষ্ট অর্থ পাইয়াছেন। সুতরাং এই শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তনে সরকারের বর্তমানে আর্থিক সাহায্য করা উচিত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান সমস্যা হইতেছে লোক ছাঁটাইয়ের (retrenchment) সমস্যা। সেইজন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাট-শিল্পের আধুনিকী-করণ ধাপে ধাপে করিতে হইবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ফিন্‌লো কমিটি (Finlow Committee) এবং ফকাস্‌ কমিটি (Fawcus Committee) পাটের বাজার-ব্যবস্থার

যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, বর্তমানেও তাহা অনুরূপই আছে। গ্রামে পাটের উৎপাদকগণ উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ ফড়িয়াগণের নিকট বিক্রয় করে। উৎপাদকগণের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ গ্রামের হাটে অথবা প্রাথমিক বাজারে বিক্রয় করে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির (Indian Central Jute Committee) বাজার বিষয়ক অনুসন্ধানে (১৯৪০) দেখা যায়, মাথাপিছু উৎপাদকগণ গড়ে কদাচিৎ ২০ মণের বেশী পাট বিক্রয় করে। ফড়িয়া এবং ব্যাপারীগণ হাটে অথবা প্রাথমিক বাজারে পাট আনিয়া তাহা বড় বড় ব্যবসায়ীগণের নিকট (আড়তদার) বিক্রয় করেন। আড়তদারগণ তাহা বস্তানির্মাণকারকদের (kutcha balers) নিকট বিক্রয় করেন। এই সকল কেনাবেচা হয় মাধ্যমিক বাজারগুলিতে, যেগুলিতে যানবাহনের এবং মাল মজুত রাখিবার সুবন্দোবস্ত থাকে। প্রধান এবং সর্বশেষ বাজার হইল কলিকাতা। প্রাথমিক বাজারে মূল্য নির্ধারণে যানবাহন ব্যবস্থার বিশেষ প্রভাবে থাকে। সেখানে জিনিষের গুণের অথবা প্রকার ভেদের জন্য মূল্যের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যদি জিনিষের গুণের অবনতি হয় তবে ক্রেতাগণ কিছু বাট্টা দাবী করেন। প্রাথমিক বাজারে এবং গ্রামে বিক্রেতাগণকে অনেক খেসারত দিতে হয়, যেমন ওজনে কম হইবার জন্য, আড়তদারী, দালালী, যাচনদারী প্রভৃতির জন্য। বস্তা নির্মাণের জন্যও কিছু খেসারত প্রদান করিতে হয়।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও পাট শিল্পের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। ১৯৫০-৫১ সালে আমাদের দেশে পাটের উৎপাদন ছিল ৩·৩ মিলিয়ন বেইল; ১৯৬০-৬১ সালে, অর্থাৎ, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে পাটের উৎপাদন হইয়াছিল ৫৫ মিলিয়ন বেইল। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং আশা করা যায় পাটের উৎপাদন তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় আরও বাড়িবে। উন্নততর বীজ বণ্টন, পাট পচাইবার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার প্রবর্তন, পরে মূল্য পরিশোধ করার ভিত্তিতে সার সরবরাহ এবং উন্নততর কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার,—প্রভৃতির মাধ্যমে বর্তমানে পাটের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে।

ভারতের বন্যা ও তাহার নিয়ন্ত্রণ

ভারত নদী-মাতৃক দেশ হইলেও সারা বৎসর প্রবল জলের প্রাধান্য এখানে পরিলক্ষিত হয় না। নদীগুলি বর্ষার পূর্বে শুষ্ক থাকে ও ফলে সেচ ও জমির উর্বরা শক্তি ইত্যাদি অনেকাংশে নষ্ট হয়। মৌসুমী বায়ুর আনুকূল্যে আমাদের এখানে যে বৃষ্টিপাত হয় তাহা যখন উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল বা অন্য কোন উচ্চ স্থান হইতে বিভিন্ন নদীর গতিবেগের সাথে প্রবল বেগে নিম্নে নামিয়া আসিয়া জনপদ, শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্লাবিত করে তখনই বন্যার উদ্ভব হয়। প্রকৃতির এই সময় যে মূর্তি প্রত্যক্ষ করা হয় তাহাকে সংহার মূর্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বন্যার প্লাবনে মানুষ, গৃহ, জমি প্রভৃতি অনেক কিছুরই অপূরণীয় ক্ষতি হয়। বন্যা এইরূপ এক পরিবেশের সৃষ্টি করে যাহা শুধু উদ্বেগপূর্ণই নহে, অত্যন্ত ভয়াবহও বটে। কেবলমাত্র মৃত্যুই নয়, বন্যা রোগ, গৃহ ও শস্যবিনাশ ইত্যাদি বহুবিধ অহিতকর পরিণতিও তাহার পথে রাখিয়া যায় যাহা পূরণ করা, বিশেষতঃ ভারতের মত উন্নয়মান রাষ্ট্রের পক্ষে সত্যই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তবে কৃষি-প্রধান দেশের পক্ষে বন্যা যে আশীর্বাদ আকারেও আবির্ভূত হয় সেকথা অনস্বীকার্য। প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ফলে মৃত্তিকা উর্বর হয়। জমির উর্বরতা কৃষির উন্নতিতে বিশেষ সহায়ক হয়। সুতরাং ভারতকে শস্য শ্যামলা করিবার জন্যও আমাদের নির্ভরশীল হইতে হয় এই জলের উপর। অথচ অতি জলপ্লাবন মোটেই কাম্য নয়। সেইজন্য জলের আধিক্য হইতে যেমন একদিকে আমাদের রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করা কর্তব্য, ঠিক তেমনি সেই জলকে বাঁধিয়া সেচ ও বিদ্যুতের মাধ্যমে আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করাও বিধেয়।

ভারতে বন্যার কারণ সাধারণভাবে আমরা আলোচনা করিয়াছি। তবে একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে নদীগুলির দুই ধারের পার যথেষ্ট শক্ত না হওয়ায় বর্ষার বিপুল জলের বেগ ধারণ করা উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না; ফলে দুই কূল প্লাবিত করিয়া নদীর জল সহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করিয়া বন্যা ঘটায়। জলের বেগ যত তীব্র হয়, বন্যার সংহার মূর্তিও হয় তত ভীষণ। ইহা ছাড়া গাছ-পালা ইত্যাদি কাটার দরুণও অনেক সময় নদীর জলের বেগ নদীর দুই কূল ধারণ করিতে পারে না। নদীর পারের গাছ-পালা কাটিয়া গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরাজগণ নদীর কূলের প্রাকৃতিক

বাঁধকে অনেকাংশে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। ভূমিকম্পও অনেক সময় বন্যার কারণ হয়। ইহারা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করিয়া অনেক সময় বন্যা ঘটাইয়া থাকে। গত ১৯৩৫ ও ১৯৫০ সালে বিহার ও আসামের ভূমিকম্পকে ঐ দুই অঞ্চলের উত্তর কালের বন্যার আধিক্যের কারণ হিসাবে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

গত কিছু বৎসর যাবৎ প্রায় প্রতি বৎসরই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসমূহে এবং হিমালয় পর্বতমালার সানুদেশবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমূহে বন্যার উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিম বাংলা ও দক্ষিণাঞ্চলেও যে বন্যা হইয়াছে বা হইতেছে তাহা সত্যই সমস্ত মহলে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯৬২ সালে একই বৎসরে জুলাই ও আগষ্ট মাসে দুইবার বন্যা হওয়ায় আসাম অঞ্চলে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। শতাধিক প্রাণ নষ্ট হইয়াছে, শস্য যাহা বিনষ্ট হইয়াছে তাহা অপূরণীয় এবং গৃহ ইত্যাদি জলের তলায় যাওয়ায় উহা হইতে যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহার হিসাব এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। গত আগষ্ট মাসেও (১৯৬২ সাল) গৌহাটি সহরের সীমানায় ব্রহ্মপুত্রের জল বিপদ জ্ঞাপক রেখার ৭ ফুট উর্ধ্বে ছিল। আসামের ডিব্রুগড়, ধুবড়ী, গৌহাটি প্রভৃতি অঞ্চলে স্মরণীয়কালের মধ্যে এই বৎসরের মত এত ভয়াবহ বন্যা হয় নাই। ব্রহ্মপুত্র ও তাহার শাখা নদীসমূহের জল ক্রমশঃ স্ফীত হইতে থাকায় আসাম রাজ্যের দক্ষিণাংশের বিভিন্ন জেলায় বন্যার বিপদ এই বৎসর (১৯৬২) আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। শুধু আসামেই নয় এই বৎসরই তোর্ষা ও তিস্তা ও পুনর্নভা নদীর বন্যায় পশ্চিমবংগের বহু পরিবার গৃহহীন হইয়াছে ও কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, হাসিমারা, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কোশী ও ইহার শাখা নদীগুলি বর্ষার জলে স্ফীত বিহার অঞ্চলের বহু স্থান জলমগ্ন করিয়া যে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সত্যই ভয়াবহ। শুধু ১৯৬২ সালেই নয় গত পনের বৎসরের প্রায় প্রত্যেক বৎসরই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই ভয়াবহ বন্যা তাহার মারাত্মক পরিণতিও প্রতিক্রিয়া লইয়া দেখা দিয়াছে। ১৯৬১ সালে উড়িষ্যায় ও কেরালা, মাদ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলে প্রবল বন্যা হইয়া গিয়াছে। ভারত সরকায় প্রতি বৎসরই বন্যার প্রতিকারের জন্য রাজকোষ উজার করিয়া দিতেছেন। নদীর তীরে বাঁধ নির্মাণ করিয়া বন্যার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকার যে সফল হয় নাই তাহা প্রতি বৎসরের বন্যা হইতে

সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভারত সরকার নদীপরিকল্পনার মাধ্যমেও এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। বর্ষার জলরাশিকে নদীর সহিত নামিয়া আসার সময় বাঁধ দ্বারা আটক করিলে তাহারা বন্যা ঘটাইতে পারে না; অথচ বদ্ধ জলদ্বারা সেচ কার্য করা ও জল-বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিয়া কৃষি ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি করা যায়। ভারত সরকারের এই পরিকল্পনাও যথেষ্ট কার্যকরী হইয়াছে বলা যায় না, কেননা বন্যার প্রকোপ ইহা দ্বারা হ্রাস পায় নাই।

সাময়িক প্রতিকার ও আর্তত্রাণের কাজেও সরকারের রাশি রাশি অর্থ খরচ হইতেছে। গৃহহারা বন্যার্তকে গৃহদান করা, পুনর্বাসনের জন্য অর্থ দ্বারা সহায়তা করা, বন্যাত্রাণ কল্পে খাদ্যাদি বিতরণ করা প্রভৃতি সাময়িক প্রতিকারের অন্তর্ভুক্ত। অনেক সময় সংকট যখন অস্বাভাবিক গুরুত্বপূর্ণ হয় তখন সামরিক শক্তির সহায়তাও সরকার গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে আসাম রাজ্য সরকার সামরিক শক্তির সাহায্য তলব করিয়া সাময়িকভাবে বন্যাত্রাণ কাজে তাহাদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে শুধুমাত্র বাঁধ নির্মাণ করিয়া প্রতিবৎসর বিপুল অর্থ ব্যয় করার সার্থকতা আজ আর নাই। নদীতীরে বাঁধ দিয়াও ব্রহ্মপুত্রের গতিরোধ করা যায় নাই এবং আসাম রাজ্য বন্যার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। বরংচ কোন কোন নদীবিজ্ঞানীগণের পরামর্শানুসারে ব্রহ্মপুত্রের মূল খাত বাছিয়া লইয়া ঐ পথে নদীর স্রোত সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া দিলে হয়ত সাধারণভাবে বন্যা প্রতিরোধ করা যাইত। ডিব্রুগড় প্রভৃতি সহরগুলি বন্যার ধ্বংসাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত। যাহা হউক, বন্যার আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা যে সম্ভবপর হয় নাই সেই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

বাঁধ নির্মাণের কিংবা নদীগর্ভ খননের দ্বারা স্থায়ীভাবে কোন নদীতে জল অপসারণের ক্ষমতা বাড়ান অসম্ভব। ইহাতে ব্যয়ের পরিমাণই শুধু বেশী হয়, কাজ কিছু হয় না। ইহার পরিবর্তে নদীর দুই কূলে বাধা সৃষ্টি করিয়া স্রোতের গতি হ্রাসের দ্বারা চর সৃষ্টি করিলে নদীর প্রসার হ্রাস পায় এবং নদীর মাঝামাঝি খাতটি ক্রমেই গভীর হইতে থাকে। এই পন্থা খুব ব্যয়সাপেক্ষও নয়। সুতরাং বার্ষিক প্রতিরক্ষা হিসাবে বন্যার পর প্রতি বৎসর বাঁধ নির্মাণের জন্য বিপুল অর্থব্যয়ের পরিবর্তে নদীর বিস্তার হ্রাসের ও খাত গভীর করিবার জন্য নদীবিজ্ঞানে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তন করা বিধেয়। ইহাছাড়া,

বাঁধ নির্মাণ ও জলাধার স্থাপনের সহিত বন্যার জলরাশিকে নিকাশ ও পরিবেশন করিবার নিমিত্ত মজা খাল ও নদীসমূহের সংস্কার সাধনও প্রয়োজন।

ভারতের শতকরা ৮০ জনেরও উপর লোক স্বাভাবিক অবস্থায়ই অভাব অনটনের ঊর্ধ্বে দিনযাপন করিতে পারে না। তাহার উপরে প্রতিবৎসর বন্যাজনিত সংকট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে যে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি ঘটে, তাহাতে আমাদের সরকারের পূর্বনির্দিষ্ট কার্যসূচীই যে ব্যাহত ও বানচাল হয় তাহাই নহে, ইহাতে সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তিরা সর্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন হয়। আমাদের ২টি পরিকল্পনা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং আর একটি সুরু হইয়াছে ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে। এই তৃতীয় পরিকল্পনাটিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে ৬০ কোটি টাকার মত সংস্থান করা হইয়াছে। এই অর্থ প্রয়োজনানুরূপ নয় বলিয়া অনেকে ইহার সমালোচনা করেন। বন্যার বিধ্বংসীরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াও ইহার চিরস্থায়ী প্রতিকারের জন্য যথাযথ অর্থ সংস্থান পরিকল্পনায় ধরা না হওয়া সত্যই দুঃখের। এই প্রসংগে গত ২৫শে আগষ্ট তারিখের (১৯৬২ সাল) অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য—"Apart from the loss in life and property as well as the suffering to the people caused by floods, it is bad economy to treat flood prevention as of minor importance on the score of the non-productive (at least visible) expenditure it involves compared to expenditure on directly productive schemes like irrigation, because what has to be recurrently spent to make up the loos of flood ravages far exceeds the amounts saved by denying flood control measures thier requisite dues" বন্যার ধ্বংস হইতে দেশকে রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনাটি যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ তাহা অনস্বীকার্য। সুতরাং প্রাপ্য অর্থ বরাদ্দ দ্বারা এবং প্রতিরোধমূলক উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়া বন্যার নিয়ন্ত্রণ কার্য উন্নয়নমূলক কাজের আগেই সম্পূর্ণ করা উচিত।

কল্যাণ রাষ্ট্র

'কল্যাণ রাষ্ট্র' সম্বন্ধে আমাদের তত্ত্বগত ধারণা খুব বেশী [illegible] 'কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞান' হইতে কল্যাণরাষ্ট্র সম্বন্ধে আমাদের নূতন [illegible] হইয়াছে। আধুনিক জগতে আমরা একদিকে সোভিয়েট [illegible] পাই সাম্যবাদ, অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখিতে পাই ধনতন্ত্র অথবা [illegible] গণতন্ত্র। এই দুই বিপরীত মুখী সমাজ ব্যবস্থার মাঝামাঝি আমরা একটি আদর্শ দেখিতে পাই,—তাহা হইতেছে কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শ। ভারতবর্ষ এই কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শ অনুসরণ করিতেছে।

কল্যাণ রাষ্ট্রের অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণ সাধন করাই কল্যাণ-রাষ্ট্রের আদর্শ নয়; সমষ্টির কল্যাণ অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করাই কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শ। কল্যাণ রাষ্ট্রে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায় বজায় থাকে। জনসাধারণের মধ্যে যদি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারের বৈষম্য থাকে, তবে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে জনসাধারণের অবদান খুব বেশী হইতে পারে না। জনসাধারণের সর্বাংগীণ কল্যাণে কখনই ব্যক্তিবিশেষের অথবা শ্রেণী-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণের মাধ্যমে অর্জিত হইতে পারে না। ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি উল্লিখিত হইয়াছে সেইগুলি কল্যাণ-রাষ্ট্রের আদর্শ সূচিত করে। কল্যাণ রাষ্ট্রে কেহ কাহাকেও শোষণ করিবার সুযোগ পায় না; আয় এবং ধনের বৈষম্যও কম থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে শুধু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিই কল্যাণ-রাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত হয়। মিশ্র-অর্থ ব্যবস্থায়ও কল্যাণ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভারতবর্ষে আমরা মিশ্র-অর্থব্যবস্থা দেখিতে পাই। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সমাজতন্ত্রের অনুসরণ করিয়া ভারতে একদিকে রাখা হইয়াছে সরকারী ক্ষেত্র, অপরদিকে রাখা হইয়াছে বেসরকারী ক্ষেত্র। সরকারী ক্ষেত্রে মুনাফা-বৃত্তির স্থান নাই। সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সরকারী ক্ষেত্রে সামাজিক মুনাফার নীতি অনুসরণ করিয়া সরকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। আবার বেসরকারী ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে বিনিয়োগের অনুপ্রেরণা জাগাইবার ব্যবস্থা সরকার করিতেছেন। কল্যাণ রাষ্ট্রে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য এবং শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সরকার বিভিন্ন

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায়ীগণ পছন্দ করে না। কিন্তু একশ্রেণী ব্যবসায়ীর কাছে ইহা গ্রহণযোগ্য হয়,—কারণ ইহাতে জিনিষপত্রে সঞ্চয় করিয়া বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারতবর্ষে কিছু পরিমাণে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করা হইয়াছিল। বর্তমানে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় আমরা বিভিন্ন জিনিষের মূল্য বাড়িয়া যাইতে দেখিতেছি। সম্প্রতি পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ মুনাফাখোরদের সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জিনিষপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা হইবে।

কল্যাণ রাষ্ট্রে সরকার যে মূল্যনীতি অনুসরণ করেন তাহাতে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের যাহাতে কল্যাণ হয় সেইদিকে দৃষ্টি প্রদান করা হয়। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সহিত যে প্রশ্নটি জড়িত তাহা হইতেছে পণ্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত। পণ্যের যোগান যাহাতে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেই-দিকে দৃষ্টি প্রদান না করিলে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ-নীতি সফল হয় না। তাহা ছাড়া মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধকল্পে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি হইতেছে সম্পূর্ণভাবে একক নীতি; কিন্তু পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলেই চলিবে না, সেই সংগে বিভিন্ন পণ্যের জন্য যে অতিরিক্ত চাহিদা বাজারে দেখা যায় তাহাও যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসৃত হইতে দেখা যায়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম যুগে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি অংগ হইতেছে সুনির্দিষ্ট মূল্য নীতি। সরকারের অর্থনৈতিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্যই হইতেছে মূল্যস্তরে স্থিরতা আনয়ন করা এবং ইহা বজায় রাখা; পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি হইতেছে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্যতম উপায়।

———

ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট
(Foreign Exchange Crisis in India)

ভারতে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ যে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট দেখা পাইতেছি, তাহার মূল কারণ হইতেছে আমাদের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় অতিরিক্ত উচ্চাকাংখাজনিত বহির্বাণিজ্যের উপর অতিরিক্ত চাপ প্রদান। ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের অর্থমন্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করেন যে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৪১ কোটি টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় দেখা যায় আগামী পাঁচ বৎসরে (তৃতীয় পরিকল্পনায়) রপ্তানী হইতে ৩৪৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া গেলেও অন্যান্য খরচ মিটাইয়া নীট ৩০৭০ কোটি টাকার পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করিবার জন্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু বিদেশ হইতে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং শিল্পসরঞ্জাম আমদানী, ঋণ পরিশোধ এবং ঋণের জন্য সুদ প্রদান প্রভৃতি বাবদ তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৫৭০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে ৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দেখা যাইবে। এই ঘাটতি ছাড়াও তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য আমাদের আরও ১৯০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য যে সকল জিনিষ আমদানী করা হইবে, সেগুলির দাম বাবদ। এইভাবে মোট ২৬০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার যে ঘাটতির সৃষ্টি হইল তাহার সংগে যোগ করিতে হইবে আরও ৬০৮ কোটি টাকা; এই টাকার প্রয়োজন হইবে আমেরিকা হইতে সাম্প্রতিক পাব্লিক ল ৪৮০ চুক্তি অনুযায়ী ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করার জন্য। দেখা যাইতেছে, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোট ৩২০৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির সৃষ্টি হইবে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ১৯৬২ সালের ১লা এপ্রিল ভারতের ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১০৮ কোটি টাকা, অথচ ১৯৬২ সালের ৮ই জুন ইহার পরিমাণ হইয়াছে ১০০ কোটি টাকা। এখন প্রশ্ন হইতেছে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সমস্যাটির সমাধান কিভাবে হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করার আগে আমাদের দেখা উচিত, এই সমস্যাটির

সৃষ্টি গোড়া হইতে কিভাবে হইয়াছে। সমস্যাটি মোটেই আকস্মিক নয়, অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এই সমস্যা দেখা দিবেই। ভারতেও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শুরু হইতেই এই সমস্যাটি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত আমরা যে সংকটের সম্মুখীন হইয়াছি তাহার প্রধান কারণ হইতেছে আমাদের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাটি অতিরিক্তভাবে সাহসিক হইয়া গিয়াছে। এই পরিকল্পনায় আমরা দেখিতে পাই উৎপাদন লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার আর্থিক সম্পদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব (imbalance)। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের রেলপথের জন্য যে বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে পারি। এই বরাদ্দ করিবার সময় আর্থিক সম্পদের উপযুক্ত হিসাব করিয়া লওয়া হয় নাই। ইস্পাত কারখানাগুলি স্থাপন করিবাব সময়েও সেখানে জনবসতি স্থাপন করিবার জন্য যে নগর-পরিকল্পনা করা দরকার, তাহা খরচের হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার এই অসংগতির দরুণ বিদেশ হইতে আমাদের হিসাবের অতিরিক্ত কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম আমদানী করিতে হইতেছে। তাহাতে অনেক পরিমাণে ঘাট্‌তি হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৫৬ সাল হইতে ক্রমবর্ধমান খাদ্যশস্য আমদানী আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংকটেব অন্যতম কারণ। ১৯৫৫-৫৬ সালে যেখানে ৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়, ১৯৫৬-৫৭ সালে সেখানে ২ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়।

তৃতীয়তঃ, আমাদের সমস্ত আমদানী কাঠামোর মধ্যেই কতিপয় অসংগতি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। খাদ্য-সামগ্রী ছাড়াও আমাদের অন্যান্য ভোগ-সামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় গুরুভারশিল্পের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহাতে উন্নয়নমূলক খরচের (developmental outlay) পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে। উন্নয়নমূলক খরচের বৃদ্ধিহেতু ও সেই কারণে অধিক মুদ্রা প্রচলন-হেতু জনসাধারণের ক্রয় শক্তি এবং ভোগ-সামগ্রীর জন্য চাহিদা যে হারে বাড়িয়াছে, ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন সেই হারে বাড়ে নাই। বিদেশ হইতে যাবতীয় ভোগ-সামগ্রীর আমদানী বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারের আমদানী নীতির মধ্যেও যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার

কোন কোন দপ্তর এমন কতিপয় মূলধন সামগ্রী আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছে যেগুলি কিছুকাল পরে আমদানী করিলেও চলিত। কাজেই দেখা যাইতেছে, যে হেতুতে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট আশংকা করা হইয়াছিল, ঠিক সেই হেতুতেই এই সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে। (…"Precisely because a foreign exchange crisis was expected, such a crisis has arisen".)

চতুর্থতঃ, বেসরকারী ক্ষেত্রের আমদানীকারীগণ ১৯৫৫ সাল হইতে অনুসৃত সরকারের উদার আমদানী লাইসেন্স প্রদান করার নীতির (Liberal import licensing policy) পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তাহা ছাড়া, এই সময়ের মধ্যে দেশে প্রচুর পরিমাণে পশম বস্ত্র, রেয়ন, ঘড়ি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আমদানী করা হয়। তাহাতেও অনেক বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হইয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, ১৯৫৭ সাল হইতেই আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা গিয়াছে। ইহার ফলে শুধু যে অত্যাবশ্যক ভোগ-সামগ্রীগুলির দাম বাড়িয়াছে, তাহা নহে; বিভিন্ন রপ্তানী-সামগ্রীর দাম বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে কতিপয় সামগ্রীর রপ্তানীর উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার আয় আশাপ্রদ হয় নাই।

ষষ্ঠতঃ, বিদেশে মূল্যস্ফীতির দরুণ প্রয়োজনীয় আমদানী দ্রব্যের দাম বিশেষ বাড়িয়াছে এবং ইহাতে আমাদের দেশ হইতে অনেক টাকা বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

বৈদেশিক মুদ্রা সংকট প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকার যে ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়াছেন সেগুলির মধ্যে আমদানী নিয়ন্ত্রণনীতি ও রপ্তানী বৃদ্ধির নীতিই প্রধান। রপ্তানী বাড়াইবার জন্য ভারত সরকার কতিপয় রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ স্থাপন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, "রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান" (State Trading Corporation) এবং "রপ্তানী ঝুঁকি বীমা প্রতিষ্ঠান" স্থাপন করিয়া ভারত সরকার রপ্তানী বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের সমাধান করিবার জন্য রপ্তানী বাড়াইতে হইবে এবং আমদানী কমাইতে হইবে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, এইজন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। আমাদের আমদানী কাঠামোর মধ্যে যে অসংগতি অথবা ভারসাম্যের অভাব (imbalance) রহিয়াছে সর্বাগ্রে তাহা দূর করিতে হইবে

পাঁচসালা পরিকল্পনার কাঠামো পরিবর্তিত করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিশ্বব্যাংক হইতে যাহাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায় সেদিকেও সরকারকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মুদালিয়ার কমিটির (১৯৬২) মতে রপ্তানীকারীদের উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য তাহাদের দেয় আয়করের হার কমাইয়া দেওয়া উচিত। তাহা ছাড়া, আমদানী করা হইয়াছে এইপ্রকার কাঁচামাল অথবা অর্ধনির্মিত সামগ্রীর (semi-processed goods) উপর বাণিজ্যশুল্ক ফ্ল্যাট হারে (flat rate) ধার্য করা উচিত। যে কোন উন্নয়নমান দেশকেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পথে বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের সম্মুখীন হইতে হয়। ভারতবর্ষকেও এই সংকট অতিক্রম করিতে হইবে এবং এজন্য কিছু ত্যাগ স্বীকারও করিতে হইবে। দরকারবোধে প্রয়োজনীয় আমদানীর পরিমাণও হ্রাস করিতে হইবে। সরকারেব দিক হইতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য কঠোরতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

———

পঞ্চম অধ্যায়

রচনার সংকেত

ব্যাংক আমানতের বীমা

(Insurance of Bank Deposits)

ব্যাংক আমানতের বীমা করিবার ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষেও ব্যাংক আমানত বীমা করিবার একটি কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা ব্যাংক ব্যবসায়ের উপর জনসাধারণের আস্থা দৃঢ় করে এবং ব্যাংকগুলির বিপর্যয় প্রতিরোধ করে। ভারতবর্ষে ১৯৪৮ সালে ব্যাংক-বিপর্যয় হয়। ইহার পর শ্রফ কমিটি সুপারিশ করেন যে ভারতবর্ষের ব্যাংক-ব্যবসায়কে সমূহ বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাংক আমানত বীমা করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু যখন শ্রফ কমিটি এই সুপারিশ করেন তখন ভারতসরকার অথবা রিজার্ভ ব্যাংক এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের পালাই সেণ্ট্রাল ব্যাংকের বিপর্যয় হইবার পর বিশেষতঃ ক্ষুদ্র আমানতকারীদের স্বার্থে ব্যাংক আমানতের বীমা করার কাজে রিজার্ভ ব্যাংক অগ্রসর হইয়াছে।

ভারতবর্ষে সম্প্রতি একটি পৃথক স্বয়ংশাসিত কর্পোরেশন গঠন করা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর এই কর্পোরেশনের সভাপতি, এবং রিজার্ভ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নর, কেন্দ্রীয় সরকারের একজন প্রতিনিধি এবং একজন বেসরকারী প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি ছোট বোর্ড কর্পোরেশনের সভাপতিকে কাজে সাহায্য করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী এক হাজার টাকা অথবা দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত বীমার সীমা নির্ধারিত হইলে যে উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা চালু করা হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য সার্থক হইবেনা।

আমেরিকায় দশ হাজার ডলার পর্যন্ত বীমার সীমা নির্ধারিত হইয়াছে। বীমার সীমা বেশী করার সুবিধা হইতেছে এই যে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের উন্নতির সংগে সংগে আমানত নষ্ট হইয়া যাইবার ঝুঁকি কমিয়া যাইবে। জনসাধারণের

আস্থা অর্জিত হইলে এই পরিকল্পনায় সব ব্যাংকেরই আমানত বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং আমানত বীমা করিবার উর্দ্ধতম সীমা অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা করা উচিত। বিগত কয়েক বৎসর ভারতে যে পরিমাণে ব্যাংক বিপর্যয় হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে ব্যাংক আমানত বীমা করিবার বিশেষ প্রয়োজন বর্তমানে আছে। ইহার একদিকে যেমন আমানতকারীগণ তাঁহাদের আমানত নিরাপদ আছে বলিয়া মনে করেন, অপরদিকে ব্যাংকগুলিও বিনিয়োগের কাজে অপেক্ষাকৃত নিঃশংকচিত্তে অগ্রসর হইতে পারে। তবে কিভাবে এই বীমার প্রিমিয়াম দিতে হইবে সেই বিষয়েও একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে হইবে। ব্যাংক আমানত বীমা ব্যবস্থাকে ভালভাবে কার্যকরী করিতে হইলে প্রথমেই ছোট ছোট ব্যাংকগুলিকে একত্রিত করিয়া ফেলিবার কাজে রিজার্ভ ব্যাংককে উদ্যোগী হইতে হইবে, ইহা শুধু ব্যাংকগুলির হাতে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। তবেই ভবিষ্যতে আমাদের দেশে ব্যাংক বিপর্যয় বন্ধ হইতে পারে।

সমবায় আন্দোলন :

সমবায়ের মূলনীতি—সমবায় আন্দোলনের উপকারিতা; কৃষি ও শিল্পে বিশেষতঃ কুটির শিল্পে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব—অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের বিশেষ ভূমিকা, গ্রামীণ বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে সমবায়মূলক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের আবশ্যকতা—ভারতে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস—ভারতে সমবায় আন্দোলনের দুর্বলতা—সমবায় আন্দোলন আরও উন্নত করার উপায়।

ভারতে শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কার (Rationalisation of industry in India) : শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কারের অর্থ হইতেছে, উৎপাদনের মান উন্নয়ন এবং উৎপাদন খরচ কমাইয়া দেওয়ার জন্য নূতন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করা অথবা পুরাতন, জীর্ণ যন্ত্রপাতিগুলির সংস্কার করা;—শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কারের সহিত বেকার সমস্যা বিশেষভাবে জড়িত, কারণ, নূতন যন্ত্রপাতি প্রবর্তিত হইবার সংগে সংগে অনেক লোককে শিল্প হইতে ছাঁটাই করিতে হয়;—ভারতে শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা—পাটশিল্প, কয়লা শিল্প এবং বস্ত্র শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কার—শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কার সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি।

ভারতে গ্রামীণ ঋণের সমস্যা ঃ

ভূমিকা—কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষি-মূলধনের গুরুত্ব—ভারতে কৃষি-মূলধনের স্বল্পতা ; জাতীয় আয় এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই অল্প—গ্রামীণ ঋণের কারণ—গ্রাম্য মহাজনদের ক্রিয়াকলাপ—গ্রামীণ ঋণের বিভিন্ন উৎস—গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং ব্যবসায় সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা—নিখিল ভারত গ্রামীণ ঋণ পর্যবেক্ষণ কমিটির বিবরণী—গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং এক্ষেত্রে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির বিশেষ ভূমিকা—ষ্টেট ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়ার বিশেষ ভূমিকা—সরকার কর্তৃক গ্রামীণ ঋণ সমস্যার সমাধানের জন্য অবলম্বিত বিশেষ ব্যবস্থা।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

গণতন্ত্রের আদর্শ—গণতন্ত্র শুধু সরকার নয় ; ইহা একাধারে একটি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক আদর্শ ; গণতন্ত্রে সব মানুষ এক নয়, কিন্তু, সকলেরই সমান অধিকার আছে, গণতন্ত্রে প্রত্যেকেই সমাজের একান্ত আবশ্যক এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ ("Democracy is a society, not of similar persons but of equals, in which each is an integral and irreplaceable part of the whole."—Burns.)—গণতন্ত্র শুধু একটি রাজনৈতিক সত্তা নয়, ইহা একটি নৈতিক ধারণা এবং সামাজিক অবস্থা ; মানুষের নৈতিক দায়িত্ববোধ এবং বিচার-বুদ্ধিই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি ;—গণতান্ত্রিক সরকারে জনসাধারণের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে, এবং প্রত্যেকেই ভোট প্রদানের অধিকার পায় ;—কিন্তু, একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত ;—একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের হইতে পারে অথবা দলবিশেষের হইতে পারে—বিভিন্ন প্রকারের একনায়কতন্ত্র আমরা দেখিতে পাই ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানীতে নাৎসীবাদ এবং ইটালীতে ফ্যাসীবাদ একনায়কতন্ত্রের উপর ভিত্তিশীল ছিল। পাকিস্তানে আমরা সামরিক একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই ;—একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং ইহা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় হয়—কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে আমরা একদলীয় একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই যদিও ইহাকে 'সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র' বা 'Dictatorship of the Proletariat' আখ্যা দেওয়া হয়—গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ তমসাবৃত নয় ; তবে গণতন্ত্রকে স্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য জনসাধারণকে ইহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিভাষা

1945

Excess Profits Tax—অতিরিক্ত মুনাফা কর

Profiteer—লভ্যাংশ গ্রহণকারী

Overhead costs—পরিচালনগত স্থির খরচ

Auctioneer—নিলামকারী

Letter of Credit—প্রতিশ্রুতি পত্র

Handicraft—হস্তশিল্প

Inflation—মুদ্রাস্ফীতি

Consignment—চালান

Liquidator—দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক

1946

Paid-up capital—আদায়ীকৃত মূলধন

Death duty—মৃত্যু কর

Endorsement—সহি, স্বত্বান্তরকরণ

Fixed deposit—স্থায়ী আমানত

Negotiable Instrument—সম্প্রদেয় পত্র

Freight—ভাড়া, মাশুল

Fire insurance—অগ্নি বীমা

Days of Grace—অনুগ্রহ মেয়াদ

Bank charges—ব্যাংকের দক্ষিণা

1947

Ad valorem duty—মূল্যানুসারে মাশুল

Bonded warehouse—শুল্কাধীন পণ্যাগার

Demurrage—গহিরি, মাল খালাসে বিলম্ব হওয়ায় ক্ষতিপূরণ

Piece goods—কাপড়

Debit note—বাকীর হিসাব

Whole life insurance policy—আজীবন বীমাপত্র

Certificate of origin—প্রভবলেখ

Mortgage debenture—বন্ধকী ঋণপত্র

Prospectus—অনুষ্ঠানপত্র

Consideration—প্রতিলাভ

1948

Trade union movement—শ্রমিক আন্দোলন

Civil Aviation—বেসামরিক বিমান চালনা

Foreign Exchange—বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়

Rural reconstruction—গ্রাম পুনর্গঠন

General price level—সাধারণ মূল্যস্তর

Textile protection bill—বস্ত্রশিল্প সংরক্ষণ বিল

Gold Standard reserve—স্বর্ণমান কোষ

Inflation and deflation—মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রা সংকোচন

Home charges—বিলাতে প্রদেয় অর্থ

Balance of trade—বাণিজ্য হিসাব

1949

Annuity Fund—বার্ষিক বৃত্তি তহবিল

Tariff Reform—শুল্ক সংস্কার

Industrial Tribunal—শিল্প-আদালত

Excise duty—আবগারী শুল্ক

Transport system of a country—দেশের পরিবহন ব্যবস্থা

Exchange rates—বিনিময় হারসমূহ

Nationalisation of industry—শিল্প জাতীয়করণ

Hire Purchase—ঠিকা খরিদ ও সর্তযুক্ত খরিদ

Stock valuation—মজুত মালের হিসাব

Bill of lading—বহন পত্র

1950

Broad cast—বেতারবার্তা

Embargo—বাণিজ্য অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা (বন্দরে জাহাজ সম্পর্কে)

Life annuity—আজীবন বৃত্তি

Fiscal Policy—রাজস্ব সম্বন্ধীয় নীতি, শিল্প সংরক্ষণ নীতি

Investment—বিনিয়োগ লগ্নী

Subsidy—সরকারী সাহায্য

Full Employment—পূর্ণ নিয়োগ

Allocation—বণ্টন, বিলিব্যবস্থা

Protection —সংরক্ষণ

Successive average—ক্রমিক গড়

1951

Credit—ধার, বাজার সম্ভ্রম, জমা

Self-sufficiency—স্বয়ং সম্পূর্ণতা

Money Market—টাকার বাজার

Speculation—ফটকা কারবার, ঝুঁকিদারী ব্যবসা

Barter—পণ্য বিনিময়

Price level—মূল্যস্তর

Purchasing power—ক্রয়শক্তি

Balance of Payment—বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের হিসাব

Index number—সূচক সংখ্যা

Import quota—আমদানী বরাদ্দ

1952

Moratorium—টাকা কড়ির লেন-দেন সম্বন্ধে আইনগত বিরতি

Face value—লিখিত মূল্য, অভিহিত মূল্য

Corporate Management—যৌথ পরিচালনা

Labour Unions—শ্রমিক সংঘ

Restrictive Endorsement—নিয়ন্ত্রিত স্বত্বান্তর করণ

Inheritence taxes—উত্তরাধিকার করসমূহ

Sinking Fund—ঋণশোধ তহবিল, প্রতিপূরক তহবিল

Drawings Account—ব্যক্তিগত টাকা তোলার হিসাব

Overdrafts—জমার অতিরিক্ত টাকা তোলা

Unsecured Loans—অনিশ্চিত ঋণ

1953

Resources—সম্পদসমূহ

Target—লক্ষ্য

Capital formation—মূলধন-সৃষ্টি, মূলধন গঠন

Current Consumption—চলতি ভোগ (অন্য অর্থে, বিদ্যুৎ ক্ষয়)

Land Policy—ভূমি নীতি

Community Development—সমাজ উন্নয়ন

Development—উন্নয়ন,

Agricultural economy—কৃষি-অর্থনীতি

Rehabilitation—পুনর্বাসন

Productivity—উৎপাদনশীলতা, উৎপাদনী শক্তি

1954

Labour welfare—শ্রম কল্যাণ

Community Development—সমাজ উন্নয়ন

Industrial Housing—শিল্প-শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণ

Paid-up Capital—আদায়ীকৃত মূলধন

Employee's Provident Fund—কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সংস্থান তহবিল

Broker—দালাল

Death Duty—মৃত্যুকর

Workmen's compensation—শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ

1955

Audit—হিসাব পরীক্ষা

Nationalisation—জাতীয়করণ, রাষ্ট্রীয়করণ

Betterment fee—উন্নয়নমূলক মাশুল

Federal Insurance—যুক্তরাষ্ট্রীয় বীমা

Cheap Money—সুলভ মুদ্রা

Commodity Taxation—পণ্যকর

Federal Finance—যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা

Financial control—আর্থিক নিয়ন্ত্রণ

Multipurpose River Schemes বহুমুখী নদী পরিকল্পনাসমূহ

1956

Budgetary Surplus—আয়ব্যয়ের হিসাবে উদ্বৃত্ত

Capital Expenditure—মূলধনী ব্যয়

Cheap money policy—সুলভ মুদ্রানীতি

Contingency Fund—সম্ভাব্য ব্যয়ের তহবিল

Corporation tax—পৌর প্রতিষ্ঠানের কর

Deficit Financing—ঘাটতি অর্থ সংস্থান

Entertainment tax—প্রমোদকর

Economic Rehabilitation—অর্থনৈতিক পুনর্বাসন

Days of grace—অনুগ্রহ মেয়াদ

1957

Ad valorem Duty—মূল্যানুসারে শুল্ক

Reciprocal Demand—পারস্পরিক চাহিদা

Subsidiary Coin--আনুষংগিক মুদ্রা

Soft currency—সুলভ মুদ্রা

Underwriting—অবলিখন

Bill at sight—দর্শনী হুণ্ডি
Fiduciary issue—প্রতিজ্ঞা সম্বলিত মুদ্রা
Negotiable instrument—সম্প্রদেয় পত্র

1958

Contingency Fund—সম্ভাব্য ব্যয়ের তহবিল
Bill of lading—বহন পত্র
Excise duty—আবগারী শুল্ক
Oct-roi—দ্বারদেশে দেয় শুল্ক (পুরশুল্ক)
Industrial Tribunal—শিল্প-আদালত
Gold Standard—স্বর্ণ মুদ্রামান
Hire Purchase—ঠিকা খরিদ, সর্তযুক্ত খরিদ
Deficit Financing—ঘাটতি অর্থ সংস্থান
Bank Rate—কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার
Reserve Dollar—মজুত ডলারের তহবিল

1959

Annuity Fund—বার্ষিকী তহবিল
Bill of Exchange—হুণ্ডি
Ad valorem Duty—মূল্যানুসারে মাশুল
Overdraft—জমার অতিরিক্ত টাকা তোলা
Wealth tax—সম্পদ কর
Purchase tax—ক্রয় কর
Tariff reform—শুল্ক সংস্কার
Exchange rate—বিনিময় হার
Soft currency—সুলভ মুদ্রা
Preferential duty—পক্ষপাতমূলক শুল্ক

1960

Bank draft—ব্যাংকের হুণ্ডি
Capital Expenditure—মূলধনী ব্যয়
Convertible money—বিনিময় যোগ্য অর্থ
Deficit Financing—ঘাটতি অর্থ সংস্থান
Devaluation—(মুদ্রা) মূল্য হ্রাস
Octroi—দ্বারদেশে দেয় শুল্ক (পুরশুল্ক)

Bill of lading—বহন পত্র

Deferred Payment—বিলম্বিত পরিশোধ

Imprest cash—অগ্রদত্ত নগদ টাকা

Preferential share—অগ্রাংশ

Ceiling price—সর্বোচ্চ দর

Consignment—চালান

Debit note—বাকীর হিসাব

Demmurage—গহিরি, মাল খালাসে বিলম্ব হওয়ায় ক্ষতিপূরণ

Indemnity—ক্ষতিপূরণ, খেসারত

Marine Insurance—নৌবীমা, জাহাজী বীমা

Post dated cheque—মেয়াদ উত্তীর্ণ চেক

Trade discount—দস্তরী

Underwriting—অবলিখন

Unsecured loans—অনিশ্চিত ঋণ, নিয়ন্ত্রত স্বত্বান্তকরণ

Auditor—নিরীক্ষক,

Agent—প্রতিনিধি

Demurrage—গহিরি, মালখালাসে বিলম্ব হওয়ায় ক্ষতিপূরণ

Excise duty—আবগারী শুল্ক

Liquidators—দেউলিয়া সম্পত্তির মীমাংসক

Managing Agent—নির্বাহী নিযুক্তক

Monopoly—একচেটিয়া।

Public debt—সরকারী ঋণ

Pro-rata—আনুপাতিক

Preference Share—পক্ষপাতমূলক শেয়ার

Quorum—সভায় প্রয়োজনীয় উপস্থিত সভ্যসংখ্যা, অপেক্ষ সংখ্যা

অতিরিক্ত পরিভাষা

[A]

At Par—সমমূল্যে, সমহারে।
Ab initio—প্রারম্ভ হইতে
Above Par—অধিহারে
Account—হিসাব
Account book—হিসাব বহি,
Account Suspense—বিচারাধীন হিসাব।
Account-imprest—জিম্মা খাতে।
Account-Rough—কাঁচা হিসাব।
Account-Current—চলতি হিসাব
Account dead—বাতিল হিসাব
Account-Fixed Deposit—স্থায়ী আমানত হিসাব।
Account-Savings—পুঁজি হিসাব।
Account-Disbursement—ব্যয়ের হিসাব।
Account-Deposit—আমানতী হিসাব।
Account-Drawings—টাকা তোলার হিসাব
Account payee cheque—প্রাপকের হিসাবে দেয় চেক
Account payee draft—প্রাপকের হিসাবে ব্যাংকের নির্দেশপত্র
Account-balancing of—হিসাব সমীকরণ।
Account-Capital—মূলধন হিসাব।
Account Nominal—আয়ব্যয় হিসাব।
Accountancy—হিসাব শাস্ত্র।
Accumulation—সঞ্চয়
Accepting house—হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার ব্যাংক
Arrears—বকেয়া, বাকী
Assay—যাচাই
Assets—সম্পত্তি
Approximate value—আনুমানিক মূল্য
Assignee—মনোনীত ব্যক্তি.
Average—গড়
Axis—অক্ষ
Ad hoc—তদর্থক, সাময়িক
Ad interim—মধ্যকালীন
Allowance—ভাতা
Additional Deputy Secretary—অতিরিক্ত উপকর্মসচিব
Audit elark—নিরীক্ষা করণিক
Autonomy—স্বায়ত্তশাসন
Affidavit—শপথ উক্তি

Agreement of Sale—বিক্রয় চুক্তি
Apprentice—শিক্ষানবীশ
Assessor—নির্ধারক
Arbitration—সালিসী, মধ্যস্থতা,
Attestation—প্রত্যায়ণ
Arbitrator—সালিস, মধ্যস্থ।
Administration—শাসন পরিচালন
Assembly—পরিষদ
Attachment—ক্রোক
Attorney—ব্যবহারদেশক
Actuary—বীমা গণিক, বীমা গণিতজ্ঞ।
Accident insurance—দুর্ঘটনা বীমা
Articles of association—বিধান পত্র
Authorised Capital—অনুমোদিত মূলধন
Auxiliary industry—সহায়ক শিল্প
Anarchy—অরাজকতা
At premium—অতিরিক্ত মূল্যে
At a discount—হ্রাস মূল্যে
Authorisation—অর্পণ
Alluvial land—চর ভূমি
Article—দ্রব্য, অনুচ্ছেদ
Auction—নিলাম।
Auctioneer—নিলামদার।
Auctioneer liquidation—দেউলিয়া সম্পত্তি নিলামদার
Authentication—প্রমাণীকরণ
Award—রোয়েদাদ
Authoritative—প্রামা
Automatic—স্বয়ং ক্রিয়

[B]

Bullion—স্বর্ণ বা রৌপ্য পিণ্ড
By product—উপজাত
Ballot—গুপ্ত মত, গুপ্ত ভোট
Bench—বিধেয়ক
Brassage—মুদ্রা নির্মাণ বাণি
Bail—জামিন
Bailor—জামিনদার
Bond—জামিন নামা
Bonded—শুল্কাধীন
Bonus—অধিবৃত্তি
Blue books—সরকারী রিপোর্ট
Board of debt Settlement—ঋণ সালিসী পরিষদ
Bearer cheque—বাহক দেয় চেক
Bearer draft—বাহকদেয় ব্যাংকের নির্দেশপত্র
Bank rate—কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টার হার
Bank reference—ব্যাংকের হিসাব পত্র
Bank return—ব্যাংকের হিসাবপত্র
Bank balance—ব্যাংকের জমা

Balance Sheet—হিসাবের নিষ্পত্তি পত্র
Board of directors—পরিচালক সংঘ
Bull—তেজীওয়ালা
Budget—আয়-ব্যয়ক
Barter System—বিনিময় পদ্ধতি
Basic—মৌলিক
Balance of trade—বাণিজ্যিক গতি, বাণিজ্য হিসাব।
Bureau of mine—খনি সংস্থা
Bonds—বন্ধকপত্র
Boom—তেজী
Barred by limitation—তামাদি হওয়া
Black marketing—চোরাবাজার
Bonafide—প্রকৃত।
Bonded ware house—শুল্কাধীন পণ্যাগার
Breach of trust—বিশ্বাসভংগ
Bureaucracy—আমলাতন্ত্র
Bulk purchase—এক জোট খরিদ
Bye law—উপনিয়ম
Bank draft— ব্যাংকের হুণ্ডি
Bank charges—ব্যাংকের পাওনা
Balance of payment—বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের হিসাব
Bill of lading—বহন পত্র।
Bankrupt—দেউলিয়া

[C

Cargo—জাহাজী মাল
Corollary—অনুসিদ্ধান্ত
Centre of gravity—ভারকেন্দ্র
Current—প্রবাহ
Census—জনগণনা, আদমসুমারী
Colonization—উপনিবেশ
Constitution—শাসনতন্ত্র
Confiscation—বাজেয়াপ্ত
Council—পরিষদ
Casual leave—নৈমিত্তিক ছুটি
Chanceller of exchequer—অর্থসচিব
Circular—পরিঘোষণা
Civil Supply—জনসংভরণ
Civil aviation—বেসামরিক বিমান চলাচল
Collector—সমাহ কর্তা
Communication—যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহণ
Constituent Assembly—গণ পরিষদ
Consul—বাণিজ্যিক রাষ্ট্রদূত।
Chief whip—মুখ্য প্রত্যোদক
Confidential clerk—একান্ত করণিক
Code language—গূঢ় লেখ্য

Commodity taxation—পণ্যকর
Competitive value—প্রতিযোগিতামূলক মূল্য
Composite demand—সম্মিলিত চাহিদা
Co-existence—সহাবস্থান
Consignment—চালান
Consideration—প্রতিলাভ
Consolidation of holdings—জোতের একত্রীকরণ
Consumer's Capital—ভোগ্য মূলধন বা সম্পত্তি
Consumer's Surplus—ভোগোদ্বৃত্ত
Crossed draft—ব্যাংকের হিসাবে প্রদেয় ব্যাংকের নির্দেশপত্র
Clearing—নিকাশী
Clearing house—চেক বিনিময় নিকাশ ঘর
Credit—ধার
Clearing bank—নিকাশী ব্যাংক
Closing balance—সমাপন হিসাব
Co-partnership—অংশীদারী কারবার
Call money—তলবমাত্র দেয় অর্থ
Called-up capital—তলবী মূলধন
Contract—চুক্তি
Contract contingent—আনুষংগিক চুক্তি
Current consumption—চলতি ভোগ
Commercialisation—বাণিজ্যিক করণ
Consumer—ব্যবহারকারী
Community development blocks—সমাজ উন্নয়ন ব্লক
Co-operation—সমবায়
Capital goods—মূল পণ্য
Collective farming—যৌথ খামারে চাষ
Ceiling price—সর্বোচ্চ মূল্য
Cereal—ধান-যবাদি শস্য
Cash memo—রোকস্মার
Cash—নগদ, রোক
Co-ordinate—সহযোগিতা
Cartel—ব্যবসায়ী জোট
Centralisation—কেন্দ্রীয়করণ
Chamber of commerce—বণিকসভা
Charter—সনদ
Code—সংকেত
Counterfeit coin—জালমুদ্রা
Colonial trade—ঔপনিবেশিক বাণিজ্য
Contingent liability—সম্ভাব্য দায়
Contingent bill—সম্ভাব্য মূল্যপত্র
Contingent charge—সম্ভাব্য ব্যয়
Control—নিয়ন্ত্রণ
Controller—নিয়ন্ত্রক, নিয়ামক

Convertible money—পরিবর্তন-যোগ্য মুদ্রা
Corporate management—যৌথ পরিচালনা
Cost of living—জীবন যাত্রার ব্যয়
Cost of production—উৎপাদন খরচ
Credit bank—দাদন-ব্যাংক
Credit sale—ধারে বিক্রয়
Credit entry—ধারে জমার দাখিলা
Crisis—সংকট
Currency—মুদ্রা
Currency-soft—সুলভ মুদ্রা
Currency-hard—দুর্লভ মুদ্রা
Curriculum—পাঠ্যক্রম
Capital-nominal—নামমাত্র পুঁজি
Currency-managed—রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ব্যবস্থা
Cross reference—প্রতিনির্দেশ
Cumulative—সঞ্চয়ী
Cycle of trade—বাণিজ্য-চক্র
Cabinet—মন্ত্রি মণ্ডলী
Canvassing—উপার্থন
Certificate—প্রমাণ পত্র
Certified copy—প্রমাণিত প্রতিলিপি
Communism—সাম্যবাদ
Capital Expenditure—মূলধন খাতে ব্যয়
Communalism—সাম্প্রদায়িকতা
Commercial correspondence—বাণিজ্যিক পত্র-রচনা
Cheque—চেক, অর্থ দিবার নির্দেশ-পত্র
Coin—মুদ্রা
Collective bargaining—(সওদা
Copy right—মুদ্রণাধিকাব
Customer—ক্রেতা, গ্রাহক
Craft—কারুশিল্প
Counterfoil—প্রতিপত্র
Countersigned—প্রতি-স্বাক্ষবিত
Creditor—উত্তমর্ণ, ঋণদাতা
Cum—সহিত
Cancellation—বাতিলকরণ
Combination—সংযোগ, জোট
Client—মক্কেল
Company—সংঘ, সমিতি
Company-limited—পরিমিত দায়িত্ব বদ্ধ সংঘ (বা কোম্পানী)

D]

Data—তথ্য
Distillation—পাতন
De facto—কার্যত:
Deiure—আইনত:
Director—পরিচালক
Domicile—অধিবাস

Duty—শুল্ক

Deed—দলিল, পত্র

Deed of mortgage—বন্ধকী চুক্তি, রেহননামা

Deed of conditional Sale—সর্তাধীন বিক্রয় চুক্তি।

Deed of partnership—অংশীদারী পত্র

Deed of compromise—আপোষ চুক্তি, সোলেনামা

Deed of annuity— বিলম্বিত বার্ষিক বৃত্তি।

Deed of acquittance—রেহাইনামা, অভিযুক্ত পত্র

Deed of agreement—চুক্তিপত্র

Deed of assignment—স্বত্ব-নিয়োগপত্র

Disability insurance—অসমর্থ বীমা

Dishonoured Cheque—প্রত্যাখ্যাত চেক

Debit note—বাকির হিসাব।

Drawer—চেক প্রেরক, হুণ্ডিপ্রেরক

Dividend—লভ্যাংশ

Debit balance—বাকির হিসাব

Dealer—ব্যবসায়ী, ব্যাপারী

Dealer Retail—খুচরা ব্যাপারী (বিক্রেতা)

Dealer-wholesale—পাইকারী বিক্রেতা

Dormant partner—নিষ্ক্রিয়

Double Entry—দ্বিবারগী দাখিলা

Deficit budget—ঘাটতি বাজেট

Debenture—ঋণপত্র

Debenture mortgage—বন্ধকী ঋণপত্র

Debenture redeemable—প্রতিশোধনীয় ঋণপত্র

Debenture reduction fund—ঋণমুক্তিকরণ তহবিল

Days of grace—অনুগ্রহ-মেয়াদ

Debt—ঋণ

Debts-bad—অশোধ্য ঋণ।

Decimal—দশমিক.

Decree—ডিক্রী

Deferred payments—বিলম্বিত পরিশোধ

Differential duties—তারতম্য-মূলক শুল্ক

Diminishing point—ক্রমহ্রাস বিন্দু

Discount—বাটা

Discount on Sale of goods—পণ্য বিক্রয়ের বাট্টা

Dumping—বিদেশে অতি সস্তায় মাল চালান

Death duty—মৃত্যুকর

Duty-Excise—অন্তশুল্ক

Division of labour—শ্রম বিভাজন

Demand—চাহিদা

Deficit financing—ঘাটতি অর্থ সংস্থান.

Devaluation—(মুদ্রা) মূল্য হ্রাস

Duty-Ad valorem—মূল্যানুসারে মাশুল

Department—বিভাগ

Directorate—অধিকার

Demurrage—গহিরি, মাল খালাসে বিলম্ব হওয়ায় ক্ষতিপূরণ

[E]

Earnest money—বায়না

Extensive method—ব্যাপক পদ্ধতি

Economic planning—অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা

Efficiency bar—সামর্থ্যবাধ

Enterprise—উদ্যোগ

Equitable asset—ন্যায়ানুকূল সম্পদ

Evasion of taxes—কর ফাঁকি

Exchange ratio—বিনিময় অনুপাত

Embassy—রাষ্ট্র দূতাবাস

Emigration—প্রবসন

Emigrant—প্রবসিত

Ex-officio—পদহেতু

Evacuation—উদ্‌বাসন

Evacuee—উদ্‌বাসিত

Ex parte—একতরফা

Establishment clerk—সংস্থা করণিক

Endowment insurance (assurance)—মেয়াদী বীমা

Economic activity—আর্থিক কার্যকলাপ

Economic holding—উপযোগী জোত

Employment Exchange—কর্মনিয়োগ কেন্দ্র.

Elastic—স্থিতিস্থাপক

Embargo—বাণিজ্য অবরোধ

Employees' provident fund—কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল।

Etectorate—নির্বাচকমণ্ডলী

En bloc—একযোগে.

Endcrse—পিছনে সহি করা

Eviction—উৎখ্যাত করণ।

Exchange rate—বিনিময় হার

Export—রপ্তানী

Extra-territorial—অতিরাষ্ট্রিক

Equilibrium—সাম্য, সমতা

Excise—আবগারী

[F]

Factor—উপাদান
Formula—সূত্র
Fertilizer—সার
Family planning—পরিবার পরিকল্পনা
Fiscal Commission—রাজস্ব কমিশন
Firm—ব্যবসালয়, প্রতিষ্ঠান
Foreign currency—বৈদেশিক মুদ্রা
Foreign exchange earnings—বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন
Fair dealing—সৎ ব্যবহার
Fiat money—কাগজী মুদ্রা
Floating assets—চলৎ সম্পত্তি
Freight—ভাড়া, মাশুল
Funded debt—স্থায়ী ঋণ
Free competition—অবাধ প্রতিযোগিতা
Fragmentation—বিক্ষিপ্ত
Federal court—যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়
Federal legislature—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা
Federal finance—যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা
Fiscal policy—রাজস্ব নীতি
Forfeiture—বাজেয়াপ্ত
Fidelity insurance—বিশ্বস্ততা বীমা
Fire insurance—অগ্নি বীমা
Fair ledger—পাকা খাতা
Floating a company—কোম্পানী পত্তন
Fallow land—পতিত জমি
Fundamental rights—মৌলিক অধিকার
Financial control—আর্থিক নিয়ন্ত্রণ
Farm—ক্ষেত, খামার
Fair Price Shop—ন্যায্য মূল্যের দোকান
Family budget—পারিবারিক আয়ব্যয়ক
Full employment—পূর্ণ নিয়োগ

[G]

Gravitation—মহাকর্ষণ
General price level—পণ্য সাধারণের মূল্যস্তর
Gold standard—স্বর্ণমান
Gold Reserve—স্বর্ণ তহবিল
Gold Exchange—স্বর্ণ বিনিময়মান
Good will—সুনাম, ব্যবসায়িক সুনাম
Graded tax—ক্রমবর্ধমান কর
Gratuitous coinage—নিঃশুল্ক মুদ্রাঙ্কন
Guarantee—জামিন

Governing body—শাসক বর্গ
Government promissory note—কোম্পানীর কাগজ, সরকারী প্রত্যর্থপত্র
Gazette—ঘোষ পত্র
Government securities—সরকারী প্রতিভূ
Grant-in-aid—সহায়ক অনুদান
Gross incomt—মোট আয়
Gross Expenditure—মোট ব্যয়
Gross produce—মোট উৎপাদন
Gross profit—মোট লাভ
General manager—সাধারণ ব্যবস্থাপক
General meeting—সাধারণ সভা (অধিবেশন)
Gambling—জুয়া
Gratis—বিনামূল্যে
Gunny bag—বস্তা

[H]

Hire purchase—ঠিকা খরিদ, সর্তযুক্ত খরিদ
Home affairs—স্বরাষ্ট্র
Halting allowance—বিরাম অধিদেয
Head clerk—প্রধান করণিক
Health insurance—স্বাস্থ্য বীমা
Hypothecation—বন্ধক
Hypothesis—অনুমান
Home trade—অন্তর্বাণিজ্য
Hand loom—তাঁত শিল্প
Hydro-electric—জল বিদ্যুৎ
Hard currency—দুর্লভ মুদ্রা
Handicraft—হস্তশিল্প
Hand note—হাত চিঠা
Honorarium—দক্ষিণা

[I]

Indent—মাল প্রেরণের আজ্ঞা
Inheritence Taxes—উত্তরাধিকার করসমূহ
Indemnity—ক্ষতিপূরণ
Index Number—সূচক সংখ্যা
Inflation—মুদ্রাস্ফীতি
Inelastic—অস্থিতিস্থাপক
Insurance policy—বীমা পত্র
Insurance premium—বীমার চাঁদা
Inconvertible—অপরিবর্তনশীল
Immigration—অভিবাসন
Immigrant—অভিবাসী
Incorporated—নিগমিত, বিধিবদ্ধ
Identification—সনাক্তকরণ
Income Tax—আয় কর

Insolvency act—দেউলিয়া আইন
Issued capital—বিক্রয়যোগ্য মূলধন
Irrigation barrage—সেচ বাঁধ
Innundation canals—প্লাবন খাল
Industrial revolution—শিল্প বিপ্লব
Industrial housing—শিল্পশ্রমিকের জন্য গৃহনির্মাণ
Investment trusts—বিনিয়োগ সংহতি
Investment market—বিনিয়োগ বাজার
Interim—অন্তর্বর্তীকালীন
Industrial tribunal—শিল্প আদালত
Industrial equipment—শিল্পের উপকরণ
Injunction—নিষেধাজ্ঞা
Inter alia—যোগে
Invoice—চালান
Investment—বিনিয়োগ
Irrigation project—সেচ পরিকল্পনা
Import—আমদানি
Import quota—আমদানি বরাদ্দ

[J]

Joint Stock Company—যৌথ-কারবারী প্রতিষ্ঠান
Joint life annuity—সম্মিলিত আজীবন বার্ষিক বৃত্তি
Joint supply—যৌথ (সংযুক্ত) যোগান
Joint product—মিলিত উৎপত্তি
Judiciary—বিচার বিভাগ
Journal—রোজনামচা
Juror—নির্ণায়ক সভ্য

[K]

Key industry—বুনিয়াদী শিল্প
Kartel—শিল্প (উৎপাদক) সংঘ
Kite flying—সুপারিশী হুণ্ডি কাটা

[L]

Locus—সঞ্চার পথ
Leap year—অধিবর্ষ
Labour commissioner—শ্রম-মহাধ্যক্ষ

Land acquisition collector—
। গ্রহণ সমাহর্তা
Landing permit—অবরোহ পত্র
Liquidator—দেউলিয়া সম্পত্তির মীমাংসক
Ledger—খতিয়ান
Ledger entry—খতিয়ানের দাখিলা
Labour union—শ্রমিক সংঘ
Labour welfare—শ্রম কল্যাণ
Laissez faire—অবাধ নীতি
Land tenure—প্রজাস্বত্ব·
Law of marginal utility—
প্রান্তীয় উপযোগ বিধি
Letter of hypothecation—
বন্ধক পত্র
Liquid asset—চলতি সম্পত্তি
Localisation of industries—
শিল্প-স্থানীয়করণ
Lock-out—কারবার স্থগিত
মালিক কর্তৃক)
Lock-up—হাজত
Log book—দৈনিক বিবরণ বই
Local self-government—স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

Living—জীবনযাত্রা
Livery—পোষাক
Live stock—পশু সম্পদ
Liquidation—কারবার গুটান
Liquidation of debt—ঋণশোধ
Limited Liability—সীমাবদ্ধ দায়িত্ব
Letter of credit—প্রতিশ্রুতি পত্র
Law of demand—চাহিদার নিয়ম
Law of supply—যোগানের নিয়ম
Legal tender—বৈধ মুদ্রা
Legislative Assembly—বিধান সভা
Legislative Counnil—বিধান পরিষদ
Letter of guarantee প্রত্যভূতি পত্র
Letter of indemnity—ক্ষতিপূরণ পত্র
Life annuity—আজীবন বার্ষিক বৃত্তি
Life assurance—জীবন-বীমা
Landed property—ভূ-সম্পত্তি .

[M]

Monopoly—একচেটিয়া
Modus operandum—কার্যপ্রণালী
Mercantile marine—বাণিজ্য নৌবহর·

Mandate—আজ্ঞাপত্র
Malpractices—অবৈধ কার্যকলাপ
Managed currency—রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা-ব্যবস্থা

Manipulation of accounts—কৌশলে অশুদ্ধ হিসাব শুদ্ধকরণ, হিসাবের কারসাজি
Memorandum of association—প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবনা পত্র
Marine insurance—নৌবীমা
Manifesto—ঘোষণা পত্র
Mobilization—সংহতিকরণ
Memorandum—স্মারকলিপি
Management—পরিচালনা
Margin—প্রান্ত
Market—বাজার
Marketing condition—বাজারের অবস্থা
Manufactured goods—শিল্পজ বস্তু
Manual labour—কায়িক শ্রম
Moratorium—টাকাকড়ির লেন দেন সম্বন্ধে আইনগত বিরতি
Mortgage—বন্ধক
Multi-purpose—বহুমুখী,
Multi-purpose river projects (schemes)—বহুমুখী নদী পরিকল্পনা
Monometallism—একধাতু মান
Mediator—মধ্যস্থ
Medium of exchange—বিনিময়ের মাধ্যম
Machinery—যন্ত্রপাতি, কলকব্জা
Managing agents—নির্বাহী নিযুক্তক
Managing Director—নির্বাহী পরিচালক
Mixed economy—মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা
Minority community—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়
Misappropriation—আত্মসাৎ করা

[N]

Net—আসল
Nominal capital—নামমাত্র পুঁজি
Non-recurring expenditure—অনাবর্তক ব্যয়
Naked debenture—বন্ধকহীন ঋণপত্র
Nationalisation—জাতীয় করণ
Naturalisation—দেশীয় করণ
Notary public—লেখ্য প্রামাণিক
Notification—বিজ্ঞপ্তি
Negotiable instrument—সম্প্রদেয় পত্র
Non-recurring—অনাবর্তক
Nominal—নামমাত্র
Nominal price—নামমাত্র মূল্য
Nomination—মনোনয়ন,
Non-transferable—হস্তান্তরের অযোগ্য

[O]

Observatory—মান মন্দির
Officiating—স্থানাপন্ন
Ordinance—বিশেষ ক্ষমতাযুক্ত অস্থায়ী আইন, অধ্যাদেশ
Officer-in-charge—ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
Ordered cheque—আদিষ্টদেয় চেক
Overdraft—জমার অতিরিক্ত গ্রহণ
Opening balance—প্রারম্ভিক হিসাব
Outstanding claim—বাকী দায়
Octroi—দ্বারদেশে দেয় শুল্ক (পুরশুল্ক)
Overhead costs—পরিচালনগত স্থির খরচ
Owner's risk—মালিকের দায়িত্ব
Organisation—সংগঠন
Obligation—দায়িত্ব
Off-take—মোট ক্রয়
Occupancy right—দখল স্বত্ব
Oath—শপথ
Order—আদেশ, নির্দেশ
Opening account—চলতি হিসাব
Optimum—কাম্য, অনুকূলতম

[P]

Percent—শতকরা
Percentage—শতকরা হার
Postulate—মূলতত্ত্ব
Plastic—নমনীয়
Passport—ছাড় পত্র
Pension—উত্তর বেতন
Poll—ভোট গণনা
Preamble—প্রস্তাবনা
Provident Fund—ভবিষ্য নিধি
Public Service Commission—রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ কৃত্যক
Post dated cheque—মেয়াদ উত্তীর্ণ চেক
Proclamation—ঘোষণা
Payee—প্রাপক
Partner—অংশীদার
Partnership—অংশীদারী
Partnership dissolution—অংশীদারী সংস্থা ভংগ
Prospectus—অনুষ্ঠানপত্র
Perennial canals—প্লাবন খাল
Per capita—মাথা পিছু, জনপ্রতি
Per annum—প্রতি বৎসর
Pro rata—আনুপাতিক
Pro forma account—নকল খসড়া হিসাব
Pro forma defendant—মোকাবিলা বিবাদী

Pro forma invoice—নমুনা চালান

Promoter—প্রবর্তক

Publicity bureau—প্রচার বিভাগ

Provision—অনুবিধি

Promissory notes—প্রত্যর্থ পত্র

Prospectus—অনুষ্ঠান পত্র

Progression—প্রগতি

Price level—মূল্যস্তর

Precis—মর্ম

Prerogative—বিশেষ অধিকার

Prima facie—দৃষ্টতঃ

Private company—ঘরোয়া কোম্পানী

Probate—ইষ্টিপত্র প্রমাণক

Protection—সংরক্ষণ

Protective tariff—সংরক্ষণ শুল্ক

Purchasing power—ক্রয় ক্ষমতা

Purchasing parity—ক্রয় শক্তি সমতা

Proprietory right—মালিকানা স্বত্ব

[Q]

Quorum—সভায় প্রয়োজনীয় উপস্থিত সভ্য সংখ্যা, অপেক্ষ সংখ্যা

Quinquennial—পঞ্চবার্ষিক

Quota—বরাদ্দ

Quantum—পরিমাণ

Quasi-rent—আধা খাজনা, উপকর

Qualification—যোগ্যতা

Quantity theory of money—অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

Quid pro quo—বিনিময়ে কিছু পাইবার নিশ্চয়তা

[R]

Receiver—প্রতিগ্রাহক

Rent free land—নিষ্কর জমি

Registrar of Assurance—লেখ্য নিবন্ধক

Riot insurance—দাঙ্গা বীমা

Receipt and disbursement—জমা ও খরচ

Rationalisation of industry—শিল্পের সুসম্বদ্ধ সংস্কার

Remunerative capital—লাভদায়ক মূলধন

Rise and fall—তেজী, মন্দা

Rotation of crops—ফসলের হের ফের

Rural uplift—গ্রামোন্নতি

Rural reconstruction—গ্রাম-সংস্কার

Rural credit—গ্রাম্যঋণ